ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলে মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 27 February 2025, 8th Year, Issue 415, 40 Pages

যৌন কেলেঙ্কারির পর ক্লিনটনের পদত্যাগ করা উচিত ছিল: মনিকা পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৮ শাবান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১৫, পৃষ্ঠা ৪০

জাতিসংঘ মহাসচিব আসছেন ১৩ মার্চ

বাসস

আন্তোনিও গুতেরেস

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আগামী ১৩ থেকে ১৬ মার্চ বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সফর করবেন। তাঁর কার্যালয় এ কথা নিশ্চিত করেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে তাঁর এ সফর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন

খালেদা জিয়ার আহ্বান

ঢাকা ডেস্ক

খালেদা জিয়া

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন এক আবহে সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হলো বিএনপির বর্ধিত সভা। সেই সভায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান

নতুন দল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা ছাত্রনেতারাই নতুন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পদগুলোয় আসছেন।

ঢাকা ডেস্ক

শেখ হাসিনার পতনে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতাদের নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে কাল শুক্রবার। এদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এই দলের নাম, নেতৃত্ব ও কমিটি ঘোষণার কথা রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা ছাত্রনেতারাই নতুন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পদগুলোয় আসছেন। নতুন দলের নেতৃত্ব দিতে এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে সরে গেছেন নাহিদ ইসলাম। সব ঠিক থাকলে এই দলের আহ্বায়ক হতে যাচ্ছেন তিনিই। সদস্যসচিব পদে সমঝোতার ভিত্তিতে এই পদে আখতার হোসেনের নাম অনেকটাই চূড়ান্ত। তিনি এখন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব। দলের মুখ্য সংগঠক ও মুখপাত্র পদে দেখা যেতে পারে সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তাদের এই নতুন দল গঠন দেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ

নাহিদ ইসলাম

আখতার হোসেন

সারজিস আলম

হাসনাত আবদুল্লাহ

- তরুণদের দল রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনবে বলে প্রত্যাশা।

করেছে। ভোটের মাঠে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান নিয়ে আগ্রহ আছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদেরও।

- নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হলে বিএনপি জিতবে, বিশ্লেষকদের মত।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নতুন ছাত্রসংগঠনের যাত্রা

ছাত্ররাজনীতি

ঢাকা অফিস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়কদের উদ্যোগে গঠিত নতুন ছাত্রসংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ'।

সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকের শিক্ষার্থী আবু বাকের মজুমদার। সদস্যসচিব করা হয়েছে আরেক সাবেক সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ আহসানকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলন করে বুধবার নতুন ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আংশিক কমিটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্পের দাবী অতিরঞ্জিত

সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ইলন মাস্ক বলেছেন, কিছু ব্যক্তি ১০০, ২০০, এমনকি ৩০০ বছর বয়সেও সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পাচ্ছেন। মাস্ক এটিকে একটি বিশাল সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর অধীনস্থ সরকারি দক্ষতা বিভাগ বিভিন্ন সংস্থার অনিয়ম, প্রতারণা ও অপচয় খতিয়ে দেখছে। ট্রাম্প বলেন, 'সুবিধার সিস্টেমে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি ৩৬০ বছর বয়সী হিসাবে তালিকাভুক্ত।' এটি সত্য যে কিছু অনুপযুক্তদেরও

ডোনাল্ড ট্রাম্প

অর্থপ্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের কাছেও অর্থ গিয়েছে। তবে মাস্ক ও হোয়াইট হাউস যে সংখ্যা প্রকাশ করেছে, তা অতিরঞ্জিত এবং সোশ্যাল

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

পেন্টাগনে অস্থিরতা!

রহমান মাহবুব

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক বাহিনীগুলোর প্রধানদের চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করেছেন। জেনারেল চার্লস কিউ ব্রাউন জুনিয়রকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রমাণ করলেন সামরিক নেতৃত্বে বৈচিত্র্য তিনি চান না। শুক্রবার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

অনিশ্চয়তায় ইউএসএইড'র মানবিক কার্যক্রম

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএইড) মানবিক সহায়তা ব্যুরো (বিএইচএ)-এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বরখাস্তের নোটিশ পেয়েছেন, যা সংস্থাটির বৈশ্বিক দুর্যোগ সহায়তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

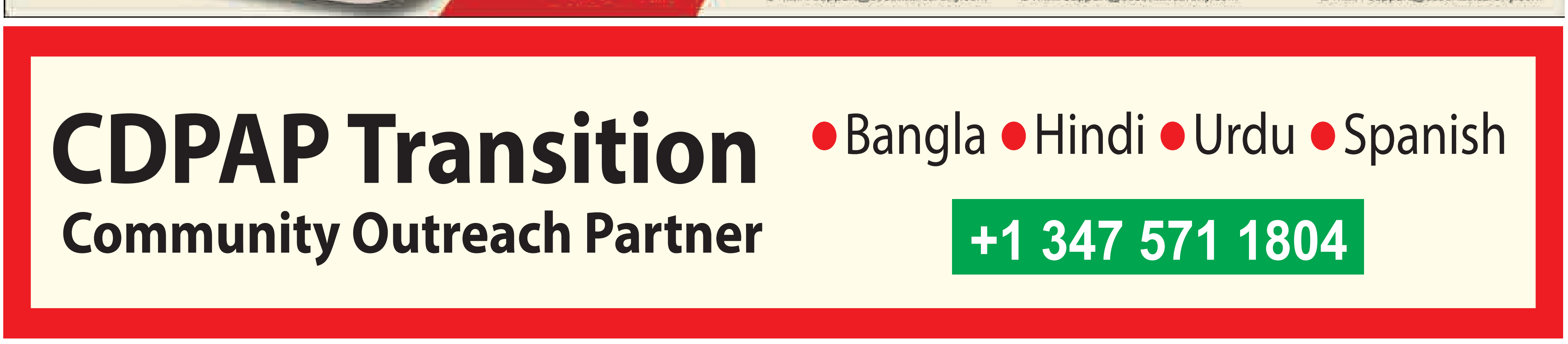

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD &
OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও
ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

নিউইয়র্কে ইশিকা সাইন সাপ্লাই হোলসেল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে প্রিন্টিং ও এডভার্টাইজিং ম্যাটারিয়াল নিয়ে হোলসেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে ইশিকা সাইন সাপ্লাই। শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ওজন পার্কে প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের অনেকগুলো রিটেইল প্রিন্টিং কোম্পানি থাকলেও একমাত্র হোলসেল কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ইশিকা সাইন সাপ্লাই।

ইশিকা সাইন সাপ্লাইয়ের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ বলেন, এডভার্টাইজিং ম্যাটারিয়াল হোলসেল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি শুরু হলেও কোন ক্লায়েন্ট যদি এডভার্টাইজিং মেটারিয়াল কিনে তা আমাদের থেকেই প্রিন্ট করাতে চায় আমরা সে সেবাও দিব। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সেবা প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু কমন প্রোডাক্ট ছাড়া আমরা এমন সব ম্যাটারিয়াল যুক্ত করতে চাই যা অন্য কোম্পানীগুলোতে নেই। আমেরিকার যেকোন জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কোড অনুযায়ী অনলাইনে অর্ডার করলে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিলিভারি দেয়ার কথাও জানান তিনি।

প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর এম শাহীন ভূইয়া বলেন, ১৯ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এ প্রতিষ্ঠান শুরু করেছি। আমাদের ডেডিকেটেড স্টাফ রয়েছে। গুণগত প্রোডাক্ট ও সেবার ক্ষেত্রে আমরা কোন কমপ্রোমাইজ করব না।

তারেক রহমানের নাম নিলে ওজু করবেন- কথাটি মনের অজান্তে বলেছি: বুলু

ঢাকা ডেস্ক

তারেক রহমানের নাম উচ্চারণ করতে হলে ওজু করবেন– এই কথাটি অজ্ঞানতাবশত বলেছেন জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু। বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘গতকাল (২৫ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্যের একটি জায়গায় ‘তারেক রহমানের নাম উচ্চারণ করতে হলে ওজু করবেন’– এই কথাটি মনের অজান্তে বলে ফেলি। আমার বক্তব্যে এই বাক্যটি উচ্চারণ করা মোটেও শোভন হয়নি। আকস্মিকভাবে উচ্চারিত এ ধরণের বক্তব্যের জন্য দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মনে আঘাত হেনেছে। আমার এই বক্তব্যের সাথে দলের নেতা-কর্মীদের কোন সম্পর্ক নেই। অজ্ঞানতাবশত উল্লিখিত বক্তব্যের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’

এর আগে গত মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লা মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, ‘গত

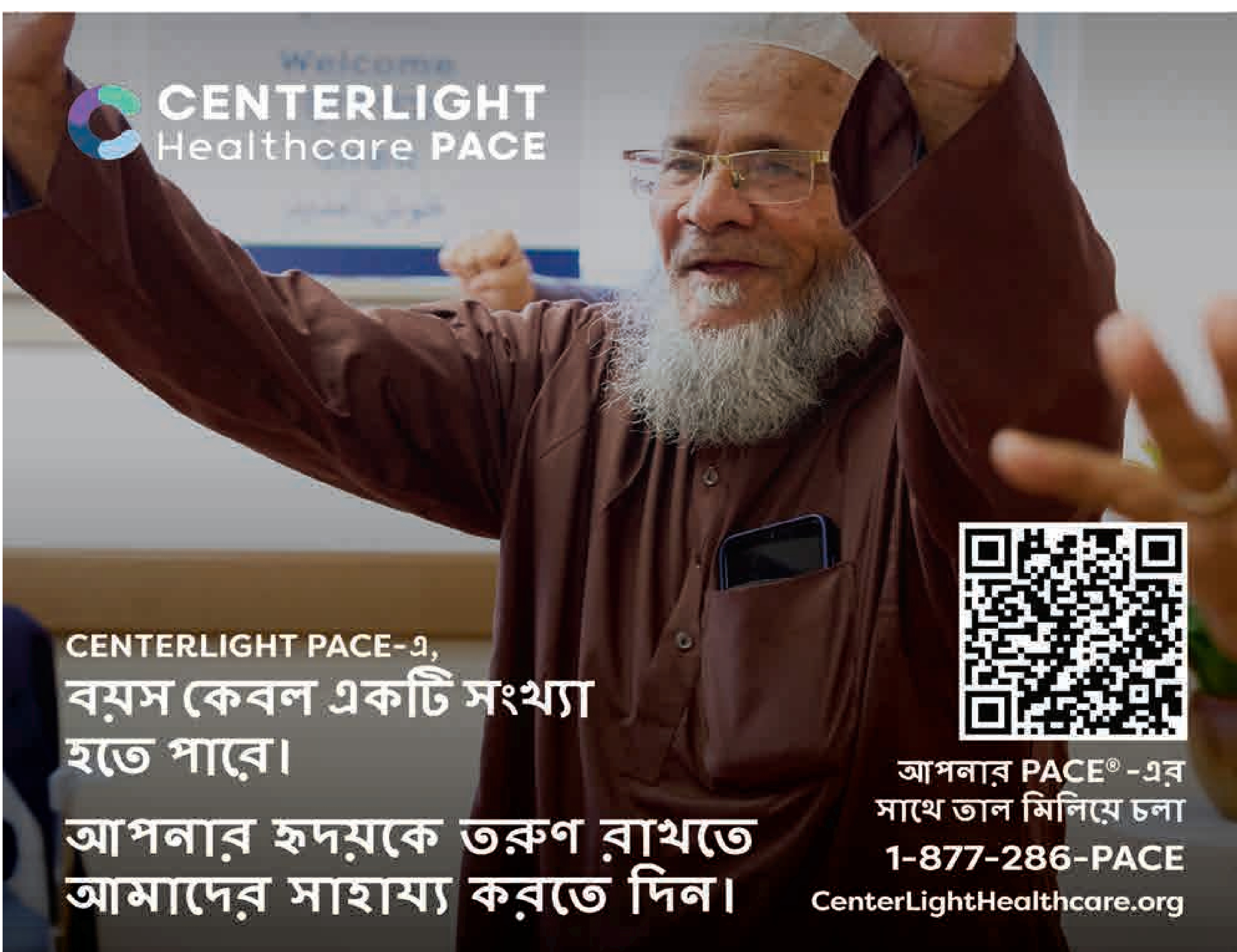

INTERLINKED360

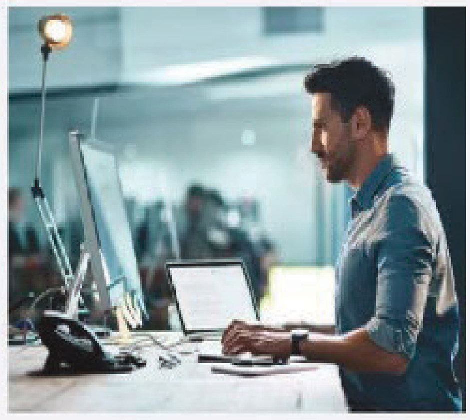

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Member of AICPA
NATP
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ

CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Credit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সম্পাদকীয়

দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শক্ত হাতে দমন করতে হবে

বর্তমানে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে অবনতি ঘটেছে। অপরাধের পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়ছে এবং মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা অনুভূত হচ্ছে। বিশেষত ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা ও নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটছে যা দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলছে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, যা রাষ্ট্রের সুশাসন এবং জনগণের নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখে এক প্রশ্ন জাগে—কবে আমাদের নিরাপত্তা ফিরে আসবে? কবে আমাদের শহর ও গ্রামে শান্তি ফিরে আসবে? সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলেও, তাদের কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রতিদিনের অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তারা সরকারের আইন ও নীতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে না। এ পরিস্থিতি দ্রুত প্রতিরোধ না করলে তা ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

আইনশৃঙ্খলার এই অবনতি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং এটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনীতি ও সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। একদিকে যেমন অপরাধীরা বিভিন্ন শহরে নিত্যনতুন অপরাধ সংঘটিত করছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে শঙ্কিত, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, আর সাধারণ মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়িতেও সুরক্ষিত বোধ করছে না। অপরাধীরা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, তারা দিনে-দুপুরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ঘটাচ্ছে। পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন জনগণের মধ্যে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাহলে তা দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা হুমকির মধ্যে ফেলবে।

এটি অবশ্যই অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নানান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তবে অপরাধ দমনে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, তা এখনও পর্যাপ্ত মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। তাদেরকে আরও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধ দমন, অপরাধীদের শনাক্তকরণ এবং তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দুর্নীতি বন্ধ করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। জনগণ যদি পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে না পারে, তবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

> শুধুমাত্র সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে পারে না। জনগণেরও এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ জরুরি। জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং তাদেরকে আইন মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে।

এ ছাড়া, বর্তমান যুগে প্রযুক্তি অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অপরাধ দমন করতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন, এবং অন্যান্য আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে, যা অপরাধ দমনে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

তবে, শুধুমাত্র সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে পারে না। জনগণেরও এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ জরুরি। জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং তাদেরকে আইন মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে। তবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম না থাকে, তবে জনগণের সাহায্য নেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থায় যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে পড়বে। এটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকেই বিপদে ফেলবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অপরাধী যদি দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ভেঙে দেয়, তবে তা দেশের সার্বিক স্থিতিশীলতাকেও বিপন্ন করে তুলবে এবং এজন্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তানো সরকারের একান্ত কর্তব্য—এখনই তাদেরকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা, এবং পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি দূর করা অন্তর্ভুক্ত। যাতে জনগণ তাদের জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পায় এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে দেশের জনগণ এবং রাষ্ট্র উভয়ই বিপদের মুখে পড়বে। তাই এখনই সময়, দেশবাসী এবং সরকার একযোগে কাজ করে আইনশৃঙ্খলার এই অবনতি রোধ করতে হবে এবং শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: প্রভুত্ব নয়, বন্ধুত্বই কাম্য

মযহারুল ইসলাম বাবলা

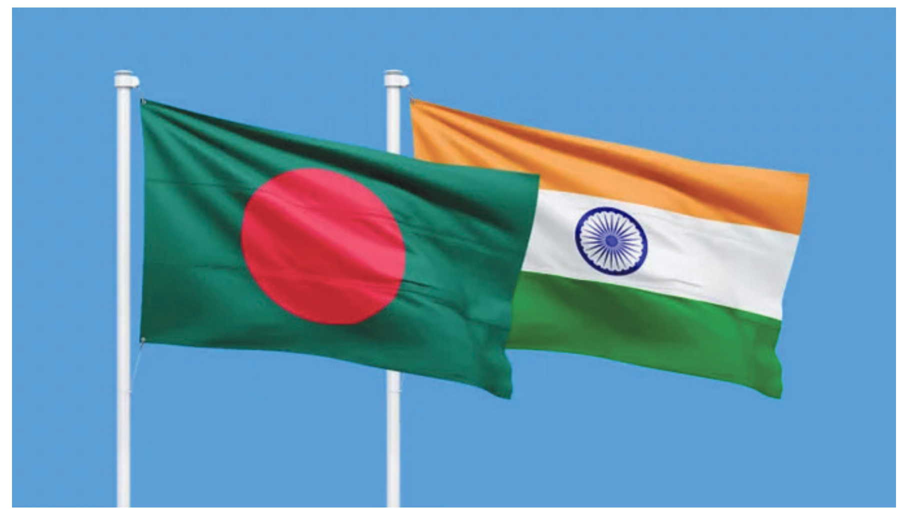

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী ভারতের সহযোগিতা, সমর্থনের কথা নিশ্চয় আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমাদের এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল প্রতিবেশী বাঙালি অধ্যুষিত তিন রাজ্যের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা—এই রাজ্য তিনটি অবাঙালি অধ্যুষিত হলে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে না-ও থাকতে পারত। জাতীয়তার টান যে কত গভীর, ওই সময়ে শরণার্থীমাত্রই সেটা বুঝতে পেরেছিল। নানা সীমাবদ্ধতার পরও আমাদের শরণার্থীদের আশ্রয়সহ সকল প্রকার সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছিল তিন রাজ্যের বাঙালিরা। অবাঙালিরা এমনটি যে করত না, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। এতে ভারত রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সুবিধার কথা বলা হয়। ভারত আমাদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেয়নি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাই দেশের অভ্যন্তরে এসে যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ করেছিল। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান ভারত আক্রমণের পরই ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে প্রত্যক্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাই পাকিস্তান ভাঙার দায় পাকিস্তানিদেরই। পাকিস্তানি সামরিক সরকার আমাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র ভাঙার পথ প্রসারিত করেছিল। ভারত তো আগ বাড়িয়ে পাকিস্তান ভাঙতে আসেনি। বিপরীতে পাকিস্তানিরাই রাষ্ট্র ভাঙার মূল কাজটি করেছিল। পাকিস্তানি উপনিবেশ থেকে আমাদের মুক্তির জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাঙা তো অপরিহার্য ছিল। ২৩ বছরের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অধীনে আমাদের থাকা সম্ভব নয়। জাতিগত বিদ্বেষ ধর্মীয় ঐক্যকে বিদ্বেষমুক্ত করেনি; বরং, জাতিগত ভিন্নতায় বিদ্বেষ-বৈষম্য ছিল সর্বাধিক।

ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলেই আমাদের স্বাধীনতা লাভ দ্রুত সম্ভব হয়েছিল, এটা খুবই সত্য। তবে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে বিলম্বে হলেও আমাদের স্বাধীনতা আমরা নিশ্চয় অর্জন করতাম, এটাও অসত্য নয়। ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিশ্চয় রয়েছে। তাই বলে আনুগত্য কিন্তু নেই। আমাদের বন্ধুত্ব দ্বিপক্ষীয় হবে—এটাই ছিল প্রত্যাশিত। বাস্তবে তেমনটি হয়েছিল, সেটা কিন্তু বলা যাবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একপক্ষীয় ছিল বললে ভুল হবে না।

বৃহৎ ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিগত সরকারের সাথেই ছিল সর্বাধিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক অম্ল-মধুর বলা যায়। বৃহৎ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বপরায়ণতায় প্রতিবেশী দেশের সরকারগুলো নিশ্চুপ থাকলেও জনগণের মধ্যে অসন্তোষ কিন্তু বিরাজমান। আমাদের দেশবাসীর ক্ষেত্রেও সেটা দেখা গেছে। কারণগুলোও কিন্তু অমূলক নয়।

ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলক চালুর অনুমতি নিয়ে বিগত অর্ধশতবর্ষব্যাপী ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা না করে একতরফা পানি প্রত্যাহার করে আমাদের মরুদেশে পরিণত করেছে। তিস্তার পানি না-দিয়েও একই পন্থা অবলম্বন করেছে। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবাঙালি বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার অভিযান চলেছে। এ ছাড়া বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও রয়েছে একচ্ছত্র ভারতের রপ্তানির আধিপত্য। ভারতকে প্রতিদানহীন একতরফা করিডোর সুবিধা প্রদানে দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনরোষ সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তিশূন্য করিডোর প্রদানে শেখ হাসিনা সরকারের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষে কোনো আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। অথচ আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'ভারতকে যা দিয়েছি তারা তা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তবে বাংলাদেশ বিনিময় চায় না। আমরা দিতেই ভালোবাসি, পেতে নয়।' দ্বিপক্ষীয় স্বার্থরক্ষা করেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরূপ একতরফা নজির বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রয়াত এইচ টি ইমাম 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলেন, 'ভারতের মন ভোলানোর হাজার চেষ্টা চালালেও বিএনপি নেতারা সফল হবে না।' তিস্তা চুক্তি না-হবার বিষয়ে বলেছিলেন, 'অধরা তিস্তা চুক্তি নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবেই। কিন্তু তিস্তা এখন আর মোটেও কোনো সমস্যা নয়। আজ হোক কাল হোক তিস্তা চুক্তি সই হবেই। দুই প্রতিবেশীর কারও কাছেই এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না।' তিস্তাকে সমস্যা না বলা এবং চুক্তি না হওয়া আমাদের প্রতি ভারতের অবিচার বললে নিশ্চয় অন্যায় হবে না। ভারতের সাথে বহু অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান না করে আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভারতকে দিতেই ভালোবাসেন, পেতে নয়।

আমাদের ভূখণ্ডে প্রতিটি রাজনৈতিক বাঁকে বিপদগ্রস্ত এবং আক্রান্ত হয়ে এসেছে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। যার সূচনা ঘটেছিল ১৯৪৭-এর দেশভাগে। এরপর ১৯৫০-এর দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যায় হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে আক্রান্তের শিকার হয়েছিল বাঙালি জাতি। তুলনামূলকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। পাকিস্তান থেকে আগত সেনা-সদস্যদের হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তেমন বার্তাই তাদের দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকারীরা তাই হিন্দুদেরকেই হত্যার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে। তবে গণহত্যাকালে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বাছ-বিচার হত্যাকারী সেনাবাহিনী করেনি। আত্মরক্ষায় প্রতিবেশী ভারতের এক কোটি শরণার্থীর বেশির ভাগই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। সাতচল্লিশ থেকে দেশত্যাগের ধারাবাহিকতায় তারা পলায়নপরতায় এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, পরিস্থিতি আঁচ করে দ্রুত দেশত্যাগ করে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫-এর মধ্য আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে, বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে সৃষ্ট দাঙ্গায়, ২০০১ সালে ক্ষমতার পালাবদলে এবং এবারের ২০২৪-এর ৫ আগস্ট ক্ষমতা পরিবর্তনের পর একই কায়দার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর মানবতাবিরোধী হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুদের হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, ছিল অতীতের ন্যায় তাদের সম্পত্তি, অর্থকড়ি লুণ্ঠনের অভিপ্রায়টি। এবং মূলে ছিল ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা।

এবারের হিন্দুদের সমাবেশ থেকে একটি স্লোগান তারা তুলেছে। যেটা কারও কারও কাছে আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে 'জয় শ্রীরাম'। ইতিপূর্বে আমাদের দেশে এ ধরনের স্লোগান হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দেয়নি। এই স্লোগান হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের স্লোগান। সারা ভারতে কেবল হিন্দু জাতীয়তাবাদী আরএসএস এবং তার রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দুত্ববাদী বিজেপি এই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানটি দিয়ে থাকে। এ ছাড়া ভারতের অন্য কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি সাধারণ আম-জনতা এই স্লোগানটি দেয় না। স্লোগানটি অনিবার্যরূপে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক আরএসএস, বিজেপির স্লোগান। আমাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কেন এই স্লোগান দিচ্ছে? অনেকে ইতিমধ্যে এই স্লোগানের জন্য হিন্দুদের আরএসএস-ভুক্ত বলেও প্রশ্ন তুলেছে। অনতিবিলম্বে তাদের হিন্দুত্ববাদী এই স্লোগান পরিহার করতে হবে। নয়তো জনমনে ধারণা জন্মাবে, তারা হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু করেছে।

ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উত্থান ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক নৃশংতার ফলে বাংলাদেশের মানুষ ক্রমেই ভারত-বিরোধী হয়ে পড়েছে। আর বিগত সরকারের নতজানু নীতিতেও মানুষ ক্ষুব্ধ। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারকে কেন্দ্র করে। আমাদের দেশের সিংহভাগ ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ ভারতীয় দলের সমর্থক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশকে তাদের স্বার্থের স্থলে পরিণত করার ফলে মানুষ ভারতের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের কতিপয় তরুণ ভারতের পরাজয়ে উল্লাস করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করার জেরে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসায় যাওয়া বাংলাদেশি মানুষদের চরম অপমান করা হয়েছে। পারলে গলা ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর ন্যায় আচরণ পর্যন্ত করেছে বিজেপির সমর্থকেরা। রাজ্য বিজেপির সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী ক্যামেরার সামনে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। ওটা এখন ইসলামি রাষ্ট্র হয়েছে। ওদের আমরা ছাড়ব না। দেখে নেব।'

আমাদের দেশের সর্বাধিক মানুষ ভারতে ভ্রমণে যায়। অবাঙালি বিএসএফ, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের হয়রানিমূলক তল্লাশি, শত্রুতুল্য আচরণ সহ্য করে। কিন্তু ভিসা বন্ধ করার কারণে এখন ভারতে যাওয়া ভ্রমণকারীদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। ভারত আমাদের ভিসা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। কোনো বন্ধু দেশের নাগরিকদের প্রতি এমন আচরণ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে না-ঘটলেও বাংলাদেশিদের সাথে ঘটেছে। এতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে কলকাতার মার্কুইস স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটসহ নিউমার্কেট সংলগ্ন বিশাল এলাকার আবাসিক হোটেল ব্যবসায়ী, খাদ্যের দোকানি এবং নিউমার্কেট অঞ্চলের পণ্য বিক্রেতারা। এমনকি মানি এক্সচেঞ্জ-এর দোকানগুলোও। বাংলাদেশিদের ওপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা অবস্থায় এখন ভাটার টানে তারা দিশেহারা।

বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় কর্তৃত্ব কারও অজানা নয়। আমাদের শাসকদের ভারতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা মোটাদাগে লক্ষ্য করা গেছে। জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হবার ব্যাপারেও আমাদের শাসকশ্রেণির দলগুলোর ভারতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে ক্ষমতায় থাকা-না থাকা নির্ভর করে বলে আমাদের শাসকেরা মান্য করেছেন।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুবার রাষ্ট্রের বদল ঘটেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। সে অর্থে ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ও নিকট প্রতিবেশী। তবে দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। ভারতের শাসকগোষ্ঠী এযাবৎ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়নি। ভারত তার দুর্বল প্রতিবেশীদের প্রতি সুবিবেচনা-সুবিচার করতে অসমর্থ বলেই প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনগণই ভারতবিদ্বেষী হয়ে পড়েছে।

ভারতের শাসক শ্রেণি, আমলাতন্ত্রের শিকার ভারতীয় জনগণ। ভারতীয় জনগণও নিজ দেশের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শোষণ-বঞ্চনা অবসানে আমাদের মতো তারাও অব্যাহত সংগ্রাম জারি রেখেছে। ভারতীয় জনগণ এবং আমাদের জনগণের সার্বিক অবস্থা অভিন্ন। ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। ভারতের শাসকশ্রেণি নিজ দেশের সমষ্টিগত জনগণের প্রতিপক্ষ এবং শত্রুও বটে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে ভারত আমাদের নিকট-বন্ধু হিসেবে সর্বদা পাশে থাকবে—সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু ভারত আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ না করে বিপরীতে প্রভুত্ব জাহির করে এসেছে। তাই ক্রমশ ভারত বিরোধী মনোভাব দেশে গড়ে উঠছে। যেটি কাঙ্ক্ষিত ছিল না।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত

মানুষ, সমাজ ও ভাষা

আফতাব চৌধুরী

ভাষা হচ্ছে কতগুলো অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ; যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমষ্টি এক ধরনের ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষা বিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এখানে একটি ধ্বনি সমষ্টির উল্লেখ করা যাক- 'আমরা বই পড়ি'। এ ধ্বনি সমষ্টি নির্দিষ্টক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙ্গালিরা ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা আমরা বাঙ্গালিদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল- উই রিড বুকস। জার্মানরা এ ক্ষেত্রে বলবে- উইর লেসেন বিলসার। ফরাসিরা বলবে- নুয়াস লিসন্স ডেসলিভার্স। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক এক ধরণের ধ্বনি সমষ্টি ও ধ্বনি সমাবেশ-বিধিতে এক একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত।

ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্য সুলভ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, তার স্বাতন্ত্রের এ অভিজ্ঞানটি সে পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের পর ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করছে। এ অনন্য সুলভ সম্পদটি শুধু তার আছে। কারণ তার প্রয়োজন আছে এ সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতম মানব বৈশিষ্ট্য, যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি। বিবর্তনের ধারায় ঝড়ের পরে প্রাণের বিকাশ হওয়ায় বৃক্ষলতা-পশুপক্ষীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এর পরের ধাপে মনের বিকাশের ফলে মানুষের আবির্ভাব হল।

মন আছে বলে মানুষ চিন্তা সম্পদের অধিকারী। নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলে তার প্রয়োজন হয় এক উন্নততর প্রকাশ মাধ্যম যার নাম 'ভাষা'। শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা অন্য জৈববৃত্তি প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি। জৈব চাহিদাকে অন্যের মনে সঞ্চার করে সমস্যার সহজতর সমাধানে ভাষা আমাদের সহায়তা করে ঠিক কিন্তু পুরোপুরি জৈব বৃত্তির তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি।

যদি শুধু জৈব তাগিদে ভাষার জন্ম হত, তবে জীবজন্তুরা ভাষার জন্ম দিতে পারত অথবা শুধু জৈব প্রয়োজন মিটাতে হলে জীবজন্তুর মতো অস্ফুট ভাষা ও ইঙ্গিত হলে মানুষের কাজ হয়ে যেত। বস্তুর উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্য মানুষের ভাষার প্রয়োজন। এ জন্য চিন্তা ও ভাষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে তার আত্মার সঙ্গে ভাষার এ অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলে জার্মান মনিষী হুমবোল্ট আরো গভীরে গিয়ে বলেছেন- মানুষের ভাষা হল তার আত্মা, আর আত্মা হল তার ভাষা।

উক্তিটিতে কবি সুলভ উচ্ছ্বাস আছে স্বীকার করি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না যে, মনীষীর মূল অনুভূতিটি নির্ভূল কারণ ভাষার সঙ্গে মানুষের মন ও তার আত্মার যোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ ভাষার উৎস তার মনে, মনের চিন্তারাজির প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম। ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনি মাধ্যম বিকাশ। ভাষাবিদরা বলেছেন, চিন্তা ও ভাষা মূলত এক, পার্থক্য শুধু এটুকু যে চিন্তা হল নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন এবং যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বয়ে আসে তা হল ভাষা।

ভাষা সৃষ্টির মূলে মানুষের দুটি দিক রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের মন ও চিন্তা, সমাজবদ্ধ মানুষের ভাব বিনিময়ের ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাষার যেমন একটি ভাবগত উৎস আছে, তেমনি একটি সমাজগত চাহিদাও আছে।

আধুনিককালে সাহিত্যের যেমন সমাজগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে, তেমনি ভাষার সমাজগত দিক প্রাথমিক তাৎপর্য লাভ করছে। ভাষা বিজ্ঞানীরা তাই প্রথমে মনে করিয়ে দিচ্ছেন- 'দ্যা ফার্স্ট পয়েন্ট উই মাষ্ট মেক এবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন, ইজ দ্যাট ইট ইজ এ সোস্যাল, র্‌যাদার দেন এ বায়োলজিকেল অ্যাসপেক্ট অফ হিউম্যান লাইফ।' তাই ভাষা বিজ্ঞানীরা আজকাল সমস্বরে বলছেন, 'ভাষা হচ্ছে একটি সামাজিক সংস্থা।

এ কথার তাৎপর্য দ্বিবিধ। প্রথমত, ভাষার জন্ম সামাজিক প্রয়োজনে অর্থাৎ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত, ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের কাঠামো অনুসারে। যে সমাজে শিশুর প্রতি সম্পর্কের আচরণের পার্থক্য আছে, সেখানে তাদের প্রত্যেকের জন্য ভাষার রয়েছে পৃথক পৃথক নাম-সম্পর্ক চিহ্ন। তাছাড়া কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক গঠনের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে এ সব সম্পর্ক চিহ্নের পরিবর্তন ঘটছে। সামাজিক প্রয়োজনে ও সামাজিক কাঠামো ভাষার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব কারণে আমরা ভাষাকে একটি সামাজিক সংস্থা বলতে পারি।

আমাদের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সভ্যতার ক্রমবিকাশের দ্বারা যেমন ক্রমোন্নতি লাভ করবে তেমনি তার নতুন নতুন নান্দনিক উপলব্ধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও বৈজ্ঞানিক আবিস্ক্রিয়া প্রকাশের জন্য ভাষাকে হতে হবে তত সূক্ষ্ম উন্নত ও মার্জিত প্রকাশক্ষম।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিষ্ট।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

সর্বস্তরে বাংলা : ৭৩ বছরেও হয়নি, হবে কবে?

ইমরান ইমন

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা। ১৯৫২ সালে ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও সফিউররা। তাদের এ মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষা বাংলা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনই পরবর্তী সকল স্বাধীকার আন্দোলনের বীজ রোপিত করেছিল। ভাষা আন্দোলনই ছিল ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও শাসন-শোষণ-নিপিড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই অর্জিত হয়েছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

বাংলা শুধু এখন বাংলাদেশের ভাষা নয়, বাংলা এখন একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্ব ইতিহাসে ভাষার জন্য রক্ত দেয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত আমাদের মাতৃভাষা বাংলার। বিশ্বের বুকে বাংলা এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষা হিসেবে পরিচিত। আর এই পরিচয় দেওয়ার প্রথম অবদানটুকু হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৯১৩ সালে তার অমর কাব্য 'গীতাঞ্জলি' তাকে এনে দেয় 'নোবেল পুরস্কার'। আর এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলা ভাষার কথা, শুরু হয় বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া।

১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর বাংলা ভাষাকে বিশ্বায়নের পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এই উদ্যোগের প্রথম বাস্তবায়ন হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হয় পাঁচটি ভাষায়। সব দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী তথা জাতিসংঙ্গের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা উক্ত পাঁচটি ভাষার যেকোনো একটি ভাষায় ভাষণ দেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার ফলে বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলা ভাষার কথা।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। ২০০০ সাল থেকে ইউনেস্কো ও এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারিকে দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। ভাষা হিসেবে বাংলা এবং বাঙালিদের জন্য এটা গৌরবের বিষয়।

বর্তমানে বিশ্বের ৩০টি দেশের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে বাংলা বিভাগ, সেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার অবাঙালি বাংলা ভাষাশিক্ষা ও গবেষণার কাজ করছে। এছাড়া চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ এবং লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বহির্বিশ্বে ভারত ও বাংলাদেশের পর ব্রিটেন ও আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়ে থাকে। এর বাইরে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষার সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে। আমেরিকায় কমপক্ষে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও এশীয় গবেষণা কেন্দ্রে বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, ভার্জিনিয়া উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের ছয়টি দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার আলাদা চ্যানেল রয়েছে। আরও ১০টি দেশের রেডিওতে বাংলা ভাষার আলাদা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

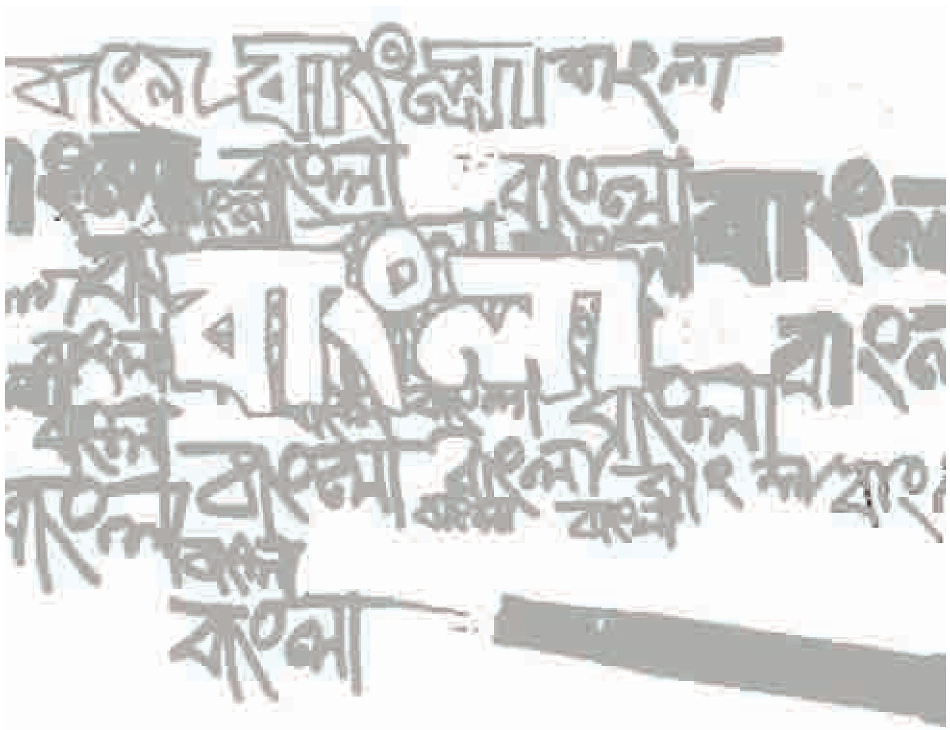

▶ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, সে সাথে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করা দেশের মধ্যে যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা- সে ভাষার এমন অবমূল্যায়ন কোনভাবেই কাম্য নয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এখন সময়ের দাবি।

ব্রিটেনে ছয়টি ও আমেরিকায় ১০টি বাংলাদেশি মালিকানাধীন ও বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে। বিট্রেনে ১২টি বাংলা সাপ্তাহিক প্রত্রিকা বের হয়। 'বেতার বাংলা' নামে সেখানে একটি বাংলা রেডিও স্টেশন রয়েছে।

বাঙালি এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। তাই, বাংলা ভাষার পরিধিও প্রসারিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এখন বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি লোক কথা বলে। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাভাষীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১ কোটি ৬০ লাখ। প্রচলিত ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার বিবেচনায় বিশ্বে বাংলার স্থান পঞ্চম। এ বিচারে বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলো হলো- মান্দারিন (চীনা), ইংরেজি, হিন্দি, স্প্যানিশ, রুশ, আরবি, বাংলা, পর্তুগিজ, মালয়-ইন্দোনেশিয়ান ও ফরাসি। বিশ্বের সেরা ১০-১১টি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম। বাংলা এখন বিশ্বের তিনটি দেশের দাফতরিক ভাষা—বাংলাদেশ, ভারত ও সিয়েরালিয়ন।

বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার এত কদর থাকলেও দেশে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে- সে প্রশ্ন স্বভাবতই সামনে চলে আসে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের ৭৩ বছর অতিবাহিত হলেও সর্বস্তরে এখনও বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত হয়নি। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উচ্চ আদালত, প্রশাসন, ব্যাংক-বীমাসহ সব জায়গায়ই ইংরেজির একচ্ছত্র দাপট। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট আইন ও হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকার পরও তা তোয়াক্কা করছেন না কেউই। এখনও আদালতের রায় লেখা হয় ইংরেজিতে, চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্রও লিখেন ইংরেজিতে। রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, হাসপাতাল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে শুরু করে সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার-ফেস্টুন, বিজ্ঞাপনে ইংরেজির ছড়াছড়ি। অথচ এসব ক্ষেত্রে বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করে হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি হয়।

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন হয় ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ। একই বছরের ১২ এপ্রিল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে সকল নতুন আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ইত্যাদি অবশ্যই বাংলায় প্রণয়ন করিতে হইবে।' ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সর্বস্তরে বাংলাভাষা নিশ্চিত করতে মন্ত্রিসভা ৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ১০ সচিবের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। এর কয়েক মাস পর ৩ মে বঙ্গভবনের আদেশে বলা হয়, সব নোট, সারসংক্ষেপ বা প্রস্তাবটি বাংলায় উপস্থাপনা করা না হলে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করবেন না। ৪ মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ-সংক্রান্ত আদেশটি সবাইকে অবহিত করে।

১৯৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, 'রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বারবার সকল স্তরে বাংলা প্রচলনের আদেশ দিলেও আংশিক কার্যকরী হয়েছে, কোথাও হয়নি।' এতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার অনভিপ্রেত সমালোচনার মুখে পড়ছে। এই ক্ষোভ ও সমালোচনার মধ্যেই ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২০১৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এক আদেশে দেশের সব সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ির নম্বর প্লেট, সরকারি দফতরের নামফলক এবং গণমাধ্যমে ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন সরকারকে। আদালতের ওই আদেশের ৩ মাস পর ২০১৪ সালের ১৪ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডগুলোকে আদেশটি কার্যকর করতে বলে। কিন্তু তা না হওয়ায় ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট আদালত কড়া ভাষায় বলেন, বাংলা ব্যবহারে দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি নেই। পরে ২০১৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক চিঠির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ির নম্বর প্লেটে বাংলাভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার অনুরোধ জানায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর লেখা ওই চিঠিতে বলা হয়, 'সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার ইংরেজির স্থলে বাংলায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে দেখা যায় না। এটা বাংলাভাষা প্রচলন আইন, হাইকোর্টের রুল ও আদেশের পরিপন্থী বলে মনে করেন আইনবিদগণ।'

এরপর সরকার একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বলা হয়, 'যেসব প্রতিষ্ঠানের (দূতাবাস, বিদেশি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত) নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার ইত্যাদি এখনো বাংলায় লেখা হয়নি, তা নিজ উদ্যোগে অপসারণ করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে বাংলায় লিখে প্রতিস্থাপন করতে হবে। না হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কিন্তু আজও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এর পেছনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের উদাসীনতার প্রশ্ন না উঠে পারে না।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, সে সাথে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করা দেশের মধ্যে যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা- সে ভাষার এমন অবমূল্যায়ন কোনভাবেই কাম্য নয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এখন সময়ের দাবি। বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি এর বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়াটা জরুরি। বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করবে- এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় হতে হবে। বিশেষ করে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাষা নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এদের কাজের তদারকি ও কাজের জবাবদিহিতার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

সমালোচনার সংকট এবং গণতন্ত্রের বিকৃতি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বরাবরই বিরোধী মত দমন এবং সমালোচনা এড়ানোর একটি প্রবণতার শিকার। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই প্রবণতা ছিল বিশেষভাবে প্রকট। যে কেউ তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করলেই, তাকে বিএনপি বা জামাতের সমর্থক বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো। সমালোচনা করলেই ধরে নেওয়া হতো, আপনি সরকারের বিরোধী এবং অবশ্যই কোনো না কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'-এর জোরে সরকার একদিকে তাদের সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করত, অন্যদিকে জনমনে এমন একটি ভীতি তৈরি করত, যাতে সাধারণ মানুষ সমালোচনা করার সাহসই পায় না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে।

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমরা দেখেছি, সেই স্বাধীনতার জায়গাটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে এসেছে। মানুষ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে ভয় পেত, কারণ সমালোচনার জবাবে শুধু মতবিরোধ নয়, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং চরিত্রহননের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ড চালানো হতো। ২০২৫ সালে ইউনুস সরকারের ক্ষমতায় আসার পর মানুষ ভেবেছিল, একটি নতুন অধ্যায় শুরু হবে। আওয়ামী লীগের যে দমননীতি ছিল, তার অবসান ঘটবে, এবং জনগণ মুক্ত কণ্ঠে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সেই আশা যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই সরকারও সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু। যদি কেউ তাদের কোনো কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা কোনো ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে, তবে তাকে আওয়ামী লীগের দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হয়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম, যেমন ফেসবুকে, এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। আপনি সরকারের কোনো নীতি বা কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুললেই শুরু হয় আক্রমণ। একদল মানুষ উঠে পড়ে লাগে আপনাকে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে। এই কৌশলটি নতুন কিছু নয়; এটি পূর্ববর্তী সরকারের দমননীতিরই একটি নতুন রূপ। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের ত্যাগের অর্থ কী? হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে যে লড়াই করেছিল, সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুষ্ঠু, ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা।

তারা চেয়েছিল এমন একটি সমাজ, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, এবং সরকার সমালোচনাকে শত্রুতা নয়, বরং একটি গঠনমূলক উপায় হিসেবে দেখবে। জুলাই আন্দোলন শুধু একটি প্রতিবাদ ছিল না, এটি ছিল একটি প্রতীক। এটি ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের আওয়াজ। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই

▶ এই সরকারও সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু। যদি কেউ তাদের কোনো কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা কোনো ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে, তবে তাকে আওয়ামী লীগের দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হয়।

আওয়াজকে কতটা মূল্যায়ন করছে, তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠেছে। মানুষ যখন দেখছে, সমালোচনা করলেই তাকে দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তখন সেই আন্দোলনের চেতনা যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমালোচনা হলো একটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। সমালোচনা হলো সেই আয়না, যা একটি সরকারকে তাদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয়।

একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজে, সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে না দেখে, বরং গঠনমূলক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যদি একটি সরকার বা শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে চলতে চায়, এবং প্রতিটি সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে, তাহলে সেই সরকার আসলে নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করে। ইতিহাসে আমরা বারবার দেখেছি, যে সব শাসক সমালোচনাকে দমন করেছে, তারাই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। জুলাই আন্দোলন আমাদের একটি বড় শিক্ষা দিয়েছে—গণতন্ত্র কেবলমাত্র নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় না। গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের মতামত শোনা, তাদের কণ্ঠস্বরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো। যারা রাস্তায় নেমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তারা শুধু একটি সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু আজ আমরা যা দেখছি, তা হলো একই ধরণের নিপীড়ন একটি নতুন রূপে ফিরে এসেছে।

ইউনুস সরকারের আমলেও যদি জনগণের কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি সফল হবে? গণতান্ত্রিক চেতনা কি টিকে থাকবে? জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা শুধু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য লড়েনি। তাদের রক্তের দাবি ছিল একটি সুন্দর, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজের জন্য। সেই দাবিকে সামনে রেখে আমাদের ভাবতে হবে—সমালোচনাকে শত্রু হিসেবে দেখার এই সংস্কৃতি আমরা কতদিন সহ্য করব?

গণতন্ত্রের আসল সৌন্দর্য হলো ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা। সরকারকে মনে রাখতে হবে, সমালোচনা বন্ধ করা বা জনগণের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা কোনো টেকসই সমাধান নয়। বরং এটি আরও বেশি অসন্তোষ এবং অস্থিরতা তৈরি করবে। তাই আমাদের উচিত সেই সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে ভিন্নমত এবং সমালোচনা স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এই চেতনাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি।

হারিয়ে যাচ্ছে মক্তব, ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা

সাকিব আলম মামুন

একসময় মুয়াজ্জিনের আজানের সুমধুর সুরের ডানায় ভর করে নেমে এসেছে সকাল। পুবাকাশে উঁকি দেওয়া মিষ্টি লাল সূর্যের আভা গায়ে মেখে, পাহাড়ি জনপদের নিভৃত পল্লির পথে হেঁটে যেতো শতশত শিশু। ঘুমের রেশ ফুটে থাকতো তাদের চোখে-মুখে। গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, বুকে শ্রদ্ধায় জড়ানো রেহাল-কায়দা নিয়েই প্রবেশ করতো দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র খ্যাত মক্তবে।

এছাড়া বাংলার পথে-ঘাটে ভোরের পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে মক্তবগামী কোরআনের পাখিদের দেখা মিলত। মুসলিম পরিবারে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত-সহ ধর্মীয় মাসয়ালা-মাসায়েল শেখার অন্যতম ব্যবস্থা ছিলো এটি।

কিন্তু কালের বিবর্তন, আধুনিকতা ও দ্বীনহীনতার ছোবলে হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম সমাজে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য সকালের মক্তবগুলোতে শিশুদের আরবী শিক্ষা। প্রতিদিন ভোরে কিংবা সকালে শীত অথবা গ্রীষ্মে সূর্য তার আলোক রশ্মি ছড়ানোর আগেই গ্রামাঞ্চলের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে আরবী শিক্ষার জন্য ছোট ছোট শিশুরা দল বেঁধে মসজিদ, মাদ্রাসা কিংবা ছোট পরিসরে গড়ে ওঠা মক্তব্যগুলোতে যাওয়ার পরিবেশ নানা কারণে এখন আর চোখে পড়ে না। সবই এখন প্রযুক্তির যুগে অনেকটাই অতীত।

শহর-গ্রাম থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম শিশুদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পাঠশালা মক্তব। বিশ্লেষকরা বলছেন, কালক্রমে মানুষের শিক্ষাচিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। মক্তবে সুপরিকল্পিত পাঠপদ্ধতি না থাকার কারণে অভিভাবকরাও মক্তবমুখী হচ্ছেন না। তারা বাসায় আলাদা শিক্ষক রেখে সন্তানকে আরবি পড়াচ্ছেন। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মক্তব শিক্ষায়। ফলে কোথাও মক্তব উঠেই যাচ্ছে, কোথাও চলছে ছন্দ ছাড়া তালে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এর সমাধান হিসাবে তারা বলছেন, মক্তব শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ করতে হবে।

মক্তব একটি আরবী শব্দ এর শাব্দিক অর্থ পাঠশালা। শিশুদের কোরআন শিক্ষা এবং ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরয। এখানে শিশুরা কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি নামাজ, রোযা অন্যান্য মাসালাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের অভিবাবকদের অবহেলার কারণে মসজিদের ইমামগণ মক্তব শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। যার কারণে এলাকার ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী শিক্ষায়।

পার্বত্য জেলা রাঙামাটির লংগদু উপজেলার কয়েকটি গ্রামের মসজিদ-মাদ্রাসায় খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আগের মতো করে খুব কম মসজিদ মাদ্রাসায়ই মক্তবে শিক্ষা দেয়া হয়।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে কথা হয় লংগদুর মদিনাতুল উলুম

হেফজ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালক মাওলানা মামুনুর রশীদের সাথে। কেন হারিয়ে যাচ্ছে মক্তব এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এলাকার অভিবাবকরা শিশুদেরকে সকালে কোচিং করানোর জন্য এবং মর্নিং শিফটের স্কুল থাকায়ই আজ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয থাকা সত্ত্বেও এ প্রজন্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রথম পাঠশালা মক্তব। মক্তব হারিয়ে যাওয়া মানে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক ও সহজ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সবাই এগিয়ে এলে আশা করি আবার মক্তব শিক্ষার জাগরণ তৈরি হবে।' অনিয়ন্ত্রিতকিছু কিন্ডার গার্ডেনের জন্যই শিশুদের মক্তব হারিয়ে যাওয়ার কারণ মনে করেন অনেকে। এলাকার প্রতিটি মসজিদ মাদ্রাসা কমিটি সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলেই শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্র জানান, শিশুদের জন্য মক্তব শিক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বর্তমান সময়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মক্তব শিক্ষা অনেক কার্যকর। মক্তবে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাচ্চাদের ভিত্তি মজবুত করা হয়।

সূত্র আরও জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির অনিরাপদ ব্যবহারের কারণে বাচ্চারা দেরি করে ঘুমায়। মোবাইল গেইম, মর্নিং শিফটে স্কুলের কারণে অনেক শিশু মক্তবে যেতে পারেনা। তবে বর্তমানে মক্তবে দক্ষ প্রশিক্ষক অনেকাংশে না থাকায় এর প্রতি মানুষের একটা অনীহা চলে আসছে।

আবার শিশুদের হাতে উঠুক কায়দা-কুরআন। সকালবেলা তারা ছুটুক মক্তবে। ইমানের প্রথম পাঠ গ্রহণ করুক নিরাপদ আশ্রয়ে। আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই রচিত হবে নতুন প্রজন্মের ভাগ্য। এমনটাই আশা করছেন সচেতন মহল।

লেখক : সংবাদকর্মী।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্য

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

জাতিসংঘ মহাসচিব আসছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে ৭ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকের সময় প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সংকট ও অগ্রাধিকারবিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান তাঁর কাছে আমন্ত্রণপত্রটি হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশকে সমর্থন জাতিসংঘ মহাসচিবের

জাতিসংঘ মহাসচিব পুনর্নিশ্চিত করেছেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশকে দৃঢ় সংহতি জানাচ্ছে এবং অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে চলমান পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে গত মঙ্গলবার পাঠানো এক চিঠিতে গুতেরেস এ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক ইউনূসের পাঠানো চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। চিঠিটি ৭ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকের সময় প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সংকট ও অগ্রাধিকারবিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান তাঁকে পৌঁছে দেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও সক্রিয় করা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের কারণে বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের ওপর পড়া প্রভাব এবং রাখাইনে ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট নিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার উদ্বেগের সঙ্গে একমত।

চিঠিতে মহাসচিব বলেন, 'রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করাসহ মিয়ানমার সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক অংশীদার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট (আসিয়ান) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে বিশেষ দূতের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাব।'

জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, তিনি জাতিসংঘের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারভিত্তিক কর্মী দলকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাঁর সিনিয়র কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তাঁরা রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য মানবিক ও জীবিকার সহায়তা আরও বাড়াতে পারেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, জাতিসংঘ এ ইস্যুতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে, যার মধ্যে জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী এবং মিয়ানমারের আবাসিক ও মানবিক সমন্বয়কারীর মাধ্যমে রাখাইনসহ মিয়ানমারে নিরাপদ, দ্রুত, টেকসই ও বাধাহীন মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গুতেরেস আশা প্রকাশ করেন, রোহিঙ্গা মুসলিম ও মিয়ানমারের অন্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন বিশ্বব্যাপী নতুন করে মনোযোগ আকর্ষণ এবং রোহিঙ্গা ও অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য আরও বিস্তৃত সমাধান বের করতে সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘের ব্যবস্থা কীভাবে প্রক্রিয়াটিকে সর্বোত্তম সমর্থন করতে পারে, তা বোঝার জন্য সদস্যরাষ্ট্রের পরামর্শ অনুসরণ করে আমরা সম্মেলনের সম্মত ফলাফল ও পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

নতুন রাজনীতিক শক্তির উত্থান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনই এখন রাজনীতির প্রধান আলোচনা। সেই নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভোট দূরে থাক, রাজনীতির আলোচনা থেকেই অনেকটা দূরে আছে জাতীয় পার্টি। এই অবস্থায় নতুন দলই আগ্রহের কেন্দ্রে চলে এসেছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভোটের মাঠে নতুন দলটি কতটা প্রভাব বিস্তার করবে, সে নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা চলছে নানা মহলে। এরই মধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন জরিপও হয়েছে।

গত ১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত চালানো ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক জরিপে দেখা যায়, ৩৮ শতাংশ মানুষ তখন পর্যন্ত কাকে ভোট দেবেন বা ভোট দেবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি। যাঁরা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই বাকি ৬২ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরা যদি রাজনৈতিক দল গঠন করেন, সেই দলকে তাঁরা ভোট দেবেন। এ ছাড়া ১৬ শতাংশ বিএনপিকে, ১১ শতাংশ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে এবং ৯ শতাংশ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে, ৩ শতাংশ মানুষ অন্যান্য ইসলামি দল ও ১ শতাংশ জাতীয় পার্টিকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। অবশ্য এই জরিপ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রতীকনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে খুব বেশি ব্যতিক্রম না হলে মার্কা দেখেই ভোট দেন ভোটাররা। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকলেও তার বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন কিংবা ছাত্রদের নতুন দলের নতুন প্রতীকে ভোটার জোয়ার বইয়ে দেবেন, এর সম্ভাবনা খুব কম। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হলে বিএনপিকে হারিয়ে অন্য কোনো দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনাও কম। বিএনপিও তা-ই মনে করে।

গত সোমবার খুলনা মহানগরীর সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, 'দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, দেশে যদি সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তাহলে বিএনপি সরকার গঠন করার দায়িত্ব পাবে।'

তবে ক্ষমতা থেকে দূরে থেকেও তরুণদের নতুন দল রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আনতে পারবেন, এমনটাই আশা করছেন অনেকেই।

আগামী নির্বাচনে নতুন দলের প্রভাব কেমন হবে, জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশের মানুষ চেনা প্রতীকে ভোট দিতে অভ্যস্ত। সে ক্ষেত্রে নতুন একটি দল ভোটে এসে বিরাট কিছু করে ফেলবে, এটা ভাবার সুযোগ নেই। তাদের আগে ভিত্তি তৈরি করতে হবে, মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। এরপর মানুষ ঠিক করবে তাদের ভোট দেবে কি না।

তবে ভিন্নমত দিয়ে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে বলছেন, দেশের মানুষ যদি মনে করে, তারা তিনটি দলকে দেখেছে, সেনাশাসনও দেখেছে। তারা এবার পরিবর্তন চায়, তরুণ নেতৃত্ব যদি সেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সত্যিই জনমনে গেঁথে দিতে পারে, তাহলে হয়তো নতুন কিছু ঘটতে পারে।

এমন সম্ভাবনার কথা বলছেন নতুন দলের উদ্যোক্তারাও। তাঁদের একজন সারোয়ার তুষার বলেন, আগের হিসাব এবার বদলে গেছে। অনেক নতুন ভোটার ভোট দেবেন, সামনের নির্বাচনে অনেক কিছুই হতে পারে।

সারোয়ার তুষার বলেন, 'আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি আছে। যে নির্বাচনই হোক, সে নির্বাচনে সফলতা পাব বলে আমরা আশাবাদী।' তবে সময়টা এক বছর হলে নির্বাচন প্রস্তুতির জন্য ভালো হতো বলে জানান এই উদ্যোক্তা।

নতুন ছাত্রসংগঠনের যাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি স্লোগান, বিক্ষোভ, ধস্তাধস্তি এবং পরে অন্তত দুই দফা মারামারির ঘটনা ঘটেছে। মারামারিতে আহত অন্তত দুজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মিশু আলী ও আকিব আল হাসান।

বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাঁরা নতুন ছাত্রসংগঠনের কমিটিতে তাঁদের 'সঠিক প্রতিনিধিত্ব' চান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বলছিলেন, কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা সাবেক সমন্বয়ক রিফাত রশীদকে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার দাবি করছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিফাত রশীদকে নতুন ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব করা হয়েছে।

এদিকে নতুন ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক পদে তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম, মুখ্য সংগঠক হিসেবে তাহমিদ আল মুদাসসির চৌধুরী ও মুখপাত্র পদে আশরেফা খাতুনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির আহ্বায়ক পদে আবদুল কাদের, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক পদে লিমন মাহমুদ হাসান, সদস্যসচিব পদে মহির আলম, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব পদে আল আমিন সরকার, মুখ্য সংগঠক পদে হাসিব আল ইসলাম ও মুখপাত্র পদে রাফিয়া রেহনুমা হৃদিকে মনোনীত করা হয়।

নতুন ছাত্রসংগঠনের নেতারা গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হট্টগোলের মধ্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য, নীতি ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারেননি। তবে বিগত কয়েক দিনে তাঁরা গণমাধ্যমকে বলেছেন,

নতুন ছাত্রসংগঠনের নীতি হবে 'স্টুডেন্টস ফার্স্ট' ও 'বাংলাদেশ ফার্স্ট'। ছাত্র-নাগরিকের স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করবেন তাঁরা। নতুন ছাত্রসংগঠন কারও লেজুড়বৃত্তি করবে না। কোনো 'মাদার পার্টির' এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে নতুন ছাত্রসংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেদিন লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে স্বীকার করে ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪—সব গণ-আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার সংগ্রামী চেতনাকে ভিত্তি করে ছাত্ররাজনীতি সক্রিয় থাকবে।

ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রসংগঠন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং নতুন ছাত্রসংগঠন আলাদাভাবে কাজ করবে। নতুন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ কাজ করবে না।

নতুন সংগঠনের কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতার নাম জানানো হলেও সংগঠনে কারা যুক্ত থাকছেন, তা বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংগঠনের নেতৃত্বে থাকছেন কার্যক্রম স্থগিত হওয়া 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি'র সাবেক নেতারা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগী এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে ছাত্রলীগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধ্য হয়ে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী এবং কোনো না কোনোভাবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে যুক্ততা ছিল, এমন শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ নতুন সংগঠনে থাকতে পারেন। তবে শিবিরের পদধারী কোনো নেতা এই সংগঠনে যুক্ত হচ্ছেন না।

নতুন ছাত্রসংগঠনের আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার গত রাতে এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের বলেন, নতুন ছাত্রসংগঠনের প্রতি সারা দেশের ছাত্রদের যে প্রত্যাশা, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শকে ধারণ করে তাঁরা সে প্রত্যাশা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবেন।

বিক্ষোভ, ধস্তাধস্তি, মারামারি

নতুন ছাত্রসংগঠনের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা বেলা তিনটায়। সংবাদ সংগ্রহ করতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা যথাসময়ে মধুর ক্যানটিনের সামনে এসে অপেক্ষা করছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের জন্য চেয়ার-টেবিলও আগেই পাতা হয়েছিল। কিন্তু নতুন ছাত্রসংগঠনের মূল উদ্যোক্তারা নির্ধারিত সময়ে সেখানে যাননি। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনে অবস্থান করছিলেন।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে বিকেল চারটার কিছু পরে মধুর ক্যানটিনে যান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা 'উত্তরাতে বৈষম্য, চলবে না চলবে না', 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'আমাদের অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'ঢাবির সিন্ডিকেট, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক রিফাত রশীদের পক্ষেও স্লোগান দেন, 'রিফাত রশীদ ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই', 'রিফাত রশীদ এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে'।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তরিকুল ইসলাম নাহিদ নামের এক ব্যক্তি নিজেকে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) শিক্ষার্থী বলে উল্লেখ করে প্রথম আলোকে বলেন, 'জুলাই অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। নতুন ছাত্রসংগঠনেও একধরনের পাবলিকীকরণ করা হচ্ছে। আমরা এই কমিটিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব চাই।' তিনি বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ক রিফাত রশীদকে কমিটি থেকে মাইনাস (বাদ) করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা সেটারও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

কমিটি ঘোষণার পর বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে মধুর ক্যানটিনের পশ্চিম পাশের ফটক দিয়ে মিছিল বের করেন নতুন কমিটির পক্ষের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা 'গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। মিছিলটি আইবিএর (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট) সামনের সড়ক দিয়ে অগ্রসর হয়।

কমিটির পক্ষের নেতা-কর্মীদের মিছিলটি সামনে অগ্রসর হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বর এলাকায় প্রথম দফায় দুই পক্ষের মারামারি হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে ধাওয়া দেন। তিনি দৌড়ে মধুর ক্যানটিনের দিকে আসেন। মারামারির পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা তৈরি হয়।

সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সামনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর আরেক দফা মারামারি হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারামারি থামানোর চেষ্টা করতেও দেখা যায়। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। রাতে বাংলামোটরে সড়ক অবরোধ করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁদের ওপর হামলার সুষ্ঠু বিচার না হলে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন। রাত পৌনে ৯টার দিকে শুরু করে ঘণ্টাখানেক তাঁদের সড়ক অবরোধের কারণে যানজট তৈরি হয়। রাত ১১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সড়ক ছেড়ে দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে রাস্তার পাশে অবস্থান নিয়েছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক এম জে এইচ মঞ্জু প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা হামলাকারীদের সুষ্ঠু বিচার চাই।' তিনি উল্লেখ করেন, হামলায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। হামলার বিচারের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। তাতেও হামলাকারীদের বিষয়ে কোনো সুরাহা না হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি 'ঢাকা ব্লকেড' (অবরোধ) করা হবে।

'আলোচনা করে তা সমাধান করব'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের তিনজন অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হন। তাঁদের মধ্যে নাহিদ ইসলাম গত মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। তিনি নতুন রাজনৈতিক দলের আহ্বায়ক হতে যাচ্ছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বরে গঠিত হয় জাতীয় নাগরিক কমিটি।

এবার যাত্রা শুরু করল নতুন ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। এর আত্মপ্রকাশের দিনে বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে আবু বাকের মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, মধুর ক্যানটিনে যাঁরা বিক্ষোভ করেছেন, তাঁরা কমিটি ঘোষণা হওয়ার আগেই বৈষম্যের অভিযোগ তুলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। এতে বোঝা যায়, তাঁদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তিনি বলেন, 'আমরা সারা দেশের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়েই কাজ করে যাব। কারও কোনো যৌক্তিক দাবি থাকলে আমরা আলোচনা করে তা সমাধান করব।'

গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ ও তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন।

জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হল প্রাঙ্গণে গতকাল বৃহস্পতিবার বর্ধিত সভার আয়োজন করে বিএনপি। দলের কেন্দ্রীয় ও তৃণমূলের বিপুলসংখ্যক নেতার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশাল এক মিলনমেলায় পরিণত হয় সভা।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভায় সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সারা দেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি আমার আহ্বান—আপনারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকুন, আপনারা যেকোনো মূল্যে ঐক্যকে ধরে রাখুন।'

একই সঙ্গে দেশবাসীর উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'আমি গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বার্তা দিয়ে বলতে চাই, বিএনপি শুধু আপনাদের ভোটের পুনরুদ্ধারই নয়, আপনাদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চায়। আপনাদের সমর্থন পেলে বিএনপি এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যে সরকার আপনার কাছে, আপনাদের কাছে, তথা দেশবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।'

এ সময় দলের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের জন্য কঠোর বার্তাও দেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ কিংবা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো কাজকে বিএনপি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেবে না।

নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বক্তব্যকে 'বিভ্রান্তিকর' মন্তব্য করে সভায় তারেক রহমান বলেন, 'বিভিন্ন সময় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জনমনে ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করলেও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনো কোনো উপদেষ্টার বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য-মন্তব্য স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্রকামী জনগণের জন্য হতাশার কারণও হয়ে উঠেছে।' তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের সব রাজনৈতিক দলের নিঃশর্ত সমর্থন থাকলেও সরকার এখনো তাদের কর্মপরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে।

দেশের চলমান পরিস্থিতি, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মিত্র দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখাসহ নানা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। নানা বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা, ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন তৃণমূলের নেতারা। একই সঙ্গে আগামীর করণীয় ঠিক করতে নানা পরামর্শও আসে তাঁদের বক্তব্য থেকে।

বেলা ১১টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে বিএনপির সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান খালেদা জিয়া। আগে থেকে ধারণ করা ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'এখনো ফ্যাসিস্টদের দোসর ও বাংলাদেশের শত্রুরা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্জন নস্যাৎ করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আসুন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। ঐক্যকে আরও বেগবান করি।'

দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে খালেদা জিয়া আরও বলেন, 'দেশ আজ এক সংকটময় সময় অতিক্রম করছে। আপনাদের ও ছাত্রদের সমন্বিত আন্দোলনের ফলে ফ্যাসিস্ট শাসকেরা বিদায় নিয়েছে। একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। তাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা, রাষ্ট্র মেরামতের ন্যূনতম সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।'

খালেদা জিয়ার বক্তৃতার পর রুদ্ধদ্বার সভায় কথা বলার সুযোগ পান সভায় অংশ নেওয়া তৃণমূলের নেতারা। তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দলের তৃণমূলের চিত্র উঠে আসে। আগামী নির্বাচন এবং দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় নানা পরামর্শও আসে তাঁদের বক্তব্যে। এ সময় নিজ দলের লোকজনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে অনেকে বক্তব্য দেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

বিএনপির বর্ধিত সভায় তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক আবুল করিম প্রধান, দিনাজপুর বিএনপির সভাপতি আ. সাত্তার মিলন, রাজশাহীর আব্দুল আলীম বাবু, যশোর মনিরামপুরের আসাদুজ্জামান মিন্টু, মানিকগঞ্জের নুরুল ইসলাম নুরু, জামালপুরের আতিকুর রহমান সাজু, ঠাকুরগাঁওয়ের জিয়াউল ইসলাম জিয়া, চট্টগ্রাম দক্ষিণের হামিদুল হক মান্নান, নেত্রকোনার বাবুল হক তালুকদার, নওগাঁর মহাদেবপুরের রবিউল আলমসহ অনেকে বক্তব্য দেন বলে জানিয়েছে সূত্র।

সূত্র বলছে, তৃণমূলের অনেক নেতা সভায় অভিযোগ করেন যে, যাঁরা দুঃসময়ে দলের সঙ্গে ছিলেন না এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছেন এমনকি নিজ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাও করেছেন, তাঁরা এখন আবার দলে ভিড়েছেন। শুধু দলেই ভেড়েননি, তাঁরা এখন সম্মুখসারিতে অবস্থান করছেন। সুবিধাভোগী ও নিষ্ক্রিয়রা এখন ব্যাপক সক্রিয় হয়েছে। তারাই এখন চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় এসব বিষয়ে কঠোর হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করেছেন তৃণমূলের নেতারা।

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলে এলাকাভিত্তিক বিভাজনের চিত্রও তুলে আনেন তৃণমূলের অনেক নেতা। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা বলেন, মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এরই মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে, যা দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ফলে মানুষের কাছে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে বসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা।

নিউইয়র্ক জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আব্দুর রহমান ও সাধারন সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর নেতৃতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্টির উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার ও জসিম চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি শফিউল আলম, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, সাংগঠনিক মীর জাকির, কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াস।

এ সময় ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান ও তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। একুশ মানে চির উন্নত মম শির শিরোনামে আলোচনা, মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক দেওয়ার মাদ্ধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনিশ্চয়তায় ইউএসএইড'র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সংস্থার ওষুধ, খাদ্য ও আশ্রয় সহায়তা কার্যক্রম চালু থাকবে, বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন চিত্র দেখাচ্ছে।

শুক্রবার রাত থেকে বিএইচএ'র বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বরখাস্তের চিঠি পেয়েছেন বলে জানিয়েছে এবিসি নিউজ। তাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকট ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ছিলেন। বিএইচএ মূলত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রধান সংস্থা, যা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মিলে ভূমিকম্প, টাইফুন, হারিকেনসহ বিভিন্ন দুর্যোগে মানবিক সহায়তা প্রদান করে।

সংস্থার সামরিক সহায়তা উপদেষ্টা সেরেনা সিমিওলি বলেন, বিএইচএ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক জরুরি সহায়তা কার্যক্রম চালানো কঠিন হবে। তিনি আরও বলেন, আমি আমার জীবনের বড় অংশ এই সংস্থার জন্য উৎসর্গ করেছি, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সত্যিই হতাশ।

একজন বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এভাবে হঠাৎ বরখাস্তের পর ভাবতে হচ্ছে, কেন আমি এতদিন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সরকার ও জনগণের জন্য কাজ করেছিলাম?

বিএইচএর কর্মীরা হাইতি, সিরিয়া, ফিলিপাইন, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেনের মতো সংকটময় পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তবে কর্মীদের হঠাৎ বরখাস্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানুয়ারির শেষের দিকে এক স্মারকলিপিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও বলেছিলেন, ইউএসএইড-এর মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে তিনি জরুরি ছাড়পত্র দেবেন, তবে এটিও উল্লেখ করেন যে এটি সাময়িক।

পেন্টাগনে অস্থিরতা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(২১ ফেব্রুয়ারি) বরখাস্ত করা জেনারেল ব্রাউন একজন কৃষ্ণাঙ্গ। যৌথবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে একজন শ্বেতাঙ্গ না থাকা মানে 'আমেরিকা ফার্স্ট' ও 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগানের সাথে অসামঞ্জস্য।

একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ট্রাম্প একথাটাই স্পষ্ট করেছেন। এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে পেন্টাগনে অস্থিরতা চলছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশেষে দেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন। চার-তারকা ফাইটার পাইলট জেনারেল চার্লস কিউ ব্রাউন জুনিয়র, যিনি সিকিউ নামে পরিচিত। তিনি দ্বিতীয় আফ্রিকান আমেরিকান হিসেবে এই পদে আসীন হয়েছিলেন। তার জায়গায় নিয়োগ পাচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত তিন তারকা এয়ার ফোর্স জেনারেল ড্যান কেইন। ছয় বছর আগে ট্রাম্পের প্রথম টার্মে ইরাকে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর পর থেকে কেইন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে বার্তায় বলেন, 'আজ আমি গর্বের সাথে ঘোষণা করছি যে, আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ড্যান 'রেজিন' কেইনকে যৌথ প্রধানদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করছি।'

'জেনারেল কেইন একজন দক্ষ পাইলট, জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, সফল উদ্যোক্তা ও একজন 'যোদ্ধা,' যার রয়েছে বিশেষ অপারেশন ও আন্তঃসংস্থার ব্যাপক অভিজ্ঞতা।'

কিন্তু যৌথবাহিনীর প্রধানদের চেয়ারম্যান সাধারণত প্রশাসন পরিবর্তনের পরও তাদের পদে বহাল থাকেন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে। তবে হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগনের বর্তমান কর্মকর্তারা নিজেদের পছন্দের সামরিক নেতৃত্ব নিয়োগ দিতে চান।

জেনারেল ব্রাউনকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই মতাদর্শের প্রতিফলন যে, সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে বর্ণবৈচিত্র্য ইস্যুতে অতিরিক্ত করা হচ্ছে। মূল দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে আমেরিকা! 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সঙ্গে এটি যায় না! তবে প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে শপথ নিয়ে প্রথম দিনে হেগসেথ জেনারেল ব্রাউনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, তিনি তার সঙ্গে কাজ করতে উন্মুখ। কিন্তু দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ট্রাম্পের ইনার সার্কেলে জেনারেল ব্রাউনের গ্রহণযোগ্যতা নাই। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলোতে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল না।

ব্রাউনকে এয়ার ফোর্সের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে মনোনীত করেছিলেন ট্রাম্প তার আগের টার্মে। সে সময় ট্রাম্প তার সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন বাহিনীগুলোর সর্বোচ্চ পদে একজন আফ্রিকান আমেরিকানের নিয়োগ ঐতিহাসিক। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'এই জেনারেল একজন দেশপ্রেমিক ও অসাধারণ নেতা।'

ট্রাম্পের দাবী অতিরঞ্জিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিকিউরিটির তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করছে।

মঙ্গলবার ফ্লোরিডার এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের কোটি কোটি মানুষ ১০০ বছরের বেশি বয়সেও সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পাচ্ছে যা স্পষ্টতই প্রতারণার মাধ্যমে বা অদক্ষতার কারণে এই সুবিধা পাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাদ দেন, তাহলে ৮০, ৭০ ও ৯০ বছর বয়সীদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি হবে, কিন্তু ২০০ বছর বয়সী মানুষদের জন্য নয়।'

সোশ্যাল সিকিউরিটির ইনস্পেক্টর জেনারেলের জুলাই ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫-২০২২ অর্থবছরে সোশ্যাল সিকিউরিটি ৮.৬ ট্রিলিয়ন ডলার সুবিধা প্রদান করেছে, যার মধ্যে মাত্র ৭১.৮ বিলিয়ন ডলার (১ শতাংশ এরও কম) অনুপযুক্ত অর্থপ্রদান ছিল, বেশিরভাগই জীবিতদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান। এছাড়াও, জানুয়ারিতে মার্কিন ট্রেজারি বিভিন্ন ফেডারেল পেমেন্ট থেকে ৩১ মিলিয়নেরও বেশি ডলার ফেরত পেয়েছে, যা অনুপযুক্তভাবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রদান হয়েছিল; প্রাক্তন কর্মকর্তা ডেভিড লেব্রিক বলেছেন, এটি 'প্রাথমিক চিহ্ন হলেও আসল সমস্যা বা পরিস্থিতি আরও বৃহত্তর।'

এই অর্থ পাঁচ মাসের একটি পাইলট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, যখন কংগ্রেস ২০২১ সালে ট্রেজারি বিভাগকে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসনের 'ফুল ডেথ মাস্টার ফাইল'-এ তিন বছরের জন্য প্রবেশাধিকার দেয়। এই ফাইলটি ১৮৯৯ সাল থেকে মৃত ব্যক্তিদের ১৪২ মিলিয়ন রেকর্ড ধারণ করে। এর ফলে পাঁচ মাসব্যাপি একটি পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্থ ফেরত সংগ্রহ করা হয়। ট্রেজারির তথ্য অনুযায়ী, এই ফাইলে ১৮৯৯ সাল থেকে শুরু করে ১৪২ মিলিয়নেরও বেশি মৃত ব্যক্তির রেকর্ড রয়েছে। ট্রেজারি জানুয়ারিতে অনুমান করেছিল যে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ পর্যন্ত তিন বছরের প্রবেশাধিকারের সময়ে এটি ২১৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পুনরুদ্ধার করবে।

সোশ্যাল সিকিউরিটির সফটওয়্যারে তারিখ টাইপের অভাব রয়েছে, যার ফলে কিছু এন্ট্রিতে জন্ম তারিখ অনুপস্থিত বা অসম্পূর্ণ থাকলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৫০ বছরেরও বেশি পুরনো একটি তারিখ হিসেবে দেখানো হয়। সংবাদ সংস্থা WIRED প্রথমেই সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসনে COBOL ব্যবহারের খবর দেয়। তাছাড়া, মার্চ ২০২৩ ও জুলাই ২০২৪-এর ইনস্পেক্টর জেনারেলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংস্থাটি এখনও ডাটাবেসে মৃত্যুর তথ্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য নতুন কোনো সিস্টেম তৈরি করে নি। এতে প্রায় ১৮.৯ মিলিয়ন সেই সব সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর রয়েছে, যাদের মালিকরা ১৯২০ বা তার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদেরকে মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে এর মানে এই নয় যে এই ব্যক্তিরা সুবিধা পাচ্ছিলেন। আপডেট করতে প্রয়োজনীয় খরচ প্রায় ৯ মিলিয়নেরও বেশি হওয়ায় সংস্থাটি তা করার সিদ্ধান্ত নেয়নি।

জুলাই ২০২৩ সালের সোশ্যাল সিকিউরিটি ওআইজি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রতিবেদনে আলোচনা করা প্রায় কোন নম্বরধারী বর্তমানে 'এসএসএ' পেমেন্ট পাচ্ছে না।' এছাড়া, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে, সংস্থাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়। জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটাস সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ স্ট্র্যাটেজিস্ট চাক ব্লাহাউস বলেছেন, 'ইলন মাস্ক যদি অনুপযুক্ত অর্থপ্রদান রোধ করতে সক্ষম হন, তাহলে তাকে দুইবার সাধুবাদ জানানো উচিত।'

তবে, সরকারের যে সকল বিভাগে ত্রুটির হার বেশি, সেগুলো বেছে নিতে গেলে, 'সামাজিক নিরাপত্তা তালিকার একেবারে নীচের দিকে থাকবে, শীর্ষের কাছাকাছি নয়,' ব্লাহাউস বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'মেডিকেডের অনুপযুক্ত অর্থপ্রদান হার অত্যন্ত উচ্চ, এবং 'এসিএ''র মেডিকেড সম্প্রসারণের পর তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'অবশ্যই—যে কোন অনুপযুক্ত অর্থপ্রদান যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় তা নিরসন করা উচিত, তবে ভাববেন না যে, সিস্টেমের সব থেকে বড় আর্থিক সমস্যা এখানেই নিহিত।'

জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যার স্কুল অব পলিসি অ্যান্ড গভার্নমেন্টের পাবলিক পলিসি অধ্যাপক সিতা নটরাজ স্লাভভোভ বলেন, 'মাস্ক এবং ট্রাম্পের এই দাবি মানুষের কাছে সরকারের আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান সহজ মনে হতে পারে, যা আসলে সঠিক নয়।'

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারোলাইন লিভিট সোশ্যাল সিকিউরিটির ইনস্পেক্টর জেনারেলের প্রতিবেদনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'একটি পূর্ববর্তী তদন্তে প্রকাশ পেয়েছিল যে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসন অন্তত $৭১.৮ বিলিয়ন অনুপযুক্ত অর্থ প্রদান করেছে। সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসন এখন আরও অপচয়, প্রতারণা, এবং অপব্যবহার খুঁজে বের করার জন্য পুরো সরকারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমেরিকান করদাতাদের সুরক্ষায় কাজ করছে।'

কাঠগড়ায় মেজাজ হারালেন হাজী সেলিম

ঢাকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন কেন্দ্রিক যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহর আদালত তাকে গ্রেপ্তার দেখান। এ মামলার শুনানিতে তাকে আদালতে হাজির করার পর আইনজীবীর ওপর বিরক্ত হয়ে মেজাজ হারান তিনি। এসময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি দুই পৃষ্ঠার কাগজ পড়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের জমি অধিগ্রহণের তথ্য জানতে পারেন।

এদিন হাজী সেলিমসহ অন্য আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। পরে পুলিশি পাহারায় হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হ্যান্ডকাফ পরিয়ে হাজতখানা থেকে এজলাসে তোলা হয়। এরপর হাজী সেলিমের হেলমেট খুলে দেয় পুলিশ। তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজের আইনজীবীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এসময় মেজাজ হারিয়ে তিনি নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করেন। মাঝেমধ্যে নিজের হাতের আঙুল দিয়ে বিভিন্ন কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন। পরে পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

শুনানিতে তার আইনজীবী প্রাণ নাথ কথা বলার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আদালতের অনুমতি নিয়ে তার আইনজীবীরা দুই পৃষ্ঠার প্রিন্ট করা কাগজ হাজী সেলিমকে পড়তে দেন। এসময় আইনজীবীরা তাকে বুঝিয়ে দেন। পরে ১০টা ৩৮ মিনিটে ফের পুলিশ পাহারায় তাকে আদালত থেকে হাজতখানায় নেওয়া হয়। এ বিষয়ে তার আইনজীবী প্রাণ নাথ বলেন, পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর সংলগ্ন এলাকায় তার মালিকানাধীন মদিনা মেরিটাইমের নামে সাড়ে ১০ একর জমি রয়েছে। এ জমি সরকার অধিগ্রহণ করে নেওয়ার খবরটি তাকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য আরও সাড়ে ১০ একর জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন করা হবে, এ তথ্যও তাকে কাগজে লিখে জানানো হয়েছে।

হাজী সেলিম কেন বিরক্ত– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি কারাগারে তেমন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। তিনি কথা বলতে পারেন না। এমনকি তার কথা কেউ বুঝতেও পারে না। এসব কারণে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

ত্যাগীদের মূল্যায়ন দাবি ঐক্যের বার্তা কেন্দ্রের

বিএনপির বর্ধিত সভা

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি'র বর্ধিত সভায় দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মূল্যায়নের দাবি তুলেছেন তৃণমূল নেতাকর্মীরা। সভায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। সাত বছর পর গতকাল জাতীয় সংসদের এলডি হল প্রাঙ্গণে এই সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সকালে শুরু হওয়া সভা মধ্যাহ্ন বিরতি দিয়ে রাত পর্যন্ত চলে। সমাপনী বক্তব্যে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

সকাল ১১টায় 'সুদৃঢ় ঐক্য রুখে দিতে পারে সকল ষড়যন্ত্র' স্লোগান নিয়ে এই বর্ধিত সভা উদ্বোধন করা হয়। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সূচনা বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তৃণমূলের নেতাদের বক্তব্য শোনেন কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা তাদের বক্তব্যে হাইব্রিডদের বাদ দিয়ে ত্যাগীদের পদ-পদবি দেয়ার জন্য হাইকমান্ডকে পরামর্শ দেন। ৫ই আগস্টের পর নব্য নেতাকর্মীদের কারণে বিএনপি'র ত্যাগীরা ভুগছেন বলেও অভিযোগ করেন কেউ কেউ। তারা বলেন, এদের কারণে বিএনপি'র ভেতরে এখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কিছু সুবিধাবাদীদের দেখা যাচ্ছে। এই সুবিধাবাদীরা ত্যাগীদের বিতাড়িত করতে চাইছে। প্রত্যেক জায়গায় হাইব্রিড ও গ্রুপিং রয়েছে। এ ছাড়া মনোনয়নপত্র নিয়ে কোনো কোনো জায়গায় বিভক্তি দেখা যাচ্ছে। জামায়াত নিয়েও কথা বলেন কয়েকজন নেতা। আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদায়ে দলকে শক্ত অবস্থান নেয়ার পরামর্শ দেন কেউ কেউ। এজন্য বিভাগীয় সম্মেলন করার জন্য দলীয় হাইকমান্ডকে পরামর্শ দেন তারা।

সভায় নেতারা বলেন, মনোনয়নপত্র নিয়ে কোনো কোনো জায়গায় বিভক্তি আছে। যারা সুবিধাবাদী তারা যেন মনোনয়ন না পান সে বিষয়ে হাইকমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা। বলেন, ১৭ বছর যারা ছিলেন না তাদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। একইসঙ্গে নেতারা যোগ্য ও ত্যাগীদের নেতৃত্বে আনার জন্য পরামর্শ দেন। তাদের নিয়ে কমিটি করার জন্য হাইকমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যথায় দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তৃণমূলের নেতারা। পাশাপাশি বর্ধিত সভার মতো করে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়েও সভা করার পরামর্শ দেন তারা।

হবিগঞ্জের এক নেতা বলেন, বিগত দিনে যারা গর্তে লুকিয়ে ছিল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করেছিল তাদের এখন আস্ফালন দেখা যাচ্ছে। এই সুবিধাভোগীদের কাছে ত্যাগীরা হারিয়ে গেলে পুরো বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দলের দুর্দিনে তৃণমূল বেঈমানি করেনি। যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। অথচ একশ্রেণির মৌসুমি নেতা সুবিধা নিয়ে মোটাতাজা হয়েছে। আর ত্যাগীরা হয়েছেন স্বাস্থ্যহীন। এই ত্যাগীরা দলের হাইকমান্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

সৈয়দপুরের আলমগীর মাতুব্বর বলেন, যারা আমাদের বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে। তারাই আজ বিএনপি'র প্রথম কাতারে। এই হাইব্রিড যেন বিএনপিতে না ঢুকে। তাহলে সৈয়দপুরের তিনটি আসনই বিএনপিকে আমরা উপহার দেবো।

যশোরের আসাদুজ্জামান মিন্টু বলেন, প্রত্যেক জায়গায় হাইব্রিড ও গ্রুপিং রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্রুপিং দূর করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিতে হবে।

দিনাজপুরের আব্দুস সালাম মিলন বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। ৫ই আগস্টের পরে বিএনপি'র ভেতরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। ত্যাগীদের কোণঠাসা ও বহিষ্কার করা হচ্ছে। পদ স্থগিত করা হচ্ছে। তাদের পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তৃণমূলকে জাগাতে হবে, হাইব্রিডদের ঠেকাতে হবে।

নওগাঁর মহাদেবপুর এলাকার রবিউল আলম বলেন, আমরা আন্দোলন করে দলকে সংগঠিত করেছি। এখন সেটা এককভাবে দাবি করা হচ্ছে! সেটা আমরা মেনে নিতে চাই না। আর আমরা সেই নেতৃত্ব দেখতে চাই না, যারা আন্দোলন দেখলেই পালিয়ে যেতে চায়।

টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকার জাকির হোসেন সরকার বলেন, যারা গত ১৫ বছর ছিল না তারা এখন আমাদের ঘরে ঢুকে ঐক্য বিনষ্ট করতে চাচ্ছে। তদন্তসাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিএনপি আরও শক্তিশালী হবে।

দেশের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে হবে

সেনাদের প্রতি সেনাপ্রধান

ঢাকা ডেস্ক

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সেনাসদস্যদের প্রতি দেশের প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সপ্তম কর্নেল অব দ্য রেজিমেন্ট হিসেবে সেনাপ্রধানের অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারে বৃহস্পতিবার সকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সপ্তম কর্নেল অব দ্য রেজিমেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন। এ সময় সেনাপ্রধানকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রেজিমেন্টের কর্নেল র‍্যাঙ্ক পরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনি সবার উদ্দেশে বক্তব্য দেন।

সেনাপ্রধান বলেন, 'বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম, সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও দেশপ্রেমের দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে আজকের এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আসীন হয়েছে। এ রেজিমেন্ট কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে জাতীয় পতাকা লাভের দুর্লভ সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।'

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কর্নেল অব দ্য রেজিমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এ রেজিমেন্ট ইতিমধ্যে আধুনিকায়ন হয়েছে। এর মধ্যে নতুন নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা, আধুনিক অস্ত্র-সরঞ্জামাদি সংযোজনসহ উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি কর্নেল অব দ্য রেজিমেন্ট হিসেবে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ এবং এর চলমান প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করব।'

সেনাপ্রধান আরও বলেন, 'রেজিমেন্টের প্রত্যেক সদস্যকে পেশাদার ও প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে আমি সর্বদা বদ্ধপরিকর। পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি একটি সুন্দর জীবনমানও আমাদের কাম্য। যেকোনো কল্যাণমুখী কার্যক্রমের জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব। এ ব্যাপারে আমি রেজিমেন্টের সব সদস্যের সহযোগিতা কামনা করছি।'

এর আগে সেনাপ্রধান ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্যারেড পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেনাপ্রধান কোনো কথা না বুঝে বলেন নাই: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

সেনাপ্রধান কোনো কথা না বুঝে বলেন নাই বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজধানীর রাওয়া কনভেনশন হলে গত মঙ্গলবার বিশেষ অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধানের বক্তব্যের বিষয়ে এ কথা বলেন উপদেষ্টা।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সেনাপ্রধান কোনো কথা না বুঝে বলেন নাই। আমি যতটুকু উনাকে চিনি তিনি ভেরি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যান। যা বলার মানুষের মুখের ওপর বলার মতো লোক। উনি কী বলেছেন না বলেছেন তার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।'

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ হওয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'বেক্সিমকোর ১৪টি পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের পাওনা দিতে প্রয়োজনীয় ৫২৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছে সরকার। আগামী ৯ মার্চ থেকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ শুরু হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst | CenterLight | Anthem | Hamaspik | MetroPlusHealth | SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW: 718-516-3425

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suit C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) যথাযোগ্য মর্যাদায় 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫' উদযাপন করেছে। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটি সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণী পড়া হয়। অনুষ্ঠানে ৫২', ৭১ ও ২০২৪'-এর জুলাই-আগস্টের শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে 'ইকোনোমিস্ট'স কান্ট্রি অব দ্যা ইয়ার ২০২৪' ও 'জুলাই অনির্বাণ' নামে দুইটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'মূলত: ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তি প্রোথিত হয় যা পূর্ণতা পায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।'

নাজমুল হুদা ৫২'র ভাষা শহিদ সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ সব ভাষা শহিদ, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সব শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ২০২৪'-এর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান এবং জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছেন, তাদের আশু সুস্থ্যতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, 'ভাষা একটি একান্ত মানবিক বিষয়; যা মানুষের অস্তিত্বের প্রায় সমার্থক। এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, একজন ব্যক্তির বোধগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দক্ষতার সঠিক পুষ্টি তার মাতৃভাষার মাধ্যমে বিকশিত হয়। তাই, নিজের মাতৃভাষা লেখা ও ব্যবহার করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল চেতনা হল পৃথিবীর সব ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্বতা রক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

নাজমুল হুদা আরো বলেন, '১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। এ বছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর রজতজয়ন্তী।' যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসী ভাই-বোনেরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার চর্চা এবং প্রসারে, বিশেষতঃ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে, যে চমৎকার ভূমিকা পালন করছেন, তিনি তার প্রশংসা করেন।

কনসাল জেনারেল বলেন, '২০২৪ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। ২০২৪ সালের ফ্যসিবাদ বিরোধী ও বৈষম্য বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামত তথা সংস্কারের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার যে সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকলের ঐকান্তিক সহযোগীতা কামনা করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনদের অধিকতর অবদান রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত আলোচনায় নিউইয়র্কস্থ বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। স্থানীয় বাংলাদেশ কমিউনিটি শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়; যা দর্শকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার দ্বারা আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে কনসাল জেনারেল শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন এবং বাংলাদেশ সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্মিত শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মেয়র নির্বাচনে ভোট জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তিন রাজনীতিবিদ

এইচ বি রিতা

ফিলাডেলফিয়ার একটি শহরে ২০২১ সালের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ভোট জালিয়াতির চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়েছেন তিনজন রাজনীতিবিদ। ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি, মোহাম্মদ নুরুল হাসান, মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায় তিন ডজন ভুয়া ডাকযোগে ভোট তৈরি করার অভিযোগ এনেছেন। এপিনিউজ সূত্রমতে, তারা মেলবোর্নের ১ হাজার ২শ জনসংখ্যার বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বরোর বাসিন্দা হিসেবে নিবন্ধন করিয়ে, তাদের জন্য মেইল-ইন ভোট পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তা নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন।

নুরুল হাসান বরো কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ডেমোক্র্যাটিক অধ্যুষিত এলাকায় ডেমোক্র্যাটিক মেয়র প্রাইমারিতে হেরে যান। মনসুর আলী বরো কাউন্সিলের জন্য ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে জিতেছিলেন, কিন্তু রফিকুল ইসলাম সে বছর কাউন্সিল পুনঃনির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হেরে যান। এই ঘটনাটি হাসানের মেয়র প্রার্থী হিসেবে ২০২১ সালে জয়ের চেষ্টা করা সময়ে ঘটে, যেখানে তিনি পরাজিত হন ১৬৫-১৩৮ ভোটে।

গ্র্যান্ড জুরি অভিযোগ করেছেন যে, হাসান ও আলী শহরের বাইরের বন্ধুদের বলেছিলেন, 'যতক্ষণ তারা ২০২১ সালের নভেম্বরের অন্য কোনো নির্বাচনে ভোট না দেন, ততক্ষণ কোনো সমস্যা হবে না।' অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে কিছু লোককে তাদের অজান্তেই মেলবোর্নের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়েছিল।

এই তিনজনের বিরুদ্ধে রিটার্ন খামে ভোটার স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগসহ ষড়যন্ত্র, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভোটার নিবন্ধন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধনের অভিযোগ রয়েছে। হাসান ও আলীর পক্ষে আদালতের নথিতে কোনো আইনজীবীর নাম উল্লেখ নেই। বরো অফিসে তাদের মন্তব্যের জন্য বার্তা রাখা হয়েছে।

আব্দুল আজিজের দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

নিউইয়র্ক

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে হবিগঞ্জের সন্তান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে এক আনাড়ম্বর পরিবেশে বই দুইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

নিউইয়র্কের মুক্তধারা ও একুশের চেতনা মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২১ শে বইমেলায় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে বই দুইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ড. নজরুল ইসলাম। বই দুইটি হলো- 'শ্রেষ্ঠ ছড়ার বই' (ছড়াগ্রন্থ) ও 'গানের ডালি' (গীতিকাব্য গ্রন্থ, ১ম খন্ড)।

ছড়াগ্রন্থটি সিলেটের দর্পণ প্রকাশ ও ঢাকার লেখাচিত্র প্রকাশনীর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এবারের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'গানের ডালি' গীতিকাব্য গ্রন্থের ১ম খন্ড প্রকাশ করেছে ঢাকার লেখাচিত্র প্রকাশনী। এ বইটিসহ লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত বই পাওয়া যাচ্ছে এবারের বাংলা একাডেমির বই মেলায়। 'গানের ডালি' শিরোনামের এ গ্রন্থটি তাঁর দ্বিতীয় গীতিকাব্য গ্রন্থ।

এই দুইটি ছাড়াও লেখকের আরও কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। এদের মধ্যে 'আমার মায়ের হাসি' (ছড়াগ্রন্থ), 'ছড়ার ঘড়া উপুড় করা' (ছড়াগ্রন্থ) ও 'সুরের তরী' (গীতি কাব্যগ্রন্থ) উল্লেখযোগ্য।

শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ঢাবির সাদা দলের ৩ শিক্ষককে বহিষ্কার

ঢাকা অফিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল থেকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ৩ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে সংগঠনটির সাধারণ সভায় বহিষ্কারের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সোমবার রাতে সাদা দলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কার আদেশের বিষয়টি জানানো হয়। বহিষ্কৃত তিন শিক্ষক হলেন—পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আল মোজাদ্দেদী আলফেছানী।

আপিলের অনুমতি পেলেন জামায়াত নেতা আজহারুল

ঢাকা অফিস

আজহারুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের আপিল শুনানির অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদনের শুনানি শেষে আজ বুধবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির আপিল বিভাগ লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি) মঞ্জুর করে এই আদেশ দেন।

আপিল শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে আগামী ২২ এপ্রিল। সেই সঙ্গে দুই সপ্তাহের মধ্যে আপিলের সার সংক্ষেপ জমা দিতে বলা হয়েছে।

এ টি এম আজহারুল ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এহসান এ সিদ্দিক। সঙ্গে ছিলেন- আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

আদেশের পর এহসান এ সিদ্দিক বলেন, ৪টি গ্রাউন্ডে রিভিউ অ্যালাউ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—আপিল বিভাগ যে রায় দিয়েছিলেন সেখানে আন্তর্জাতিক আইন মানা হয়নি, আন্তর্জাতিক আইন বাদ দেওয়া হয়েছিল অসৎ উদ্দেশ্যে। সাক্ষী বলছে- তাঁকে ৫ কিলোমিটার দূর থেকে দেখে চিহ্নিত করেছে, যা সম্ভব না এবং কিছু ডকুমেন্ট আদালত কনসিডার করেনি। সেখানে সাক্ষী বলেছে- এটিএম আজহারুল তাঁর ক্লাসমেট। আসলে ওই সাক্ষী এটিএম আজহারুলের ক্লাসমেট ছিল না। তিনি বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো মামলায় রিভিউ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথম লিভ মঞ্জুর হলো।

এর আগে মঙ্গলবার আংশিক শুনানি শেষে আজ বুধবার পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করে ছিলেন আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগে শুনানিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন আজহারের পক্ষে দেওয়া যুক্তির বিরোধিতা করেননি।

মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার মামলায় ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর এ টি এম আজহারুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর বিরুদ্ধে আপিল করলে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। এরপর ওই রায় রিভিউ চেয়ে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়।

আলবেনি সিনেটরস প্রতিনিধিদের সাথে ডক্টর আবু জাফরের সাক্ষাৎ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিডিপ্যাপ বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করতে আলবেনি সিনেটরস প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির হোম কেয়ার প্রবক্তা ডক্টর আবু জাফর।

গত সোমবার আলবেনিতে গভর্নর নেলসন এ রকফেলার এম্পায়ার স্টেট প্লাজায় নিউইয়র্ক স্টেট এর সিনেটর (ডিস্ট্রিক্ট ৩৪) ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজের চিফ স্টাফ জেমস টোনিসহ একাধিক অ্যাসেম্বলি ম্যান, অ্যাসেম্বলি উইম্যানের সাথে বৈঠক করেন তিনি। এ সময় তার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের শীর্ষ কর্মকর্তা, কর্মী একই সাথে সেবাগ্রহীতারা উপস্থিত ছিলেন।

কেবলমাত্র একটি অযোগ্য ও দূর্নীতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠান পিপিএলের ওপর পুরো স্টেটের হোমকেয়ার সেবার দেখভালের দায়িত্ব দেয়াকে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন ডক্টর আবু জাফর। বৈঠকগুলোতে তিনি বলেন, নিউইয়র্কে স্টেটের মেডিকেড-চালিত হোম হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামটিতে স্প্যানিশ, আফ্রিকান, বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির বয়স্ক, যেকোনো বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য বছরের পর বছর যাবত সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামটি চালু আছে। নিউইয়র্কে এ সিডিপ্যাপ সেবার জন্যে সেবাগ্রহীতারা একমাত্র নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর। কিন্তু এসব সেবাগ্রহীতাদের সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা না করে হুট করে, এ খাতের সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের না জানিয়ে গত বছর গভর্নর ক্যাথি হোকুলের বিশেষ ইশারায় স্টেট সেনেট এবং অ্যাসেম্বলি বাজেট প্রোগ্রামের মডেল পরিবর্তন করে ৭শ'র কাছাকাছি সিডিপ্যাপ প্রতিষ্ঠানকে অযৌক্তিকভাবে বাতিল করে পিপিএলকে একক দায়িত্ব দেয়।

তিনি আরও বলেন, পিপিএল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সক্ষমতা নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। যে প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু স্টেটে হোমকেয়ার সেবায় দখলদারিত্ব বাড়াতে দায়িত্ব নিয়েও শেষমেষ পিপিএলের ম্যানেজমেন্টের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে পিপিএলরের আর্থিক লেনদেনের কেলেঙ্কারির তথ্যও ওঠে আসেছে। অস্বাভাবিকভাবে সেবা বাতিল করা হয়েছে। যত্রতত্র বৈষম্যের প্রমাণ মিলেছে। এ সকল অভিযোগ এখনও ঝুলছে। পিপিএলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা দাবি করেছে যে এটি কেয়ার গিভারদের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং হঠাৎ করে গ্রাহকদের বাতিল করেছে।

আবু জাফর বলেন, নিউইয়র্কে হোমকেয়ার সেবায় পিপিএলকে যখন যুক্ত করার চিন্তা করেছে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট। গভর্নর তখন বিন্দুমাত্র এ খাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করার প্রযোজন মনে করেননি। যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এ খাতে জড়িত গ্রাহক এবং পিএ এদের ভাষা একই রকম হতে হবে। একই জনগোষ্ঠী, একই সংস্কৃতি এমনকি একই পরিবারের হতে হবে। এটিই নিউইয়র্কের হোম কেয়ার সেবার সৌন্দর্য। এটি সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামেরও সৌন্দর্য। কিন্তু গভর্নর এগুলো বির্বতনের চেষ্টা করছেন। তিনি এগুলো উপেক্ষা করে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এই দুর্নীতি পরায়ণ এবং অনুপযুক্ত রাক্ষস পিপিএলকে নিউইয়র্কের দায়িত্ব দেয়া হলে নিউইয়র্কের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভারসাম্য, বন্ধন তা ভেঙ্গে পড়বে। একই সাথে চাকুরী হারা হবেন অসংখ্যক হোম কেয়ার কর্মী। ব্যবসা হারিয়ে পথে বসবেন এ খাতে ৭ শতাধিক হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান।

এ সময় তিনি স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুলের সমালোচনা করে বলেন, জনগনের ভোটে একজন নিবার্চিত প্রতিনিধির এমন ধ্বংসাত্বক সিদ্ধান্ত নিউইয়র্কের বৃদ্ধ, বয়স্ক ও ভারসাম্যহীন মানুষগুলোর জীবন-জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সামিল। গভর্নর এগুলো বিন্দুমাত্র কেয়া্র করেনি। এমনকি, নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েও সিটিজেনদের ভোটের কেয়ার করেনি। এ খাতে কর্মসংস্থান, লাখো মানুষের সম্মানজনকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও তিনি উদাসীন। তবে এখন সময় এসেছে পুনরায় নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পিপিএল বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে।

তিনি বলেন, এখনই এ খাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে আগামী ১ এপ্রিল পিপিএলে স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। অচিরেই হোম কেয়ার সেবা আগের মতো চলার সিদ্ধান্ত না হয়ে প্রয়োজনে ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবারও কথা জানান তিনি । আগামী মাসে সিডিপ্যাপ সেবা কার্যক্রম বন্ধ হলে কেবলমাত্র তার প্রতিষ্ঠানের ৯টি অফিস যেখানে কাজ করছেন অসংখ্য মানুষ তারা পথে বসবেন। এমন অবস্থা হবে বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। তারা ব্যবসা হারিয়ে কোথায় যাবেন? তিনি বলেন, গভর্নর ক্যাথি হোকুল ৭শ বেশি প্রতিষ্ঠানকে মেরে ফেলতে চাইছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ।

এ সময় তিনি কংগ্রসের উপনেতা, ডেপুটি স্পিকার এবং স্পিকার, সিনেটর, অ্যাসেম্বলি ম্যান, ওম্যানের কাছে নিউইয়র্কের সকল হোমকেয়ার সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন জানান, যেন এই দুর্নীতিপরায়ণ এবং অনুপযুক্ত পিপিএলকে নিউইয়র্কের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার জন্য নিউইয়র্কের গভর্নরকে যাতে তারা অনুরোধ জানায় ।

বৈঠকে অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভ স্ট্রেইনের প্রতিনিধি জানান, এরই মধ্যে পিপিএল নিয়ে বিভিন্ন স্টেটে হোম কেয়ার সেবা গ্রহীতা, সেবা দাতাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

অনবদ্য এক মানুষ কাওসার আহমেদ চৌধুরী

সৈয়দ আহসান

প্রকৃতির দেওয়া জ্যোতি ছড়ানো চেহারা, ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক সুপুরুষ ছিলেন কাওসার আহমেদ চৌধুরী। আদলে, আচরণে অনন্য ও অনবদ্য এক মানুষ ছিলেন। সিলেট এমসি কলেজ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালে ছাত্রলীগ থেকে হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি গোয়েন্দা হিসেবে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন।

১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১২ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন নামকরা ক্রিকেটার। কাওসার আহমেদ চৌধুরীর পিতা মরহুম মোশাহেদ উদ্দীন চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েট ছিলেন। তাদের গ্রামের বাড়ী গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর গ্রামে। সিলেট শহরের দরগা মহল্লায় 'ভাদেশ্বর লজ' মরহুম কাওসার আহমেদ চৌধুরীর স্মৃতিবাহী বাড়ি। ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কাওসার আহমেদ চৌধুরী মাত্র ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

কাওসার আহমেদ ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় পড়াশুনা করেন। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি গান লেখা শুরু করেন। কর্মজীবনের প্রথমে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে গান লেখা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু টিভি নাটক রচনা এবং পরিচালনা করেছেন।

কাওসার আহমেদ চৌধুরী

বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী, সাবেক ক্রিকেটার, কবি, লেখক, গীতিকবি ও জ্যোতিষ কাওসার আহমেদ চৌধুরী রাশিফল নিয়ে লিখতেন দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায়। তাঁর এ জ্যোতিষ বিষয়ক লিখালেখি তাঁকে এক খ্যাতিমান লেখকের মর্যাদা এনে দিয়েছিল। কাওসার আহমেদ চৌধুরী লিখেছেন ভাগ্য জানার উপায় নামে একটি বই। কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'ঘুম কিনে খাই'। বিখ্যাত 'গুড্ডি' সিনেমার তিনি গান লিখছেন। বাদশা সিনেমার গান- 'প্রেমেরো এই মেলাতে, লুকোচুরি খেলাতে' লোকমুখে ব্যাপক শোনা যায়।

কাওসার আহমেদ চৌধুরীর লেখা বেশ জনপ্রিয় গানের মধ্যে কালজয়ী গান হলো- আমায় ডেকো না, ফেরানো যাবে না, আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে মনে পড়ল তোমায়, কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে, যেখানে সীমান্ত তোমার, সেখানে বসন্ত আমার, রুপালী গিটার ফেলে একদিন চলে যাব দূরে। মোসুমী কারে ভালো বাস তুমি, হারানো মুখ, হারানো চোখ... ফুরোনো মোমবাতি প্রভৃতি।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ওয়াশিংটন ডিসিতে ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

শাহিদ মোবাশ্বের, ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন কাউন্টির কেনমোর মিডল স্কুল অডিটোরিয়ামে এই দিবসটি পালন করা হয়।

আর্লিংটন কাউন্টি ও আর্লিংটন আর্টসের সার্বিক সহযোগিতায় ডিসি একুশে এলায়েন্সের (ডিসিইএ) আয়োজন ও সামাজিক সংগঠন ধ্রুপদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আর্লিংটন কাউন্টি এবং ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার ২৯টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রচার ও সমবেত কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো' পরিবেশন করা হয়। এরপর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরা হয়।

ফয়সাল কাদের ও তাসকিন বিনতে সিদ্দিকীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় আমেরিকানসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন প্রিয় বাংলার প্রিয়লাল কর্মকার। অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের উপ-রাষ্ট্রদূত ডিএম সালাউদ্দিন মাহমুদ, আর্লিংটন কাউন্টির কমিশন ফর দ্যা আর্টসের চেয়ারম্যান অ্যাডাম গ্রীণ ও সাবেক চেয়ারম্যান মার্শা সিমেল, ইউএস সিনেটর মার্ক আর ওয়ার্ণারের আউটরিচ রিপ্রেজেনটেটিভ জ্যাকলিন মারমল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিক হিউম্যানিটিজ কনসাল্টেন্ট অ্যান্ড রাইটার ডেভিড বিয়ানজার, আর্লিংটন স্কুল বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ড্রিম প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা ড. এমা ভায়োল্যান্ড-স্যানচেজ, আর্লিংটন স্টুডিও পজের প্রতিষ্ঠাতা ড. সুস্মিতা মজুমদার।

অনুষ্ঠানে সালাউদ্দিন মাহমুদ বলেন, '৫২'র ভাষা আন্দোলনে আমাদের ভাইয়েরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলেই আজ আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলি। ভাষা আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম-এক অনন্য উপহার। আর এই উপহার ছাড়া আমরা আমাদের মনের ভাষা প্রকাশ তথা যোগাযোগ করতে পারতাম না।'

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের সব ভাষাভাষীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ও ভাষা রক্ষায় কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে।'

বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ভাষার জন্য কমিউনিটি সদস্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকার অদিতি সাদিয়া রহমানের নির্দেশনায় শিশু শিল্পীদের পরিবেশনা অ আ-র ফুলঝুড়ি' পরিবেশিত হয়। এতে শিশুরা সমবেত কণ্ঠে 'চল চল চল', 'ভোর হলো দোর খোল', 'হাট্টি মাটি মটিম', 'আহ কি আনন্দ আকাশে বাতাসে' গানগুলো পরিবেশন করে। এছাড়া আলী আনন্দের সংকলন ও পরিচালনায় বাংলা বর্ণমালা নিয়ে শিশুদের সমবেত গান 'অ আ' পরিবেশন করা হয়। এ পর্বে শফিকুল ইসলামের গ্রন্থনা ও পরিচালননায় অমর একুশের উপর একটি ভিডিও চিত্রও দেখানো হয়।

সবশেষে এবারের একুশে এলাায়েন্সের প্রধান সমন্ময়ক হিরণ চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আয়োজক সংগঠনগুলো ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন কাউন্টির কেনমোর মিডল স্কুল অডিটোরিয়ামে ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়

আটলান্টিক সিটিতে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

সুব্রত চৌধুরী

'একুশ মানে মাথা নত না করা' এই প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনিতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতদের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এ উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে এবসিকন শহরের পূর্ব এবসিকন বুলেভার্ডে

অবস্থিত ট্রাভেল লজে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

একুশের অনুষ্ঠানমালার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল একুশের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা, একুশের কবিতা পাঠ, দেশের ও একুশের গান পরিবেশন ও শিশু- কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ।

একুশের প্রথম প্রহরে সার্বজনীন একুশ উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি, বেঙ্গল ক্লাব, সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগ, নিউ জারসি দক্ষিণ স্টেট বিএনপি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি, বৃহত্তর নোয়াখালি সোসাইটি, সাংবাদিক ফোরাম,

ট্যাক্সি ক্যাব এসোসিয়েশন, লোকাল ৫৪, নরসিংদী ভৈরব এসোসিয়েশন, বিজনেস এসোসিয়েশন, আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারের বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সাবেক কাউন্সিলম্যান মোমিনুল হক মামুনও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি ও বেঙ্গল ক্লাব আটলান্টিক সিটি যৌথভাবে 'সার্বজনীন অমর একুশে উদযাপন' উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

এ উপলক্ষে মিরাজ খানকে আহ্বায়ক, মো. মনিরুজ্জামান ও ফরহাদ সিদ্দিককে সদস্য সচিব করে 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন' কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

কাজী আরিফ লিখন ও কাজল বাড়ৈ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন সুব্রত চৌধুরী, গান করেন জয়ন্ত সিনহা, আসিফ আনোয়ার, রুকু জামান। একুশের অনুষ্ঠানে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। তীব্র শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী একুশের অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ, বেঙ্গল ক্লাব আটলান্টিক সিটির সভাপতি রানা কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ একুশের অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ।

ভ্রমণের টিকেটসহ সব ধরনের সেবা মিলবে ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল ও বাংলা ট্রাভেলে

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভ্রমণের টিকেট বিক্রি, পাসপোর্টের জন্য আবেদন, থেকে থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা ধরনের সেবা দিয়ে আসছে ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল ও বাংলা ট্রাভেল। গ্রাহকদের নিবিঘ্ন ও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ভ্রমণের সুযোগ দিতে সেল সুবিধাও দিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠান দুটি। সেল সুবিধায় প্রায় অর্ধেক মূল্যছাড়ে ভ্রমণ করতে অন্তত চার থেকে পাঁচ মাস আগে টিকেট বুকিং করার পরামর্শ দেন ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল ও বাংলা ট্রাভেলের সিইও মো. বেলায়েত হোসেন।

হজ্ব ও ওমরার বিষয়ে এ প্যারালিগাল বলেন, 'হজ্জের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকের ফাইলটা ডাউনলোড করে দেব। পাসপোর্ট আপলোড করা, প্যাকেজ চুজ করার ক্ষেত্রে আমরা গাইড করব। আর ওমরার ক্ষেত্রে আমরা সবকিছু করি।

তিনি আরও বলেন, মক্কা-মদীনায় আমাদের প্রতিনিধি আছে। ওমরা যাত্রীদের হোটেল থেকে শুরু করে সব সেবা আমরা প্রদান করি।

উল্লেখ্য, টিকেট বুকিং ছাড়াও ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল ও বাংলা ট্রাভেল গ্রাহকদের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড সিটিজেনশীপ সার্ভিসের মধ্যে এসাইলাম আবেদন, ওয়ার্ক পারমিটের জন্য জন্য এপ্লাই, ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ, সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন, গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন, ইউএস পাসপোর্টের জন্য আবেদন, ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য আবেদন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং এবং বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আবেদনের সেবা প্রদান করে।

আটলান্টিক সিটিতে 'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি এন্ড সুইটস' এর শুভ উদ্বোধন

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে 'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি এন্ড সুইটস' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) রাতে সিটির ৩২০৬ আর্কটিক এভিনিউতে রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র।

এসময় প্রতিষ্ঠানটির তিন স্বত্বাধিকারী মোঃ সাইফুল ইসলাম সেলিম, এইচ এম আজমুল হক (তানিন) ও মোঃ দিনার ইসলাম মেয়রকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানান ।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার মো. সেলিম জানান, আটলান্টিক সিটি ও পার্শ্ববর্তী শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। তিনি জানান, এখানে ইফতারের বিভিন্ন পদের খাবার, মিষ্টি, জিলিপিসহ বিভিন্ন ধরনের বাঙালি খাবার সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে। এছাড়াও জন্মদিন, বিবাহ, বনভোজনসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানেও ক্যাটারিং সেবা প্রদান করবেন তারা।

তিনি আরো জানান, তাদের দীর্ঘ তেরো বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শেফ রয়েছে। প্রথম রমজান থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত দুপুর বারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এখানে টেক ইন ও টেক আউটেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এদিকে আটলান্টিক সিটি ও পার্শ্ববর্তী শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা আটলান্টিক সিটিতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালির পিঠা উৎসব

মোহাম্মদ আরিফ

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালি পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (রোববার) শহরের মর্টন বরো হলে আয়োজিত পিঠা উৎসব চলে বেলা ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত।

বিশেষ এ উৎসবে ছিলে দেশীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য সমারোহ। ছিলো নানান স্বাদের বাহারি পিঠা, দেশীয় খাবার, ঐতিহ্যবাহী শাড়ি ও গয়নার সংগ্রহ, এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির বাহারি উপস্থাপনা। উৎসবজুড়ে ছিলো সঙ্গীত ও বিনোদনের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, দেশীয় গান ও উৎসবের সুর। সাথে পার্কিং ও প্রবেশ মূল্য সম্পূর্ণ ফ্রি থাকায় পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে অনেকেই যোগ দিন এ পিঠা উৎসবে।

টরন্টোয় শিশু চিত্রশিল্পীদের ক্যানভাসে ভাষা আন্দোলনের গল্প

টরন্টো, কানাডা

টরন্টোতে বাংলাদেশি-কানাডিয়ান শিশু চিত্রশিল্পীরা তাদের ক্যানভাসে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে বাংলাদেশ ও ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেঙ্গলি ইনফরমেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বিআইইএস) বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। টরন্টোর বাঙালি অধ্যুষিত ড্যানফোর্থের এক্সেস পয়েন্ট মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় অর্ধ শতাধিক শিশু চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল 'আমার মায়ের ভাষা, আমার গর্ব।' শিশু চিত্রশিল্পীরা তাদের রঙ-তুলির মাধ্যমে শহীদ মিনার, রক্তাক্ত ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষার দাবিতে বাঙালির সংগ্রাম, মিছিল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। ছয় থেকে ১৫ বছর বয়সীদের দুইটি বিভাগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীরা সনদ ও ৫০০ ডলার প্রাইজমানি পান, আর অংশগ্রহণকারী বাকি সবাই সনদ উপহার পায়। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন চারুকলার শিক্ষক সুব্রত নাথ।

সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক ইমাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টরন্টো সিটি কাউন্সিলর ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড, কমিউনিটির বিশিষ্টজন ব্যারিস্টার কামরুল হাফিজ, ব্যারিস্টার জাকির হোসেন, বিআইইএসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার নীলাঞ্জনা দত্ত, পরিচালক মোস্তফা আকন্দ।

জমজম ট্রাভেলের কোন যাত্রী এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আসেনি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তাওহিদ মাহবুব

জমজম ট্রাভেলস ইউএসএ একটি খ্যাতনামা ট্রাভেল এজেন্সি; যা যুক্তরাষ্ট্রে হজ, উমরাহ, ফ্লাইট বুকিং, এবং অন্যান্য ট্রাভেল সেবা প্রদান করে। এটি বিশেষ করে মুসলিম ভ্রমণকারীদের জন্য কাজ করে থাকে, এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সেবা যেমন হজ ও উমরাহ ভ্রমণ প্যাকেজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় ভ্রমণ সেবা অফার করে থাকে।

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি সৌদি আরবের রাউফ মিনা কোম্পানির পার্টনার ও গাইড হিসেবেও কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি সৌদি আরবের বিশেষ ধরনের হজ্ব এবং উমরাহ প্যাকেজ নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে।

এই প্ল্যাটফর্মটি মূলত হজ্ব এবং উমরাহ পালনের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা যেমন ভিসা, ট্রান্সপোর্টেশন, আবাসন, খাবার এবং অন্যান্য সহায়ক সেবাগুলি একত্রিত করে একটি প্যাকেজ হিসেবে প্রদান করে। এই প্ল্যাটফর্মটি সৌদি সরকারের উদ্যোগ, যা মুসলমানদের জন্য হজ্ব এবং উমরাহ কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাওহিদ মাহবুব মুন্না জানান, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে জমজম ট্রাভেলস বাংলাদেশ প্লাজায় অফিশিয়ালি যাত্রা শুরু করার পর থেকে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করে আসছে। গ্রাহক সেবাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আমাদের কাছে প্রত্যেকটি গ্রাহকই গুরুত্বপূর্ণ। হোক তিনি ভিসার গ্রাহক বা হজ বা ওমরার গ্রাহক অথবা টিকেটের গ্রাহক। আমরা সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সেবা প্রদান করি।

তিনি জানান, জমজম ট্রাভেলসের কোন যাত্রী এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে আসে নাই। তবে একটি মহল ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। যারা ফিরিয়ে আনার জন্য চক্রান্ত করেছিল তাদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে। আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বটে, কিন্তু কোন যাত্রীর ক্ষতি হতে দেইনি। আমাদের হেয় করার জন্য কেউ যদি দুর্নাম ছড়ায়, তাহলে আপনারা সেটা কানে নেবেন না। বরং প্রকৃত সত্য আপনারা নিজেরাই যাছাই করে দেখবেন।

ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তিনি জানান, আমাদের ক্ষতি করার জন্য মানুষ চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দিয়েছিল। আমাকে অফারের টিকেট কিনিয়ে আমার থেকে টাকা নিয়ে সে টিকেটগুলো বাতিল করে দিয়েছিল, কিন্তু আমি অন স্পটে গ্রাহককে হয়রানি হতে দিইনি। আমি অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করে সে গ্রাহকদের হয়রানি থেকে মুক্ত করেছি

তাওহিদ মাহবুব মুন্না জানান, আমেরিকা একটি স্বাধীন দেশ। এ দেশের সরকার কখনো কাউকে সিন্ডিকেট তৈরি করতে বলেনি। আমেরিকায় বিজনেস এ কেউ কখনো সিন্ডিকেট করতে পারবে না। আর যদি কেউ সিন্ডিকেট করে তাহলে তার শাস্তি সে পাবে। তিনি জানান, জমজম ট্রাভেলস সৌদি আরবের রাউফ মিনা কোম্পানির সিগনেচার পার্টনার। আপনারা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গেলে বিস্তারিত সব তথ্য পেয়ে যাবেন। আমাদের সাথে তাদের চুক্তিসই হয়েছে। জ্যাকসন হার্টসের কিছু কোম্পানি পার্টনারশিপ নিতে চেয়েছে কিন্তু তারা পারেনি।

কোম্পানির সেবার বিষয়ে তিনি জানান, আমাদের কোম্পানি সবার সাথে ক্যাটালগ দিয়ে দেয়। প্রতিটা প্যাকেজের আলাদা ক্যাটালগ। সেখানে সফরের বিস্তারিত সময়সূচি থাকে। কখন কোন হোটলে থাকবে, কখন কোথায় যাবে, কারা গাইড করবে, কী কী সুবিধা পাবে, সবই থাকে।

তিনি আরও জানান, আমাদের কোম্পানি আমেরিকা থেকে হজ করতে যাওয়ার জন্য ৫ টিকেট অগ্রিম ক্রয় করে রেখেছে। ৫ হাজার বুলেট ট্রেনের টিকেট ও ক্রয় করে রেখেছে। এটা যাত্রীদের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

নুসুক প্লাটফর্মের বিষয় তিনি জানান, নুসুকের মাধ্যমে কেউ যদি হজে যেতে চায় তাহলে আগে তাকে নুসুকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর তাঁর প্রোফাইলটা ভেরিফাইড হতে হবে। প্রোফাইল ভেরিফাইড হলে সেখানে তাঁর নিজস্ব একটা ওয়ালেট থাকবে। তাঁর ওয়ালেটে তাকে টাকা জমা দিতে হবে। এটা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে করা যাবে। তিনি আরও জানান, যেসব বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা অনলাইন বুঝে না, যাদের ছেলে মেয়ে নাই তাদেরকে আমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করি।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED?

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয়
কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

যৌন কেলেঙ্কারির পর ক্লিনটনের পদত্যাগ করা উচিত ছিল: মনিকা

নিউইয়র্ক পোস্ট

মনিকা লিউনস্কি মনে করেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং এ নিয়ে মিথ্যা বলার পর যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিল ক্লিনটনের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। গত মঙ্গলবার 'কল হার ড্যাডি' শীর্ষক পডকাস্টে তিনি এ কথা বলেন।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত হোয়াইট হাউসে শিক্ষানবিশ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন মনিকা লিউনস্কি। সে সময় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে ২২ বছর বয়সী ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলায় অভিশংসনের মুখে পড়েন বিল ক্লিনটন।

'কল হার ড্যাডি' পডকাস্টের উপস্থাপক অ্যালেক্স কুপারকে মনিকা লিউনস্কি বলেন, 'আমি মনে করি এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সঠিক উপায় ছিল সম্ভবত এ কথা বলা যে এটি কারও দেখার বিষয় না এবং তারপর পদত্যাগ করা।'

বর্তমানে ৫১ বছর বয়সী মনিকা আরও বলেছেন, তাঁদের কথিত যৌন সম্পর্কের বিষয়ে বিল ক্লিনটনের সত্যবাদী হওয়া উচিত ছিল। অথবা মিথ্যা না বলে কিংবা স্বার্থপরভাবে তাঁকে বলির পাঁঠা না বানিয়ে অন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে পারতেন তিনি।

মনিকা মনে করেন, তিনি সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর অনেক বেশি সহনশীল ছিলেন। তাঁর পদত্যাগের অর্থ কী হতে পারে, সে বিষয়টির গভীরতা ভালো করেই বুঝতেন মনিকা।

মনিকা লিউনস্কি ছিলেন এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, যার কারণে ১৯৯৮ সালে অভিশংসনের মুখে পড়েছিলেন বিল ক্লিনটন।

হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির জন্য স্বতন্ত্র আইনজীবী কেন স্টারের করা একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ক্লিনটন ও মনিকা ওভাল অফিসে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্লিনটন শপথ নিয়ে ফেডারেল বিচারকের সামনে এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

মনিকার সঙ্গে যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনার তদন্ত চলাকালে বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ১৯৯৪ সালে আরকানস অঙ্গরাজ্যের সাবেক কর্মচারী পলা জোন্সের করা একটি যৌন হয়রানির মামলা সামনে আসে। পলা জোন্স দাবি করেছিলেন, ক্লিনটন ১৯৯১ সালে গভর্নর থাকাকালে লিটল রকের একটি হোটেলকক্ষে তাঁকে যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাঁর সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের নতুন বিশ্বব্যবস্থা পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব পররাষ্ট্রনী তিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে শুরু করেছেন। তাঁর নতুন কূটনৈতিক নীতিগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অবস্থানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ এবং কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স-এর সভাপতি এমেরিটাস রিচার্ড হাস সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এই পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তিনি মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিশেষ অধিকার রাখে। এরই অংশ হিসেবে ইউক্রেন সংকট নিরসনে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলছে, তবে এতে ইউক্রেনের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। একইভাবে, ট্রাম্প গাজার ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরের মাধ্যমে ওই অঞ্চলকে নতুন রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে রূপান্তর করার কথা বলেছেন।

বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিগত ৮০ বছর ধরে শক্তিশালী ছিল এবং এটি বিশ্বকে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। যদিও এই ব্যবস্থা নিখুঁত নয়, এটি বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রা এবং গণতন্ত্রের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান পদক্ষেপগুলো এই কাঠামো দুর্বল করে দিতে পারে।

হাস আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন ঐতিহ্যগত মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করছে। ট্রাম্প ইতোমধ্যেই মেক্সিকো ও কানাডার ওপর নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে কট্টর-ডানপন্থী দলগুলোকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য কঠোর সমালোচনা করেছেন। এই ধরনের কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত মার্কিন মিত্রদের আস্থা নষ্ট করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার প্রভাব হ্রাস পাবে। মিত্র দেশগুলো তাদের কূটনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করতে পারে, এমনকি কিছু দেশ স্বাধীনভাবে পরমাণু অস্ত্র অর্জনের পথেও যেতে পারে। এভাবে, বিশ্ব এক নতুন বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য কমে যাবে।

বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নীতি কীভাবে বিশ্বকে প্রভাবিত করবে, তা নিয়ে মিত্র দেশগুলো সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

> বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার প্রভাব হ্রাস পাবে। মিত্র দেশগুলো তাদের কূটনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করতে পারে, এমনকি কিছু দেশ স্বাধীনভাবে পরমাণু অস্ত্র অর্জনের পথেও যেতে পারে।

যে হাসি মাখা মুখ আজও চোখে ভেসে উঠে

ইশতিয়াক রুপু

কিছু গল্প বা স্মৃতি আছে যা বার বার বলতে ইচ্ছে হয়। আর হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া কিছু মানুষ আছে যাদের কখনো ভুলে যাওয়া সহজ নয়। আমি শহরের একজন সাধারণ পরিবারের সদস্য। সামনে পিছনে কোন টাইটেল নেই। নেই কোন পেশাজীবী পদবী।পুরানো সবার নিকট এক কমন টাইটেল বা সম্বোধন "রুপু ভাই"। অধুনা প্রায়শ শুনি চাচা কিংবা মামা। নেই কোন দলীয় পদবী, কিংবা জেলা শহরের স্থায়ী কোন সংস্থার সদস্যপদ।তারপরও আমি স্বপ্ন দেখি আমি সবার ভালোবাসার একজন।

সত্যি কি তাই ?

একদিন হয়তো আমি তেমন ছিলাম। আজকাল দেখি সেই স্থানটুকু আর পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল নেই। ফ্যাকাশে ও অস্পষ্ট, কখনো বড্ড অচেনা। আমি নিজে মানতে চাই না। সময়কাল আর অবয়ব আজ ভীষণ রুপে বদলে গেছে। জোর করে সিদ্ধান্ত নিতে চাই সব ভুলে যাব, সবাইকে ভুলে যাব। ফেলে আসা দিনগুলোকে আর স্মৃতিতে রাখব না।

এতসবের পরও মনে হয় হয়ত বর্তমান জগতের নির্মম বাস্তবতায় সব বদল হলেও যারা ছোট্ট শহরকে একসময় মাতিয়ে রেখেছে, ভালোবাসায় রেখেছে, শুদ্ধতার চাদরে ডেকে রেখেছে, তাদের তো কোন অপরাধ নেই।

এবারও অনেকবার বলে এসেছি, যতবার দেশে আসি নানা কারণে স্পষ্ট প্রকাশে আমার জানাজার নামাজের কাতার হ্রাস পায়। যা মনে হতো তা হয়তো আমার বুঝার ভুল। তবে বাস্তব বড়ই নির্মম। যা ঠাট্টার ছলে বলি, তাই সত্য, তাই বাস্তব।

প্রায় ষাট দশক কাটিয়ে আসা ছোট্ট মায়ার এই শহরের কিছু সবুজ অংশ যেমন আজও আমাকে স্মরণে রাখে আজও আমাকে ভুলে যায়নি। শহরে হাতে গোনা কয়জন প্রিয়জন আছে তারা আমার নিকট আবদার করবার দাবী রাখে। তেমনই একজন শহরের সিনিয়র একজন সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক এডভোকেট আইনুল ইসলাম বাবলু।

প্রায় সাড়ে চার মাস দেশে কাটিয়ে মাত্র কিছুদিন হলো প্রবাস জীবন শুরু করেছি। ঠিক তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। দেশের ইতিহাসে একটি চরম কষ্ট ও স্বজন হারানোর কালো দিনে হারিয়ে যাওয়া নিজ শহরের একজন মেধাবী সন্তানের কথা। সে আমাদের লিটন। কর্নেল মঞ্জুর এলাহী চৌধুরী লিটনের কথা।

দিনটি ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সাল। তৎকালীন বিডিআর তথা দেশের সীমান্তরক্ষীদের হেডকোয়ার্টার পিলখানায় ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। বিদ্রোহী বিডিআর সৈন্যরা বিডিআর সদর দফতর দখল করে বাহিনীর মহাপরিচালক জেনারেল শাকিল আহমেদসহ ৫৭ জন অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা ও ১৭ জন বেসামরিককে হত্যা করে। তারা বেসামরিক লোকদের উপর গুলি চালিয়েছিল, তারা অনেক অফিসার এবং তাদের পরিবারকে জিম্মি করেছিল, স্থাপনা ও সম্পদ ভাংচুর করেছিল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়েছিল।

বিদ্রোহের দ্বিতীয় দিনে বিডিআর ক্যাম্প আছে এমন অন্য ১২টি শহরে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই দুঃখজনক ঘটনায় প্রান হারান আমাদের সবার প্রিয় লিটন। যিনি পরিচিত ছিলেন কর্নেল মঞ্জুর এলাহী চৌধুরী নামে। ছোট্ট এই শহরে দেশের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে পরিবার তথা জেলার মুখ উজ্জ্বল করার জন্য যে কয়জন ব্রত বা শপথ নিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

দুঃখজনক হলেও বলতে হয়। গভীর কূয়ার আধো অন্ধকার এই শহরে নাকি মাথার উপর সূর্য না উঠলে আমরা জানি না। দিন না রাত কাটছে। যে শহরের বেশির ভাগ পরিবারের একমাত্র ভাবনা থাকত সন্তান বড় হয়ে যাই করুক, সে যেন প্রতি বর্ষায় ভেসে যাবার হুমকির শহর সুনামগঞ্জে যেন বাস করে। দূরে কোথাও যেন না যায়। মায়ের চোখের আড়াল যেন না হয়।

আর সেই শহরের এক মেধাবী আর সাহসী সন্তান কিনা বেছে নিলো কষ্ট আর চ্যালেঞ্জের জীবন। অভিবাদন, তোমাকে হে প্রিয়। সাহসের সঙ্গে শুরু এই মহৎ ও সাহসী পেশাজীবনে একসময় পেয়ে গেল স্বীকৃতি।ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো দায়িত্ব আর পদ।আজ আর সালটি স্মরণে আনতে পারছি না।প্রবাস থেকে এসে অতিথি হয়ে উঠেছি ঢাকায়।শহরের সামরিক ছাউনির ভিতরে ওল্ড ডিওএইচ বলে খ্যাত অবসরে যাওয়া এক সামরিক কর্মকর্তার বাসায়। প্রবেশ করতে হয় ঢাকাবাসী ও দেশবাসীর নিকট সর্বাধিক পরিচিত জাহাঙ্গীর গেইট দিয়ে। চালকের আসনে গাড়ির মালিক দেশের সেরা ক্রিকেটারদের একজন জাতীয় ক্রিকেট দলের একসময়ের গতির দানব বলে বিখ্যাত হাসিবুল হোসেন শান্ত। আমি ডান পাশে বসা। শান্তর আব্বা ছিলেন একজন চৌকস সামরিক কর্মকর্তা, যাকে সবাই চিনতেন কর্নেল ফয়েজ নামে।

ক্যানটনমেন্টে ঢুকতে যাব হঠাৎ শুনি শান্ত বলছেন, খালু আমাদের তো আটকিয়ে দিলো মিলিটারি পুলিশ। আমাদের তো ছাউনিতে প্রবেশের অনুমতি আছে। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। ঘটে গেল আমার জীবনের সেরা ও কখনোই না ভূলে যাবার ঘটনা। গেইট সংলগ্ন ছোট্ট একটি ওয়াচ হাউসের দরজায় দাঁড়ানো সদা হাস্যজ্জোল আমাদের সবার প্রিয় লিটন। যে ছিল স্বল্পভাষী, যে ছিল একজন ভালো ক্রিকেটার, যে ছিল একজন চূড়ান্ত আদব ও লেহাজ মেনে চলা শহরের এক সুদর্শন সন্তান। শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সবচেয়ে আদরের ও ভালোবাসার কনিষ্ঠ সন্তান।

যার হাসি মুখের কথাটি ছিল, রুপু ভাই আপনি আমার এলাকায় এসেছেন আর আমাকে না দেখে চলে যাবেন তা কি হয়! আমি অবাক বিস্ময়ে শুধু লিটনকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি আমাকে দেখলে কীভাবে? চট করে উত্তরে বলল, রুপু ভাই আপনি যেখানেই থাকবেন সেখানেই আপনাকে আমিসহ সবাই স্পষ্ট দেখতে পাব।

লিটন তুমি বড্ড আগে চলে গেলে আর কখনো না ফেরার দেশে। তোমাদের প্রয়োজন ছিল এই শহরে। যে শহরে ভালোবাসা ছিল, মান্যতা ছিলো, তোমার ন্যায় হাস্যজ্জোল বিনয়ী কিশোর পরে যুবকদের বসবাস ছিল। আজ কেন কখনও মনে হয় প্রিয় শহর অচেনা জনপদে রুপান্তরিত হতে চলছে। তোমার স্মৃতিময় এই শহরে তুমি এভাবে বার বার স্মরনীয় হও, ভালোবাসার একজন হও। তাই হোক সবার কাম্য।

স্কুল জেলার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

আটলান্টিক সিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আটলান্টিক সিটি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে সিটির স্কুল জেলার উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ শীর্ষক আলোচনা সভা, গদ্য পাঠ, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন আটলান্টিক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোর সুপারিনটেনডেন্ট লা কোয়েটা স্মল, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক।

লা কোয়েটা স্মল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ‘স্কুল জেলায় বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি তাদের আগ্রহ ও তা অন্তরে ধারণ ও লালন করে বেড়ে ওঠার লক্ষ্যেই তাঁর এই প্রয়াস।’

অনুষ্ঠানে আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর ছাত্র- ছাত্রী ও শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় গদ্য, পদ্য পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন জিশান বখতিয়ার, বাও ট্রেন তাওসীফ, জয় মিন্টুর, জুন ইয়ুন চ্যাং, পার্থ চৌধুরী, ডরোথি আদু, এনা ফিগারেরা, ইউনা জি।

অনুষ্ঠানে স্কুলের অধ্যক্ষ ডোনাল্ড হ্যারিসও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্কুলের সেক্রেটারি মিদহাত সিদ্দিকী।

প্রসঙ্গত, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আটলান্টিক সিটি স্কুল জেলায় বিগত কয়েক বছর ধরে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস‘ উদযাপিত হচ্ছে ।

৬ শতাধিক ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৬০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ইসরায়েলের কারগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় বন্দীদের। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, হামাস চার ইসরায়েলি জিম্মির মরদেহ হস্তান্তরের পর ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দিতে শুরু করে ইসরায়েল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভোরে ৬ শতাধিক ফিলিস্তিনিকে ওফার কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রেড ক্রসের সহায়তায় ৬০০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে প্রথমে রামাল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে ইউরোপীয় হাসপাতালে বন্দীদের বহনকারী বারোটি বাস পৌঁছায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের উল্লাস করতে দেখা গেছে। অনেককে আনন্দে আপ্লুত ও কাঁদতে দেখা যায়। এর আগে হামাস ইসরায়েলি জিম্মিদের ওপর ‘নিষ্ঠুর আচরণ’ করেছে এমন অভিযোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ৬০০ ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তি স্থগিত করে ইসরায়েল। প্রতিক্রিয়ায় হামাস জানায়, ফিলিস্তিনি কারাবন্দীদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীর মৃত্যুবাষির্কী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গ্লোবাল জালালবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি এক ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্ব এবং সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের পরিচালনায় সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্বা ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটারাস এসোসিয়েশন এর সাবেক প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম ওবিই, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর,

সংগঠন এর কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম, মিঠু চৌধুরী, আব্দুল মোনিম জাহেদি ক্যারল শেখ ফারুক আহমদ, ইসহাব উদ্দিন, চীফ ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, সহ সাধারন সম্পাদক আব্দুল ওদুদ দীপক।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস।

তুরস্কে বসছেন রুশ-মার্কিন কূটনীতিকেরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকেরা আলোচনায় বসছেন। বুধবার রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এ তথ্য জানান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুই দেশের কূটনীতিক পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ইস্তাম্বুলে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পারস্পরিক দূতাবাস কার্যক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে সেখানে আলোচনা হবে।

রাশিয়ার সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই দেশ পারস্পারিক দূতাবাস কার্যক্রম স্থগিত করে। চলতি মাসে রিয়াদে দুই পক্ষের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় এই কার্যক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে ঐকমত্য হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এই বৈঠক হতে যাচ্ছে।

কাতার সফররত সের্গেই লাভরভ আজ বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান, ‘ইস্তাম্বুলে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) একটি বৈঠক হতে যাচ্ছে। আমি আশা করি এ বৈঠকের ফলাফল আমাদের বলে দেবে যে, আমরা কত দ্রুত ও কার্যকরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।’

খনিজ চুক্তি বিষয়ে ইউক্রেন–যুক্তরাষ্ট্র ঐকমত্য খনিজ চুক্তি বিষয়ে ইউক্রেন–যুক্তরাষ্ট্র ঐকমত্য

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · Simple Mobile · h2o Unlimited · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE · NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu, Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

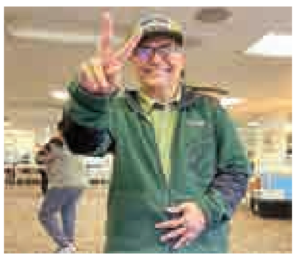

বাংলাদেশের ফুটবল জগতের তারকা প্রজিত বড়ুয়া আর নেই

পার্থ সারথী দেব

বাংলাদেশের ফুটবল জগতের তারকা প্রজিত বড়ুয়া আর নেই। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি (শনিবার) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর।

বাংলাদেশের ফুটবল জগতের উজ্জ্বল তারকা প্রজিত বড়ুয়া দ্বিতীয়বার ব্রেইন স্ট্রোক করলে তাকে ডেট্রয়েট রিসিভিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ডাক্তারদের এক সপ্তাহের চেষ্টা শেষর গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আশির দশকে বাংলাদেশের ফুটবল জগতে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন দলের হয়ে খেলেছিলেন। প্রজিত বড়ুয়া ১৯৮৩ সাল থেকে জাতীয় দলে খেলেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ভারতে সাফ ফুটবলে অংশ নিয়েছিলেন এ কালজয়ী ফুটবলার।

জানা গেছে তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে দশ দিন পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে ভারতের আসাম প্রদেশে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যান। গত দশ বছর ধরে তিনি ডেট্রয়েট শহরে বসবাস করছিলেন।

ইসরায়েলে পথচারীর ওপর উঠিয়ে দেওয়া হলো গাড়ি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের হাইফা শহরের রাস্তার পাশে পথচারীর ওপর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ি। এতে অন্তত ৭ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আজ বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পুলিশের।

বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, হাইফা শহরের দক্ষিণে কারকুর মোড় থেকে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার পর এক বিবৃতিও প্রকাশ করেছে পুলিশ।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'এটি একটি সন্ত্রাসী হামলা বলে সন্দেহ করছি আমরা। সফলতার সঙ্গে পুলিশ বাহিনী সেই গাড়ি চিহ্নিত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহৃত গাড়ি।' তবে হতাহতের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি। এমনকি হামলাকারীকে নিয়েও কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি পুলিশ।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

রুম ম্যাট আবশ্যক

তৃতীয় তলায় একটি রুমে শেয়ার করে থাকার জন্য একজন পুরুষ সদস্যের নিকট চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন বাড়ি নং ৩৩-৩৭ ৭১স্ট্রিট মোবাইল: ৯১৪ ৪৪৭ ৭২৪৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: **Paterson, New Jersey.**
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

শুধুমাত্র একজন কর্মজিবী মহিলার জন্য জ্যামাইকায় বাংলাদেশি এলাকায় বাস ট্রেন গ্রোসারী সংলগ্ন সম্পুর্ন আলাদা একটি রুম মার্চ এর ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: (718) 820-6054

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

রুম ম্যাট আবশ্যক

একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। (মহিলা ভাড়াটে) শেয়ার বাথরুম ও কিচেন। (বেসমেন্ট) হিলসাইড এর উপরে। মান্নান শপিংমল এর পাশে। যোগাযোগ— মো: আসমান গনি, মোবাইল: ৯২৯-৬১৫-৫১১০

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলে মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি

মোহাম্মদ আরিফ ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তার যারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ ও বহুভাষাবাদের প্রচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

ফিলাডেলফিয়া শহর বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনস্থল, যেখানে ৮৫টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত।

অ্যাট-লার্জ কাউন্সিল সদস্য নীনা আহমাদ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ও ভাষার অধিকারের একজন প্রবল সমর্থক, এই দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ভাষার মাধ্যমে সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ভাষার অধিকারের জন্য আত্মত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন।

এই বছর, ফিলাডেলফিয়া শহর সকল বাসিন্দাকে তাদের মাতৃভাষার চর্চা, প্রচার ও সংরক্ষণে উৎসাহিত করছে, যাতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা যায়, যেখানে প্রত্যেকে তাদের মাতৃভাষায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে এবং তথ্য আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়।

'ফিলাডেলফিয়ার শক্তি তার বৈচিত্র্যে নিহিত।' বলেন নীনা আহমাদ।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে স্বীকৃতি দিয়ে, আমরা ভাষার অধিকারের জন্য আত্মত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং এমন একটি শহর গঠনের অঙ্গীকার করি যেখানে সকল সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে সম্মান ও উদযাপন করা হয়।'

সিটি কাউন্সিল সভায় আমাদের সকলের পরিচিত শিল্পী আবুল ফজল ও আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পিএ'র পরিচালনা পরিষদের সদস্য, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা নীনা আহমাদসহ সিটি কাউন্সিলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' স্বীকৃতি পাওয়ার পরপরই নীনা আহমাদসহ অন্য কাউন্সিল সদস্যরা সিটি কর্তৃক প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র (প্রোক্লেমেশন) হস্তান্তর করেন। এই প্রোক্লেমেশনটি বাংলাদেশের আমেরিকান কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পিএ'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কামরুল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আরিফ, আব্দুল হাফিজ চৌধুরী ও আবুল ফজলের।

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লুর সংক্রমণ কমলেও উদ্বেগ রয়েছে

রোকেয়া দীপা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলমান ফ্লু মৌসুম এখনও 'উচ্চ' সংক্রমণের পর্যায়ে থাকলেও সংক্রমণের হার ধীরে ধীরে কমছে বলে জানিয়েছে দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। শুক্রবার প্রকাশিত ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ ফ্লু মৌসুমকে সিডিসি 'উচ্চ মাত্রার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা ২০১৭-১৮ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সিডিসির তথ্য অনুসারে, ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে শেষ হওয়া সপ্তাহে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া রোগীদের মধ্যে ৬.৮ শতাংশ ফ্লু-সদৃশ অসুস্থতার জন্য পরামর্শ নিয়েছে, যা আগের দুই সপ্তাহের ৭.৭ শতাংশের তুলনায় কম। জরুরি বিভাগে ফ্লু আক্রান্ত রোগীদের উপস্থিতিও কমে ৬.৪ শতাংশে নেমেছে, যা পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছিল।

তবে সংক্রমণের হার এখনও উদ্বেগজনক। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে, ৪ লাখ ৩০ হাজার মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং ১৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। শিশুদের মধ্যেও ফ্লুর প্রকোপ লক্ষ করা গেছে, যেখানে ৮৬ জন শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এমব্লেম হেলথ পুরস্কার পেলেন ফুহাদ হোসেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রথম বাংলাদেশি এজেন্ট হিসাবে নিউইয়ইয়র্কের হোলথ কেয়ার এজেন্সি এমব্লেম হেলথের '২০২৫ এমব্লেম হেলথ গোল্ড প্রডিউসার অ্যাওয়োর্ড পেয়েছেন নিউইয়র্ক সোস্যাল কেয়ারের সিইও ফুহাদ হোসেন।

মাত্র ৫ মাস কাজ করে এবং হাজার হাজার অভিবাসীকে সহায়তা করার পর গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ এমব্লেম হেলথ গোল্ডেন প্রডিউসার" পুরস্কার পেয়েছেন ফুহাদ। নিউইয়র্কের বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা পেতে সহায়তা করার জন্য জাহিদ আলম এবং ফুহাদ হোসেন মাত্র ৫ মাস আগে প্রতিষ্ঠা করেন নিউ ইয়র্ক সোশ্যাল কেয়ার।

নিউ ইয়র্ক সোশ্যাল কেয়ার জানায়, নিউ ইয়র্ক স্টেটে কয়েক হাজার স্বাস্থ্য বীমা এজেন্ট রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে এই পুরস্কার জেতা আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ এবং অর্জন। এমব্লেম হেলথ নিয়মিত ব্যক্তিদের এসেনশিয়াল প্ল্যানের অধীনে শূন্য খরচে চিকিৎসা এবং

দাঁতের যত্ন নেওয়ার সুযোগ দেয়। এমব্লেম হেলথ মানুষকে খাবার কিনতে সাহায্য করার জন্য বছরে ৪০০ ডলারের ওটিসি অর্থ প্রদান করে।

ইসলামিক হেল্পিং ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অব নর্থ আমেরিকা' আত্মপ্রকাশ

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ইসলামিক হেল্পিং ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অব নর্থ আমেরিকা নামের একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। হ্যামট্রাম্যাক সিটির কনান্ট অ্যাভিনিউয়ের গেইট অব কলম্বাসে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী (রোববার) বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে সংগঠনটির অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, সংগঠনটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও মানব কল্যাণমুখী একটি সংগঠন। সংগঠনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো মানবতার সেবা, সামাজিক উন্নয়ন, সুস্থ সংস্কৃতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটানো। এটি ইসলামের মহান ঐতিহ্য হিলফুল ফুযুল-এর আদর্শকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংগঠনটির সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে ইহদিনা।

অনুষ্ঠানে ইহদিনার নির্বাহী সদস্য মুফতি হাফিজ রিয়াদুল হুদা ও মাওলানা হাফিজ আহমদ কাসিম ইহদিনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তারিত তুলে ধরেন। বিপুণ সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আসন্ন রমজানের প্রস্তুতি নিয়েও অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়।

মিশিগানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রহরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশ অব মিশিগান তাদের মেডিসন হাইটস্‌ের অফিস প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহিদ মিনারে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি লুৎফুল বারী নিয়ন। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মোঃ নজরুল ইসলাম, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক জাবেদ চৌধুরী।

সঞ্চালনায় ছিলেন মিল্টন বড়ুয়া। শহীদ মিনারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের সদস্যসহ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আসেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান (বাম), হবিগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশন, মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র, গোপালগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস্ ইউএসএ, হবিগঞ্জ সদর সমিতি, চুনারুঘাট সমিতি মিশিগান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমিনুর রশিদ চৌধুরী কাপ্তান, জিনাত বেগম, মোহাম্মদ আফতাব, রেজাউল করিম চৌধুরী, ঈসা সালাউদ্দিন, আশিক রহমান, শফিক রহমান, তোফায়েল রেজা সুহেল, সৈয়দ মতিউর রহমান শিমু, আলী আহমেদ ফারিস, খালেদ শাহীন, মামুনুল হুদা খান, মোহাম্মদ সাইদুল হক, মাহফুজ শাহীন, সৈয়দ মশিউর রহমান রুমন, মুজিবুর রহমান, নূর মোহাম্মদ, শাহীন হায়দার, মোঃ মাহবুব, খসরু রহমান, বাপ্পি, হিমু, আতিফ রহমান, নিশাত রহমান, আমান সৈয়দা, আমান সৈয়দ, সাফিয়া আফতাব, ইসরা আফতাবসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হ্যামট্রাম্যাক সিটির অস্থায়ী শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন সিটির নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ।

'অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশি স্টুডেন্টেস' এর উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ন এ মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারা ৫২'র ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বিএএনজে'র আয়োজনে ভাষাশহীদদের স্মরণ

জান্নাতুল ফেরদৌস টুম্পা

নিউজার্সির এডিসনে একুশের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে ভাষাশহীদদের স্মরণ করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউজার্সি (বিএএনজে)। ২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার আইটিভি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও দেশাত্মবোধক সংগীত দর্শকদের এক আবেগঘন পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন প্রবীণ সাংস্কৃতিক সংগঠক রহিমা করিম, অধ্যাপক গোলাম মাতবর এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী। আলোচনায় বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোলাম ফারুক ভূঁইয়া।

এরপর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে একুশের চেতনায় ভাসতে থাকেন দর্শকরা। রীনা আমানুল্লাহর উপস্থাপনায় একদল শিল্পী 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গান পরিবেশন করতে করতে মঞ্চে শহীদ বেদী নির্মাণ করেন এবং সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

আমেরিকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্যের পরিবেশনা ছিল নজরকাড়া। ফারশিদ করিম, প্রিয়াঙ্কা দাস ও মারহান সুজান তাদের অনবদ্য পরিবেশনার মাধ্যমে মুগ্ধ করেন দর্শকদের।

অনুষ্ঠানে বিএএনজে'র নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট মীর চৌধুরী। এ সময় উপদেষ্টা পরিষদের সিনিয়র সদস্য মনোওয়ার হোসেইন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। বাচিক শিল্পী ডা. ফারুক আজমের আবৃত্তি দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তোলে।

সন্ধ্যার পর দেশাত্মবোধক গানের সুরে জমে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরীর কণ্ঠে একের পর এক গান দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। একাধিক অনুরোধে তিনি আরও কিছু দেশীয় গান পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের নিয়ে যায় বাংলাদেশের আবহে।

বিএএনজে'র প্রেসিডেন্ট ফয়জুর রহমান সাবু পুরো আয়োজনকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ভাষা আন্দোলনের চেতনা ধরে রেখে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে একুশের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

অ্যাডামসের ওপর বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের ওপর নজরদারি বাড়ানোর জন্য নতুন বিল পাস করার পরিকল্পনা করছেন। এই পদক্ষেপটি মেয়রের আইনগত সমস্যাগুলো এবং তার ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সাম্প্রতিক সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে নেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, মেয়র অ্যাডামসকে পদ থেকে সরানোর পরিবর্তে এবার বাড়তি নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। এর মধ্যে সিটি হলের জন্য একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হতে পারে। হোকুলের এই সিদ্ধান্ত নিউইয়র্কের বিভিন্ন নেতার সাথে বৈঠকের পর এসেছে, যেখানে তারা মেয়রকে পদ থেকে সরানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা থেকে মেয়র অ্যাডামস রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ওয়্যার ফ্রড, ঘুষ গ্রহণ, এবং বিদেশি উৎস থেকে প্রচারণার অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং অ্যাডামস তার অযাচিত দোষী না হওয়ার দাবি করেছেন।

মিশিগানে বাংলা সাহিত্য পরিষদের মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটির একটি রেস্টুরেন্টে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ আয়োজন করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান। দিবসটির তাৎপর্য উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও সংগীত পরিচালক তানভীর তারেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেন ইশতিয়াক রুপু, ইকবাল ফেরদৌস, শফিক রহমান, নারায়ন গুপ্ত, হারান কান্তি সেন, এবং মুজিবুর রহমান শাহীন। এছাড়া, সংগঠনটি বইমেলার আয়োজনও করেছে, যেখানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বই, স্মরণিকা এবং শিশুতোষ বই প্রদর্শিত হয়। সঞ্জয় দেব, বাংলা সাহিত্য পরিষদের একজন কর্মকর্তা, জানান, প্রতি বছর তারা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মান জাগ্রত করতে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন, যারা মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের উপর আলোকপাত করেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের ৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই

শেষ পৃষ্ঠার পর

অপরকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

মোট ৬,৭০০ জন কর্মী ছাঁটাই হতে পারে বলে জানা গেছে 'রয়টার্স' সূত্রে। এই কর্মীরা মূলত ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত, যখন ধনী করদাতাদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে রিপাবলিকানরা এই সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেন, এটি সাধারণ নাগরিকদের হয়রানির কারণ হবে বলে দাবি করেন।

বাইডেন ২০২১ সালে দায়িত্ব নেওয়ার আগে আইআরএসে প্রায় ৮০ হাজার কর্মী ছিল, যা এখন বেড়ে প্রায় ১ লাখ হয়েছে। ইনডিপেনডেন্ট বাজেট বিশ্লেষকদের মতে, বাইডেনের অধীনে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি সরকারের রাজস্ব বাড়াতে এবং ট্রিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতি কমাতে সহায়ক হতো।

পিটাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাক্স আইন অধ্যাপক এবং আইআরএসের সাবেক আইনজীবী ফিলিপ হ্যাকনি বলেন, 'এই ছাঁটাই নিশ্চিত করবে যে আইআরএস ধনী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল নিম্ন আয়ের মানুষের ওপরই নজর দেবে। এটা সত্যিই দুঃখজনক।'

এদিকে, ওয়াশিংটন পোস্টের বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প হোয়াইট হাউস ইউএস পোস্টাল সার্ভিসের নেতৃত্ব বিলুপ্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং স্বাধীন সংস্থাটিকে বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে।

হোয়াইট হাউস এখনো জানায়নি ২.৩ মিলিয়ন সিভিল সার্ভিস কর্মচারীর মধ্যে কতজন ছাঁটাই করা হবে, তবে গত সপ্তাহে প্রায় ৭৫ হাজার কর্মী স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার অফার গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপক ছাঁটাই রিপাবলিকানদের আনন্দিত করেছে, কারণ তারা মনে করেন ফেডারেল কর্মীবাহিনী অতিরিক্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ট্রাম্পের প্রতি অনুগত নয়। এছাড়া, বড় ব্যবসা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্পেসএক্স, টেসলা এবং নিউরালিংকের মতো মাস্কের কোম্পানিগুলোকে তদারকি করা সংস্থাগুলোও।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে স্বচালিত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে(যা মাস্কের মতে টেসলার ভবিষ্যৎ) সেটিও তাদের প্রায় অর্ধেক কর্মী হারাচ্ছে বলে ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়।

এদিকে, মাস্কের 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' ইতোমধ্যে ৮.৫ বিলিয়ন ডলারের সরকারি চুক্তি বাতিল করেছে, যার মধ্যে বিদেশি সাহায্য, নানা প্রশিক্ষণ এবং ট্রাম্পের বিরোধিতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাম্প ও মাস্ক উভয়ই ৬.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের ফেডারেল বাজেট থেকে অন্তত ১ ট্রিলিয়ন ডলার কমানোর লক্ষ্য ঠিক করেছেন, যদিও ট্রাম্প বলেছেন তিনি জনপ্রিয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে হাত দেবেন না, যা মোট বাজেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশি।

ডেমোক্র্যাটরা অভিযোগ করছেন, ট্রাম্প সংবিধান লঙ্ঘন করছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচিগুলো বন্ধ করে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ক্ষতি করছেন। একটি রয়টার্স ইপসোস জরিপ অনুসারে, বেশিরভাগ আমেরিকান এই ব্যয় সংকোচন নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ এটি সরকারি পরিষেবার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অনেক সংস্থা ট্রাম্পের দ্রুত পরিবর্তনশীল নীতির সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্মীদের প্রথমে বরখাস্ত করা হয়, পরে আবার নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং ট্রাম্পের বিদেশি সাহায্য স্থগিত রাখার কারণে ওষুধ ও খাদ্য রপ্তানি গুদামেই আটকে রয়েছে।

তবে আইআরএস এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। ট্যাক্স ফাইলিং মৌসুমের মাঝামাঝি থাকায় সংস্থাটি অন্যান্য সংস্থার তুলনায় ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করছে। এপ্রিল ১৫-এর মধ্যে ১৪০ মিলিয়নের বেশি রিটার্ন প্রক্রিয়া করার লক্ষ্যে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মীকে কাজে বহাল রাখবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির মূল্যবোধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা জানি, বর্তমান সময়টি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই: আমাদের শহরের সরকার এবং হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী আপনাদের পাশে আছে, নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনুগ্রহ করে নিউইয়র্ক সিটির বহুমুখী সেবাসমূহের সুবিধা গ্রহণ করুন। নির্ভয়ে আপনার সন্তানদের স্কুলে পাঠান, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিন এবং নিজের, পরিবারের ও সমগ্র নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য যে কোনো অপরাধের বিষয়ে রিপোর্ট করুন।'

নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের অফিস অব ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্স (এমওআইএ)-এর কমিশনার, অভিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি কাজ করছেন, যাতে তারা ফেডারেল অভিবাসন কার্যক্রমের মুখোমুখি হলে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন। এ নিয়ে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা সম্পর্কে জানার জন্য এমওআইএ-এর ওয়েবসাইট দেখার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র অ্যাডামস্।

তিনি বলেন, 'আমাদের শহর এমন একটি স্থান যেখানে সব নিউইয়র্কবাসী নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করতে পারেন—আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোন ভাষায় কথা বলেন, আপনার ধর্ম, লিঙ্গ পরিচয় যাই হোক না কেন, তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা আমাদের অভিবাসী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সমগ্র 'এলজিবিটিকিউ' সম্প্রদায়ের পাশে আছি, যার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার ও জেন্ডার নন-কনফর্মিং নিউ ইয়র্কবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। আপনার বা আপনার প্রিয়জনদের জন্য আরও তথ্য ও সহায়তা পেতে অনুগ্রহ করে আমাদের ইউনিটি প্রজেক্ট দেখুন।'

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে পড়ালেখার পাশাপাশি তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। স্কুলগুলো অভিবাসন পরিস্থিতি নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করে। এখন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য থ্রি-কে এবং প্রি-কে-তে ভর্তির আবেদন করতে পারেন, পাশাপাশি অন্যান্য গ্রেডেও ভর্তি হতে পারেন।

'সামার ইউথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম'ও রয়েছে যা ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের জন্য বেতনের বিনিময়ে কাজের সুযোগ রয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। এখনই আবেদন করতে পারেন।

অ্যাডামস বলেন, 'আমাদের শহরের শক্তি ও স্থিতিশীলতা প্রত্যেক নিউইয়র্কবাসীর স্বাস্থ্যের ওপরও নির্ভর করে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় আমরা দেখেছি যে টিকাগুলো রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং আমাদের সকলকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করেছে। ইন্সুরেন্স বা অভিবাসন অবস্থা যাই হোক না কেন, সকল বয়সী নিউ ইয়র্কবাসী গুরুত্বপূর্ণ টিকা কম খরচে বা বিনামূল্যে নিতে পারবেন। এর মধ্যে কোভিড-১৯, ফ্লু, পোলিও এবং হামসহ বিভিন্ন রোগের টিকা অন্তর্ভুক্ত। আজই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করুন এবং আপনার পরিবার ও আমাদের শহরকে নিরাপদ রাখুন।'

নারীদের স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে বলে জানান অ্যাডামস্। যাদের প্রজনন সংক্রান্ত সেবার প্রয়োজন, তারা নিরাপদ, গোপনীয় ও আইনসিদ্ধ গর্ভপাত পরিষেবার জন্য ১-৮৭৭-৬৯২-২৪৮২ নম্বরে কল করতে পারেন বা স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাবরশন অ্যাক্সেস হাব পরিদর্শন করতে পারেন।

এছাড়াও, অ্যাডামস্ জানান, মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতার জন্য ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'টকস্পেস'-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে অনলাইন থেরাপির সুবিধা দিচ্ছে। পাশাপাশি, নিউইয়র্কবাসীরা যেকোনো বয়সে ৯৮৮ নম্বরে কল করে বিনামূল্যে ও গোপনীয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার পরামর্শ, সংকটকালীন সহায়তা, মাদকাসক্তি বিষয়ক পরামর্শ এবং অন্যান্য সহায়তা পেতে পারেন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বৈষম্য আইনত নিষিদ্ধ। আমাদের স্টেটের সংবিধান ও সিটি চার্টার অনুযায়ী, লিঙ্গ, বয়স, জাতি, যৌন পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, জন্মস্থান, বিশ্বাস, সামরিক স্টেটাস, নাগরিকত্ব, ধর্ম বা শারীরিক অক্ষমতার ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। অনুগ্রহ করে আপনার প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় ও শ্রদ্ধাশীল হোন এবং নিজের প্রতিও একই ধরনের সদয়তা ও সম্মান আশা করুন। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের শহর একটি আশার বাতিঘর এবং এমন একটি স্থান, যেখানে বিশ্বজুড়ে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এসে নতুন জীবন গড়তে পারে।'

সম্পদের হিসাব দিলেন নাহিদ ইসলাম

ঢাকা অফিস

ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে নাহিদ ইসলামের। এ অবস্থায় মঙ্গলবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

এর একদিন পর নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, উপদেষ্টা পদে যোগদানের আগে আমার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ২১ আগস্ট উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানী গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে সোনালী ব্যাংকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলি। উক্ত অ্যাকাউন্টে ২১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত লেনদেনের হিসাব জনগণের কাছে উপস্থাপন করছি।

উক্ত হিসাবে ১০,০৬,৮৮৬ (দশ লক্ষ ছয় হাজার আটশত ছিয়াশি) টাকা জমা হয়েছে এবং ৯,৯৬,১৮৮ (নয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশত আটাশি) টাকা উত্তোলিত হয়েছে।

অসহায় মানুষের পাশে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে সংস্থাটি। বিশেষ করে, ২০২৩ সালে সিলেটের ভয়াবহ বন্যার সময় তারা বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেছে। এছাড়াও, বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনে সহায়তা করা হয়েছে।

উইশ ফাউন্ডেশন শুধু যুক্তরাজ্যে নয়, বাংলাদেশেও বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাদ্রাসা নির্মাণ, ধর্মীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের খাবার বিতরণ, অসহায়দের জন্য ঘর নির্মাণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে, শীতকালীন সময়ে শীতপ্রবণ এলাকাগুলোতে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও, উইশ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সহযোগিতায় উইশ ফাউন্ডেশন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছিল, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখানো হয়। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যদি কিছু শিক্ষার্থী ক্যামব্রিজে পড়ার সুযোগ পায়, তবে এটি একটি বড় সাফল্য হবে। এছাড়াও, উইশ ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শরণার্থী ও অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করে, যা তাদের নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে।

নাসিমা ইসলাম আলোচনার বাইরে থাকতে পছন্দ করলেও তাঁর ও উইশ ফাউন্ডেশনের কাজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৪ সালের ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তিনি টাওয়ার হ্যামলেট আনসাং হিরো পুরস্কারে সম্মানিত হন। এই পুরস্কার তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও মানবসেবার প্রতি অবদানের স্বীকৃতি। এছাড়াও, উইশ ফাউন্ডেশনের কাজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের প্রশংসা অর্জন করেছে। উইশ ফাউন্ডেশনের মানবসেবার এই অনন্য উদ্যোগ সমাজের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে ২ জনের প্রতিষ্ঠানকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে দুই কোটি ৯০ লাখ ডলার দেওয়া হয়। এটা এমন এক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে, যার নাম আগে কেউ শোনেনি।

"কল্পনা করতে পারেন! আপনার ছোট একটি প্রতিষ্ঠান আছে; আপনি এখান থেকে ১০ হাজার ডলার, সেখান থেকে ১০ হাজার ডলার পান। এর মধ্যে আপনি মার্কিন সরকারের কাছ থেকেই পেয়ে গেলেন দুই কোটি ৯০ লাখ ডলার।"

তার ভাষ্য, "ওই প্রতিষ্ঠানে মাত্র দুজন লোক কাজ করেন, দুজন। আমার মনে হয়, তারা এখন খুবই খুশি; খুবই ধনী। কোনো ব্যাবসায়িক সাময়িকীর প্রচ্ছদে শিগগিরই তাদের ছবি ছাপা হবে, প্রতারণায় সেরা হওয়ার জন্য।"

সরকারের ব্যয় কমাতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তোড়জোড় শুরু করেছেন ট্রাম্প। এ জন্য গঠন করেন 'ডিপার্টমেন্ট অব গভার্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি' (ডিওজিই), যেটির প্রধান হিসেবে আছেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। বিভিন্ন খাতের বরাদ্দে কাটছাঁট করা এই বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

এর প্রমাণও রাখতে শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় জনবল ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে মার্কিন সহায়তা বিশেষ করে ইউএসএআইডির সহায়তা বন্ধের ঘোষণা এসেছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৫টি অনুদান বাতিলের তথ্য দেয় ডিওজিই। সেখানে বাংলাদেশের ২৯ মিলিয়ন ডলারও রয়েছে। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে' ওই অনুদান দেওয়ার কথা ছিল বলে ডিওজিইর পোস্টে বলা হয়। ট্রাম্প বক্তৃতায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কথা বলার আগে ভারতেও যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া এমন ধরনের সহায়তা নিয়ে কথা বলেন।

ডিওজিইর বাতিল হওয়া অনুদানের তালিকায় ভারতের 'ভোটার উপস্থিতি' বাড়ানোর ২১ মিলিয়ন ডলারও ছিল।

গভর্নরদের সঙ্গে আলোচনায় ভারতকে দেওয়া অনুদানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে ট্রাম্প বলেন, "আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারতকে দেওয়া হয় দুই কোটি ১০ লাখ ডলার। এটা দেওয়া হয় ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য।

"তাহলে আমাদের বেলায় কী হবে? আমিও তো চাই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বাড়ুক।'

দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমেই ইউএআইডির ওপর খড়্গহস্ত হন ট্রাম্প। মার্কিন এই সংস্থা গত শতকের ষাটের দশক থেকেই বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রম দেখভাল করে আসছে।

ট্রাম্প ও মাস্কের দাবি, সংস্থাটি অহেতুক নানা প্রকল্পে মার্কিন করদাতাদের অর্থ খরচ করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কাজে তো আসেইনি, উল্টো জালিয়াতির মাধ্যমে অনেককে পকেট ভরার সুযোগ করে দিয়েছে।

ইউএসএআইডি বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক প্রচারণা নিয়ন্ত্রণেও অর্থ ব্যয় করেছে বলে অভিযোগ তাদের।

মার্কিন সরকারের খরচ কমাতে লোকবল ছাঁটাইও শুরু করেন ট্রাম্প। সবশেষ পেন্টাগন ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগের (আইআরএস) ১১ হাজারের বেশি কর্মীকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

টাইমস্ স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণের

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিল্পী লায়লা হাসানকে শুভেচ্ছা দূত করা হয়। এরপর রথীন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে তিনটি দেশাত্মবোধক গান পারিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

একইদিন নিউইয়র্ক স্টেটের সর্বোচ্চ আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা স্টেট সিনেট সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পহেলা বৈশাখকে এই অঙ্গরাজ্যের বাংলা নববর্ষ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের স্বীকৃতি হিসাবে ও এই রাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালির জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ সেকথা উল্লেখ করে সিদ্ধান্তটিতে বলা হয়, প্রতি বছরই বিপুল সমারোহে এই দিনটি উদযাপিত হয়ে থাকে। ২০২২ সাল থেকে দিবসটি নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এতে উল্লেখ করা হয়, প্রবাসে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

সিদ্ধান্তে বলা হয়, নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের গৌরবময় সাফল্যের, বিশেষত এই রাজ্যে বসবাসরত বাঙ্গালিদের অব্যাহত অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে ১৪ এপিল পহেলা বৈশাখকে এই রাজ্যে বাংলা নববর্ষ হিসাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর আমেরিকায় বিশেষ অবদানের জন্য শিকাগো টাওয়ার খ্যাত প্রকৌশলী এফ আর খান, রুমানা আনম, লেখক ঝুম্পা লাহিড়ী, অমিতাভ ঘোষ, ইকবাল কাদির, ইউটিউবের কো ফাউন্ডার জাওয়েদ করিম, খান একাডেমীর ফাউন্ডার সালমান খান, ওমর ইশরাকসহ কৃতি বাঙালিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার ও সিইও বিশ্বজিত সাহার উদ্দোগে সিনেটর লুইস সিপুলভেদা সিনেটে প্রস্তাবনাটি তুলে ধরেন। ২২ জানুয়ারী এটি গৃহীত হয়।

বিশ্বজিত সাহার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে বিশ্ববাঙালি রয়েছে এই স্বীকৃতি সকলকে উজ্জীবিত ও গৌরবান্বিত করবে।

উল্লেখ্য, এন আর বি ওয়াল্ড ওয়াইডের উদ্যেগে ২০২৩ সাল থেকে টাইমস স্কয়ারে বিশ্ববাঙালিরা বাংলা বর্ষবরণ করে আসছে।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে বলা হয়, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সূচনা। বর্তমানে বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেমন লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে নববর্ষ উদযাপিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় কথা বলেন এমন অভিবাসীর কথা উল্লেখ করে এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক অভিবাসী এই রাজ্যে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে বসসবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন। এদের অর্ধেকই নিউইয়র্কের বাসিন্দা।

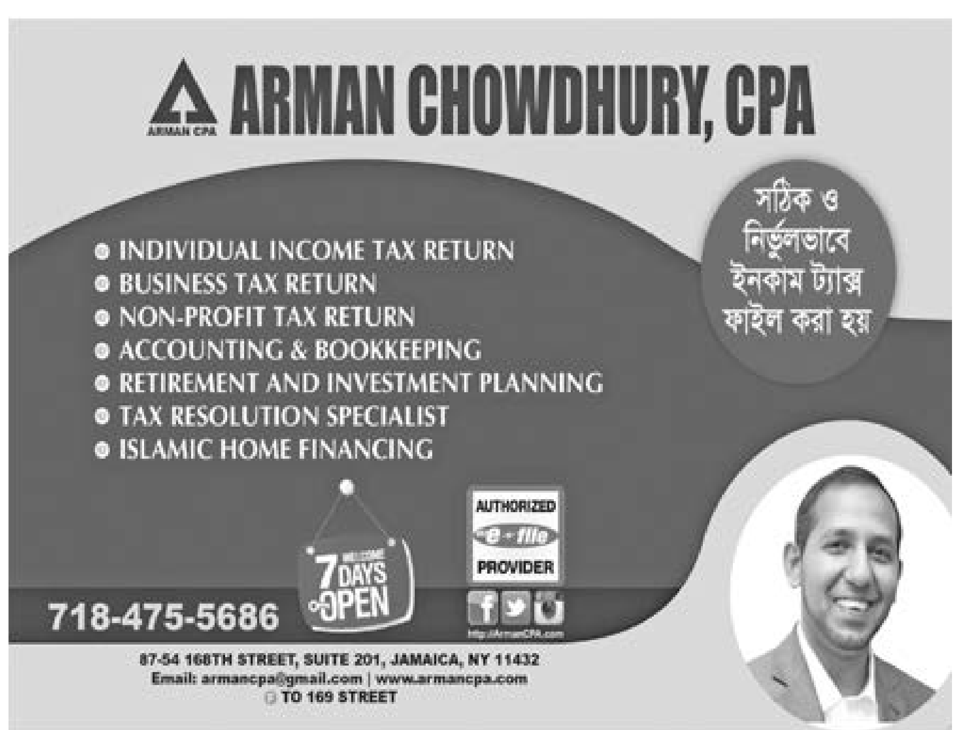

নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ।

এ উপলক্ষে গত ২১ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে প্রভাতফেরী করেছে এ সমিতি।

সমিতির সভাপতি শামীম গফুর ও সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুলের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী নরসিংদীবাসী ৫২র ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্বরণে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিল সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন, নরসিংদী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কবীর আহমেদ, সহ-সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, জিয়াউর রহমান, সুমন খন্দকার, মতিউর রহমান, সাইফুর রহমান, জেসমিন আনোয়ার।

প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে শহীদ মিনারে উপস্থিত হওয়ায় শামীম গফুর উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

মিশিগানে আগামী ১২ ও ১৩ এপ্রিল ভ্রাম্যমাণ কনসুলার সার্ভিস

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে আগামী ১২ ও ১৩ এপ্রিল (শনি ও রোববার) অনুষ্ঠিত হবে ভ্রাম্যমাণ কনসুলার সার্ভিস। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ এম্বেসীর কনসুলার, পাসপোর্ট ও ভিসা উইংয়ের কর্মকর্তারা এই সেবা প্রদান করবেন।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেবা দেওয়া হবে, তবে সেবার স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানানো হবে। সেবা প্রদান করা হবে-নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সীল; বায়োমেট্রিক অ্যানরোলম্যান্ট অব ই-পাসপোর্ট অ্যাপলিকেশন; পাওয়ার অব এটর্নি/প্রত্যায়ন— এই ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর।

এই সেবা শুধু মিশিগানের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নয়, আশপাশের শহর ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আবেদনকারীরাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রবাসী বাংলাদেশির দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে মিশিগানে কনসুলার অফিস স্থাপন নিয়ে আলোচনা চললেও, এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। এর ফলে বাংলাদেশি অভিবাসীদেরকে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ এম্বেসিতে যেতে হয়, যা খরচ ও সময়ের অপচয়ের কারণ। মিশিগানে কনসুলার অফিস স্থাপনের পাশাপাশি, প্রতি বছর অন্তত ৩-৪ বার ভ্রাম্যমাণ কনসুলার সার্ভিসের আয়োজন প্রবাসীদের জন্য সুবিধাজনক হবে।

মিশিগানে প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশির বাস। তাদের জন্য এই সেবাটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ এম্বেসির এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। এর ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কনসুলার কাজ দ্রুত এবং সহজে করতে পারবেন।

আবেদন করতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ এম্বেসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

রাষ্ট্রভাষা বাংলা, রাষ্ট্রের ভাষা হোক

এম আর খায়রুল উমাম

একযুগের বেশি সময় আগের ঘটনা। জেলা শহরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিচালিত একটি সংগঠনের শাখা কমিটি হবে। অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাই কমিটির সদস্য হয়ে গেলাম। সদস্যদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা এল এবং সময়ের ব্যবধানে কমিটির প্রধানের দায়িত্ব অর্পিত হলো আমার ওপর। দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় হঠাৎ করেই এক পরিস্থিতিতে জানা যায় আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এমন কমিটিতে কাজ করার উপযুক্ত নয়। গ্রাম বাংলায় একটা কথা আছে–মূর্খ। প্রকৃতই মূর্খ। মূর্খ বলেই পদে পদে আটকে যাই। আজও যেমন আটকে আছি আমাদের ভাষা সংগ্রাম কীভাবে ভাষা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল, সে প্রশ্নে।

একটা সংগ্রামে কতটা অর্জন হলে তাকে আন্দোলনে পরিণত করা যায়। এটা যদি আজ বুঝতে পারতাম, তাহলে ভাষা সংগ্রামের অর্জনকে নিয়ে নিজের মনের বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। বাংলা ভাষার আজকের অবস্থানে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারতাম। অমর একুশ আজ শহীদ দিবস হয়ে গিয়েছে, আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্ববাসীর সাথে পালিত হচ্ছে। ভোরে খালি পায়ে দল বেঁধে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'–প্রভাত ফেরির কথা ইতোমধ্যেই আমরা ভুলতে বসেছি। তবে গানটি এখনও মাইকে শোনা যায়–এই যা ভরসা। স্বাধীনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিয়েছে। কিন্তু ভাষা সংগ্রামের প্রায় ৭৩ বছরে বা স্বাধীনতা প্রায় ৫৩ বছরে বাংলা ভাষাকে আজও সর্বস্তরে প্রচলন এবং প্রাপ্য সম্মানের পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষাকে যথাযথ সম্মানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। মাথার ওপর সংবিধান রেখে হাতে শিক্ষানীতি নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে জনগণের মধ্যকার বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। সাধারণ জনগণের জন্য শিক্ষার মাধ্যম বাংলা এবং বিত্তবান শ্রেণির জন্য ইংরেজি–প্রক্রিয়াটি চলমান। এখনো দেশে চাকরি, ব্যবসা, সবকিছুতে ইংরেজি অপরিহার্য ভাষা হিসেবে বিবেচিত। এতে করে দেশের বড় চাকরি ও ব্যবসা–বিত্তবান শ্রেণির সন্তানদের আয়ত্তে। সাধারণ জনগণের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাঙালি বলে বাংলা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে আরবি এবং উন্নয়নশীল দেশের মানুষ হিসেবে ইংরেজি শেখানো হয়ে থাকে। তিনটি ভাষার চাপ সহ্য করে এগোতে গিয়ে প্রতিনিয়ত মুখ থুবড়ে পড়ছে প্রজন্মের উত্তরাধিকারেরা।

স্বপ্নে পাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার চাপে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সিস্টেম লস হিসেবের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। বিপরীতে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের বাইরে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিদেশি পরিচয় পাওয়ার দৌড়ে বিদেশি আইনে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। বিত্তবানদের সন্তানেরা এই শিক্ষার উপকারভোগী হওয়ায় সংশ্লিষ্টরা উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সন্তানদের উন্নত বিশ্বে পড়ানো বা পাঠানোর ব্যবস্থা, সুযোগ হলে দেশে ফিরে শাসক-শোষক হয়ে দেশের অর্থসম্পদ পাচার করে বিদেশে বসবাসের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখে যারা, দেশে এখন এই শ্রেণির মানুষদেরই জয়জয়কার। বাংলাদেশের সুখ-শান্তি ভোগের একচেটিয়া অধিকার তাদেরই।

বিদেশি ভাবধারায় শিক্ষিত শ্রেণি আজ বাংলাদেশ-প্রেমী, বাংলাভাষা দরদি। সারা বছর যাই হোক ফেব্রুয়ারি মাস এলেই বাংলা ভাষার মহিমা প্রচারে নেমে পড়ে তারা। স্বদেশপ্রীতি আর বাংলা ভাষাপ্রীতি একাকার হয়ে যায়। সাধারণ মানুষকে অতীত ঐতিহ্যের গর্বে আত্মহারা করে দেয়। বাঙালির মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে সারা বিশ্বে আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের একটা প্ল্যাটফর্ম দেশের জনগণকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এই প্রাপ্তির গর্বে-গৌরবে জাতি আজ ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো অকারণ পুলক বোধ করছে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি: বিভাজনটা ছিল আলোর সঙ্গে অন্ধকারেরএকুশে ফেব্রুয়ারি: বিভাজনটা ছিল আলোর সঙ্গে অন্ধকারের

সালাম-বরকত-জব্বার-রফিকের আত্মত্যাগে বাংলা ভাষার অর্জন সংবিধানে স্বীকৃতি। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অঙ্গীকার ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার। বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা হয়নি। স্বাধীনতা যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, তা আমাদের নিজেদের অযোগ্যতার কারণে গ্রহণ করা গেল না। সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার জন্য লজ্জিত হয়ে আত্মশোধনের গরজ অনুভব না করে নিজেদের আরও আত্মপ্রত্যয়ী শক্তিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সর্বব্যাপী চলমান। সারা বিশ্বে মাতৃভাষা কতটা মর্যাদাবান হলো, তা বিচারের

> ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সম্মান জানাতে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। জাতিগত দায় মেটাতে আজ সাধারণ মানুষের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে অপরিহার্য করে তোলা হোক। শিক্ষা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক, বাধ্যতামূলক করা হোক। আর এ কাজগুলো করার জন্য অমর একুশে শহীদ দিবস নয়, রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হোক।

আগে আমাদের নিজেদের অবস্থান বিবেচনার দাবি রাখে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পার করেছি আমরা। ২১ ফেব্রুয়ারি পার করেছে ৭৩ বছর। আজ ২১ ফেব্রুয়ারির প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে আজও আমাদের উচ্চশিক্ষায় আর উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ। আশ্চর্য হই, যখন শুনি আমাদের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা আজও অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বহাল আছে। আগে শুনতাম পাঠ্যবইয়ের অভাব। গত ৭০ বছরেও দেশ এ সমস্যার সমাধান করতে পারল না। আর উচ্চ আদালতে বাংলা প্রচলনের সমস্যা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তবে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার আমাদের দার্শনিকরা মাতৃভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। এটা যদি পারতেন, তাহলে কি উচ্চশিক্ষা আর উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে সমস্যা হতো? সমস্যা সমাধানের ন্যূনতম কোনো প্রচেষ্টাও আমাদের মধ্যে দেখা যায় না।

আজও রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুরোধ জানাতে হয় আদালতের রায় বাংলায় লেখার জন্য। এখানে আভিজাত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলছে। পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে তার সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকাশের প্রচেষ্টাও আছে। ইতিহাস বিচারে বিষয়টি স্বাভাবিক। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদে আনীত প্রস্তাবের স্বপক্ষে উপস্থিত বাঙালি মুসলমান সদস্যরা কোনো কথা বলেননি। বরং কেউ কেউ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সেই ধারাবাহিকতা থেকে মুক্তি ৫৩ বছরেও হলো না, আগামী কত দিনে হবে অনুমান করা কঠিন।

বছর বিশেক আগের কথা। ব্রিটেন প্রবাসী এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ। তিনি আমাদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি জ্ঞান দেখে লজ্জা পান। তারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, উচ্চারণ যথাযথ হয় না। ইংরেজি জানা খুব জরুরি কিনা জানতে চাওয়ায় ভদ্রলোকের এক বিশাল বক্তৃতা শুনেছিলাম। বিশ্বব্যাপী প্রভাব, আন্তর্জাতিক ভাষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্য বিতর্কে না গিয়ে একটাই প্রশ্ন রাখতে চাই–দেশের সব শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন আবশ্যক? আমাদের ভাষা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ–এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারত। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে আজ ইংরেজি জ্ঞান বিচার করে শিক্ষার উচ্চতা মাপা হচ্ছে, চাকরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ইংরেজিতে কথা বলা বা বক্তৃতা করার ক্ষমতাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে সব সুযোগ ভোগে ইংরেজিকেই একমাত্র অবলম্বন করে ফেলা হয়েছে, যা আমাদের ভাষা সংগ্রামের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে সাংঘর্ষিক। এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ বের করার দায়িত্ব যে রাজনীতির, যে রাজনীতি সাধারণ জনগণের জন্য ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে আনবে, তারাই আজ সব আলো নিজেরা দখল করে নিয়েছে।

বাঙালির একটা সুনাম আছে, তারা বিশ্বের যেকোনো ভাষা অন্য সবার থেকে তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে সক্ষম। আমাদের মেধাবী সন্তানেরা বিশ্বের অনেক দেশে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে তাদের ভাষা রপ্ত করে শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে থাকে। এটা যদি সত্য বলে মানি, তাহলে আমাদের শিশু শিক্ষার্থীদের বিদেশি ভাষা শিক্ষা আবশ্যক কেন করা হয়? দেশে সবার জন্য বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না।

ভাষিক জাতীয়তার সংকটভাষিক জাতীয়তার সংকট

দেশ ও জাতির প্রয়োজন বিবেচনায় অল্প কিছু শিক্ষার্থী বা আগ্রহী কিছু শিক্ষার্থী বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশি ভাষা শিখে নিতে পারে। তাহলে আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা বিদেশি ভাষার চাপ থেকে মুক্তি পাবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষায় নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। আর থাকে অগ্রসরমান বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানকে ধারণ করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী হলেই একটা অনুবাদকের দল তৈরি করতে পারে, যারা প্রতিনিয়ত বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবেন। এতে করে আমাদের শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় বিশ্বকে জানতে পারবে এবং নিজেদের যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে।

দেশ ও জনগণের জন্য বাংলা ভাষার পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমনটা হলেও বাংলা ভাষার উন্নয়নে আমাদের অবদানও নেহাত কম না! শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। উপরন্তু বাংলা একাডেমি বাংলা বানান সংস্কার করে ব্যবহারকারীদের জন্য পথকে আরো সুগম করে দিয়েছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলা একাডেমি এ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। কেন বাংলা একাডেমি কর্তৃক এ দায়িত্ব পালন করা হলো, তা সাধারণ মানুষ জানে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি রথী-মহারথীদের বানান রীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য তো নয়ই বরং বলা চলে সনাতনী বানান রীতি পরিবর্তন করে বর্তমানে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। মুক্তির জন্য কত বছর অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? এই রীতি পরিবর্তন বাংলা ভাষাকে পিছিয়ে দিল কিনা, সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আ মরি বাংলা ভাষাআ মরি বাংলা ভাষা

ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সম্মান জানাতে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। জাতিগত দায় মেটাতে আজ সাধারণ মানুষের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে অপরিহার্য করে তোলা হোক। শিক্ষা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক, বাধ্যতামূলক করা হোক। আর এ কাজগুলো করার জন্য অমর একুশে শহীদ দিবস নয়, রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হোক। রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা গেলে ৫২-র ভাষা সংগ্রামের কথা জাতি স্মরণ করতে পারবে এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হবে। অমর একুশে পালন সার্থক হবে। যদিও মূর্খের প্রলাপে সাধারণ মানুষের চাহিদাকে ফলপ্রসূ করতে পারবে–এমনটা আশা করা যায় না। তবে বাংলাভাষার ওপর একের পর এক করে দিনে দিনে তাকে যে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে মুক্তির জন্য ফেব্রুয়ারি প্রকৃত সময়। সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণকারীরা বাংলা ভাষাকে আপন সম্মানে অধিষ্ঠিত করতে দায়িত্ববান হয়ে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অন্ধকার দূর করে আলোর বাংলাদেশ তৈরিতে নিবেদিত হবেন–এ আশায় থাকব।

বাংলা ভাষার যথার্থ মর্যাদা এবং মূল্যবোধ জাগাতে হবে এই প্রজন্মের কাছে

আজিজুল আম্বিয়া

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতিসত্তা ও ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষাসহ সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের উৎস ও প্রেরণা। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক বাঙালির অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হলে আমাদের সেই চেতনাই বিশ্বে প্রসারিত হয়। জাতিসংঘের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এ দিবস '১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি'।তাই মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য ভাষা শহীদদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করে জাতি শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) 'অমর একুশে', ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে।ভাষার মানদণ্ডে জাতি হিসেবে আমরা বাঙালি গর্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এই বাংলাদেশের জনপদ কিছু কচক্রী মহলে ষড়যন্ত্রে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর এই বিভক্তি যদি আমরা অচিরেই শেষ না করতে পারি তাহলে হয়তো একদিন বাঙালির এই গৌরব অর্জন সবকিছু বিফলে চলে যেতে পারে। তখন একটি ভঙ্গুর দেশে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তাই বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের আত্মমর্যাদাকে টিকিয়ে রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে । এই দেশ এবং ইতিহাস ও নিজস্ব সংস্কৃতি কখনো হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না । তা উচিতও না । এজন্য অচিরেই আমাদের সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়া উচিত। আর স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে বাংলা আমার দেশ, বাঙালি আমার জাতি এই চেতনা জাগিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করতে হবে এবারের ভাষা দিবসে।এবার আসুন আমাদের এই ভাষা দিবসের ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নেই । আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গসহ সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চলে পালিত একটি বিশেষ দিবস, যা ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। তবে এটি ২০০২ সালে ৫৬/২৬২ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এটি শহীদ দিবস হিসাবেও পরিচিত। এ দিনটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালে এইদিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার) মাতৃভাষা বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন। যাঁদের মধ্যে রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকত উল্লেখযোগ্য এবং এই কারণে এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করলেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" –তখন বাংলার ছাত্রসমাজ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এরপর ১৯৫২ সনের ৩০ জানুয়ারি আবার ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন এক জনসভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি '৫২-তে ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট, ১১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে আন্দোলনের প্রস্তুতি দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রেফতার, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস কোন কিছুই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেট দিয়ে সবাই রাজপথে বের হয়ে আসে। আরম্ভ হয় পুলিশের বেপোরোয়া গুলিবর্ষণ। রক্তরঞ্জিত দেহে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিক , শফিউর সহ কয়েকজন ছাত্র । তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাভাষা লাভ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে।

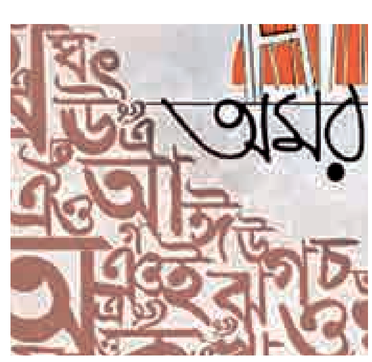

ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৭ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি।১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাশ হয়। যা কার্যকর হয় ৮ মার্চ ১৯৮৭ সাল থেকে।কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময় সেক্রেটারী জেনারেলের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠিটি আসে। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী রফিককে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। পরে রফিক, আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে "মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড" নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। এতে একজন ইংরেজিভাষী, একজন জার্মানভাষী, একজন ক্যান্টোনিভাষী, একজন কাচ্চিভাষী সদস্য ছিলেন। তারা আবারো কফি আনানকে "এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড"-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন, এবং চিঠির একটি কপি ইউএনওর কানাডীয় দূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করা হয়।

১৯৯৯ সালে তারা জোশেফের সাথে ও পরে ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে দেখা করেন, আনা মারিয়া পরামর্শ দেন তাদের প্রস্তাব ৫ টি সদস্য দেশ – কানাডা , ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দ্বারা আনীত হতে হবে। তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দানে ২৯টি দেশ অনুরোধ জানাতে কাজ করেন । ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বাংলাদেশ। মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। ১৯৫২ সাল থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাদিক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি গানের করুণ সুর বাজতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমি ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ঢাকায় একুশে বইমেলার আয়োজন করে। বর্তমানে ভারতের বেশ কিছু বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপিত হয়।বর্তমানে পৃথিবীতে ৭,০৯৯ টি ভাষা প্রচলিত আছে । তথ্য সূত্র:ইথনোলগ ২০ তম সংস্করণ)। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা- চীনের ম্যান্ডারিন , স্পেনিস এবং ইংরেজির পর বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। এটি ভাষার ব্যবহারকারী নয় শুধু নেটিভ লেঙ্গুয়েজ হিসেবে অর্থাৎ মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারকারীর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে [সূত্র: ইন্টারনেট- 'দি সামার ইনস্টিটিউট অব লিগুইস্টিক']। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় তিরিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।যে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করে অর্জিত হয়েছে বিশ্বের বুকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা ও অহঙ্কার- সেই মাতৃভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আজও থামেনি। তাই স্বাধীনতার এত বছর পরও রাজপথে নামতে হচ্ছে এ প্রজন্মকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে। পরিশেষে বলতে চাই, মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জাতির জাতিসত্তা বিকাশের অনবদ্য মাধ্যম। মাতৃভাষা ব্যতীত আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা সমৃদ্ধ হয় না। তাই পৃথিবীর প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই তার মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। এ কারণে আমরা এই দিবসকে শুধু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারি না। বাংলা ভাষাকে জনপ্রিয় করতে আমাদেরকে বিশ্বের সব কটি রাষ্ট্রের সাথে বাংলাকে পরিচিত করে তুলতে হবে ও বাংলা ভাষার বেশি বেশি চর্চা করতে হবে এবং আমাদের ভাষার ইতিহাসের সাথে যে জীবন দানের ইতিহাস রয়েছে, সেই ইতিহাস বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। সাথে সাথে আমাদের ছোট বাচ্চাদেরকে এই ইতিহাস বারবার শুনানোর চেষ্টা করতে হবে।আমাদের এই আগামী প্রজন্মই আমাদের এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করবে এবং বাড়াবে । তবেই আমরা আমাদের যথার্থ মূল্যায়ন পেতে সক্ষম হব।মনে রাখবেন এই ভাষাকে কোন গোষ্ঠীর হীন স্বার্থ আর লোভ লালসার কাছে পরাজিত হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে শহীদের রক্তের সাথে বেইমানি করা হবে ।

কলাম লেখক ও গবেষক। email:azizul.ambya@yahoo.co.uk

জুলাই বিপ্লব এবং একুশে বইমেলার শংকিত যাত্রা

শেলী জামান খান

জুলাই বিপ্লব ও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পলায়নের পর এবারের একুশে বইমেলা নিয়ে অনেকের মনেই নানারকম শংকা ছিল। কারণ, হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার অনুরাগী সমর্থক, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্যরা এই দেশেই রয়ে গেছে। যারা দেশের ভেতরে আছে ও যারা নেতৃর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পালিয়েছে, তারা কেউই চুপ করে বসে নেই। স্বয়ং হাসিনা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাও নানারকম উস্কানীমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে। যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ বাহিনী, প্রশাসন, আমলা, কর্মচারীদের নিয়ে দেশটি কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে, খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে। সেখানে নানাভাবে নতুন সরকারকে অকার্যকর প্রমাণ করার অব্যাহত চেষ্টা করে যাচ্ছে ঘরের শত্রু বিভিষণরা।

শেষপর্যন্ত যা আশংকা ছিল, তাই ঘটলো। বইমেলা শুরু হতে না হতেই ভারত ও আওয়ামী লীগের চাহিদা মোতাবেক দেশে একটা কালচারাল ওয়ার শুরু হয়ে গেলো। আওয়ামী ঘরানার কবি লেখকরা বইমেলা বর্জনের জন্য হাকডাক ছাড়লেন। সেই হাকডাকে কেউ কেউ বইমেলা বর্জনও করলেন। কিন্তু নিজে উপস্থিত না থাকলেও নানা স্টলে তাদের বইসমূহ কিন্তু বহাল তবিয়তে শোভাবর্ধন করতে লাগলো।

বহু দিন ধরে দেশ থেকে নির্বাসিত ও বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বই এবারের বইমেলায় বাজারে এনেছেন, প্রকাশক শতাব্দি ভব। ভব বাবুর অন্তরে কী ছিল কে জানে। এই নিয়ে সব্যসাচীর স্টলের সামনে যথারীতি প্রতিবাদ শুরু হল। তসলিমাকে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি ইসলামিস্ট গ্রুপসমূহের প্রতিবাদ এবং শতাব্দি ভব ও তার স্ত্রী সানজানার 'জয় বাংলা' ও মৌলবাদ নিপাত যাক স্লোগানকে কেন্দ্র করে হট্টগোল ও মারামারির সূত্রপাত হল। পুলিশ প্রকাশক ভবকে প্রথমে আটক করলেও পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়েও দেয়। এ ঘটনায় কোনো মামলা না হলেও ঘটনার পর থেকে স্টলটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের পর থেকেই আমরা দেখে আসছি, বিভাজন তৈরিকারীদের একটাই চাওয়া, তা হল, নানা রকম গ্যাঞ্জাম করে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলা। বহির্বিশ্বের কাছে জঙ্গীরাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করা। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, একদল নানা কায়দায় ফাঁদ পেতে দিচ্ছে, কিছু মাথামোটা মানুষ না বুঝেই, সেই ফাঁদে পা দিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলছে।

তসলিমার ঝামেলা মিটতে না মিটতেই শুরু হল কবি সোহেল হাসান গালিবের একটা কবিতা নিয়ে তৌহিদী জনতার লড়াই। গালিবের বিরুদ্ধে 'মহানবীকে কটাক্ষ' করার অভিযোগ ওঠে। ফলাফল গালিবের গ্রেফতার। প্রতিবাদ ওঠে পক্ষে

বইমেলা যেন গৌরব না হারায়

ও বিপক্ষে। প্রকাশক ষড়শ্বৈর্য মুহাম্মদ নিরাপত্তা প্রয়োজনে স্টল বন্ধ করে দেন। যদিও পরে কবি গালিব তার কবিতায় আপত্তিকর শব্দ চয়নের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন।

বইমেলার শুরু থেকে প্রাণ আরএফএল গ্রুপের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্য ব্রান্ড 'স্টে-সেইফ' বইমেলার প্রাঙ্গণে দুটি স্টলের অনুমতি পায়। কিন্তু মেলার প্রায় মাঝামাঝি এসে, স্টে-সেইফের প্রদর্শিত পণ্য সম্পর্কে ইসলামিস্ট গ্রুপগুলোর টনক নড়ে। তারা উপলব্ধি করে, অবলা নারীদের আব্রু ব্যাহত করে বইমেলায় স্যানেটারি ন্যাপকিনের মত গোপন পণ্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনী হচ্ছে। সুতরাং, এতে করে সমাজ রসাতলে যাবে এই আশঙ্কায়, পুরুষশক্তি ঝাপিয়ে পড়ল নারীর সম্ভ্রম রক্ষার কাজে।

কিন্তু, বাধ সাধলো স্বয়ং নারীরাই। তারা আর গোপন জিনিস গোপন রাখার পক্ষপাতি নয়। তারা মুক্তকণ্ঠে জানালেন, স্যানেটারি ন্যাপকিন তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। এদিকে, হাঙ্গামার পরপরই বাংলা একাডেমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই হুটহাট স্টল বন্ধ করে দিলেন। বাংলা একাডেমির সচিব ও বইমেলা টাস্কফোর্স কমিটির প্রধান সেলিম

> মুমিন মুসলমান ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন, দয়া করে, আপনারা সংযম ও শান্তির সাথে নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মীয় আচার পালন করুন। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা অন্যের উপর চাপাবেন না।

রেজা সংবাদ মাধ্যমে জানালেন, অনুমোদন ছাড়া পণ্য বিক্রির কারণেই স্টল দুটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা একাডেমি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নারী সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা একাডেমির হঠকারী পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। ফলে বাংলা একাডেমি পুনরায় তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয়।

নারীদের পিরিয়ড চলাকালীন বিশেষ দিনগুলোতে ব্যবহার্য স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে আজকের দিনেও অনেক ট্যাবু আছে আমাদের দেশে। বিশেষ করে অতি রক্ষনশীলদের মধ্যে। তাদের ধারণা নারীর শরীরবৃত্তীয় বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললে নাকি মেয়েদের গোপনীয়তা ও পর্দা লঙ্ঘন করা হয়। তাই স্যানিটারি ন্যাপকিনের মত এই গোপন পণ্যটি গোপনে রাখা উচিত।

আমার মনে হয়, বইমেলায় এই ইস্যুতে কথা বলা শুরু হাওয়ায় একটা ভালো দিক তৈরি হয়েছে। গোপন ব্যপারটা এখন কেবল প্রকাশ-ই হল না, প্রচারও হচ্ছে! ভালই হল। এতে করে স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে মানুষ প্রকাশ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত হবে- জিহ্বার জড়তা ও সংকোচ কাটবে।

আমাদের সমাজকে, সমাজের নারী পুরুষ সবাইকে বুঝতে হবে প্রতি মাসে পিরিয়ড হওয়া নারীদের কোন গোপন অসুখ নয়। এটা একটা স্বাস্থ্যকর শারীরিক বিষয়। সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। বরং না হলেই চিন্তার ও ভয়ের কারণ।

আমার মনে হচ্ছে, যারা অলরেডি ন্যাপকিন ব্যবহারে অভ্যস্ত, এই স্টল তাদের জন্য নয়। শুধু জনসেবার জন্যও নয়। এটা একটা বাণিজ্যিক প্রচারও ছিল। তবে বাণিজ্যিক হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। ন্যাপকিন ব্যবহার ও ন্যাপকিনকে প্রমোট করা এই ক্যাম্পেইনগুলোর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। ফার্মাসীতে বা দোকানে গিয়ে অনেক নারী এখনো সাহস করে ন্যাপকিনের নাম মুখে আনতে পারে না। একটা সময়ে আমি নিজেও পারতাম না।

অজ্ঞতা বা সামাজিক লজ্জার কারণে অনেকেই অস্বাস্থ্যকর কাপড় ব্যবহার করে। অনেকে সংগ্রহ করার সুযোগ না থাকায় বাধ্য হয়ে কাপড় ব্যাবহার করে। একটা সময় আমি নিজেও ব্যবহার করেছি। তাই, এই বিষয়ে আমিও ভুক্তভোগী। যদিও ভাগ্যক্রমে কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি বা ক্ষতি হওয়ার আগেই স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যাবহার শিখে নিয়েছি। এইসব নানা কারণে আমাদের মত অনুন্নত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল ও গরীব দেশগুলোর অনেক নারীই জরায়ু মুখের ক্যান্সার, ভ্যাজাইনাল ইনফেকশনসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হন। এসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্য এই ঘটনাটা শাপে বর হবে বলেই আমার ধারণা।

আগামী বইমেলায় বাংলা একাডেমি বরং এই কাজকে উৎসাহিত করতে পারে। বই বিক্রির পাশাপাশি বইমেলায় নারীদের জন্য এই বিশেষ পণ্যটি সহজলভ্য করতে পারে। দেশের রক্ষণশীল নারী-পুরুষের জন্য একটা বন্ধ দরজা খুলে খানিকটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারে।

শুনলাম, এই স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রির জন্য ছিলো না। এর ব্যবহারকে প্রমোট করতে ফ্রি স্যাম্পল হিসেবে দেয়া হচ্ছিলো। তবে আমি মনে করি, বইমেলায় খাবার স্টল, বাথরুম এসবের কাছাকাছি একটা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র এবং সেখানে একটা স্যানেটারি ন্যাপকিনের স্টল থাকলে বইমেলার কোন অঙ্গহানি ঘটবে না। ফ্রি স্যাম্পল দেওয়ার পরিবর্তে বরং বিক্রি করতেই যেনো অনুমতি দেওয়া হয়।তাহলে বিষয়টি স্বল্পকালীন না হয়ে স্থায়ী হবে।

নারী-পুরুষ-শিশু সবাই বইমেলাতে যায়। নারীদের আকস্মিক পিরিয়ড হলে, কোনো কিশোরীর প্রথম বার পিরিয়ড শুরু হলে, অপ্রস্তুত অবস্থায় বা সাথে প্যাড না থাকলে নারীরা যে কী পরিমাণ বিপদে পরে তা ভুক্তভোগী নারী-মাত্রই জানে। যে কোনো জনসমাগমের জায়গায় প্যাড সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলে নিরাপদ থাকা যায়। এটা একটা জরুরি সেবা। শুধু বইমেলাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পার্ক, হাসপাতাল, ডাক্তারের চেম্বার সব জায়গায়ই এটা থাকা বাঞ্ছনীয়।

মুমিন মুসলমান ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন, দয়া করে, আপনারা সংযম ও শান্তির সাথে নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মীয় আচার পালন করুন। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা অন্যের উপর চাপাবেন না। আপনাদের বিশ্বাস, উগ্রতা, আস্ফালন যেনো দেশের অন্য মানুষদের শান্তি বিনষ্টের কারণ না হয়।

আমাদের জীবন থেকে অন্ধকার দূর হোক। ভুল বোঝাবুঝি দূর হোক। দেশে শান্তি বজায় থাকুক!

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

গল্পের গল্প

মিতা হোসেন

'মা মা মা মা মা, জানো আজকে কি হয়েছে?' সুপ্তি গুনে দেখলো গল্প ঠিক পাঁচবারই ডেকেছে মা বলে; কিভাবে হিসেব রাখে ও? গল্প যখন কিছু নিয়ে খুব এক্সাইটেড থাকে তখনই এমন করে! আর সুপ্তি খুব উপভোগ করে এই ব্যাপারটি। ও কিছুটা অন্যমনস্ক হবার ভান করলো ইচ্ছে করেই। গল্প আবারো ডাকলো 'মা, মা মা মা মা শোন না কি হয়েছে আজকে স্কুলে।'

সুপ্তি গল্পকে স্কুল থেকে নিতে এসেছে। গল্প এখন থার্ড গ্রেডে যাচ্ছে। প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফেরার পথে নিত্য নতুন গল্প ওর। সুপ্তি মুগ্ধ হয়ে শোনে। তা না হলে সাহেব আবার গাল ফুলিয়ে ফেলেন। অন্যান্য দিন গল্প স্কুল থেকে বেরিয়ে আগে ওর মায়ের সাথে থাকা স্ট্রলারের কাছে যেয়ে তাঁর ছোট ভাই কাব্যকে আদর করে, তারপর মায়ের সাথে কথাবার্তা। আজকে সেসব কিছুই না। সুপ্তি গল্পের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলো, তারপর এক হাত দিয়ে গল্পের চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দিয়ে বললো, 'কি হয়েছে?'

'জানো মা, আমাদের স্কুলে না বাংলা ক্লাস হবে'

'তাই নাকি? বাংলা ক্লাস? সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ সত্যি তো। এই দেখো', বলে রাস্তার মধ্যেই স্কুলব্যাগ খুলতে উদ্যত হলো।

সুপ্তি বললো, 'এখন না বাবা, বাসায় যেয়ে দেখিও'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কি মজা, তাই না মা ? আমেরিকার স্কুলে বাংলা ক্লাস?'

'তাই তো, ভারি মজার ব্যাপার! সুপ্তি মনে মনে ভাবছে বাংলা ক্লাস কেমন করে হবে? গল্প হয়ত ভুল শুনেছে। যেভাবে সারাক্ষণ বাংলা ভাষা নিয়ে পড়ে থাকে। কি শুনতে কি শুনেছে কে জানে?

সুপ্তিরা এখন বাসা বদল করে অন্য এলাকায় এসেছে। গল্পকে এই এলাকার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। সোহাগ আগের চাইতে ভাল একটা কাজ পেয়েছে; এখন আর ওকে অন্য শহরে যেতে হবে না কাজের জন্য। তবে যেহেতু ট্রেন নিয়ে যেতে হয়, তাই ওরা সাবওয়ের কাছাকাছি একটি বাসায় এসেছে। জীবন এখন আগের চাইতে কিছুটা সহজ হয়েছে। তবে সুপ্তিকে ওর কাজটি ছেড়ে দিতে হয়েছে, তা না হলে ছোট বাচ্চাটিকে কে দেখবে? গল্প, ওর ছোট ভাই কাব্য আর সোহাগকে নিয়ে সুপ্তির ব্যস্ততার শেষ নেই!

বাসায় ফিরে গল্পের যেন আর তর সইছে না। স্কুল ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে মায়ের হাতে দিল। সুপ্তি সেটা পড়ে দেখল সত্যিই তো? গল্পের স্কুলে বাংলা ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা শেখার ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন থেকে ফিফথ গ্রেডের বাচ্চাদের জন্য। বাহ, সুপ্তি চমৎকৃত হলো। সপ্তাহে দুদিন আফটার স্কুল প্রোগ্রাম 'বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, লিটারেচার এন্ড কালচার' বিষয়ে ক্লাস হবে। চমৎকার! সুপ্তি মনে মনে ভাবলো একদিন গল্পের স্কুলে যেয়ে বিস্তারিত জেনে আসতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে আবার এটাও ভাবলো তার মানে সপ্তাহের ঐ দু'দিন গল্পকে সারাদিনই স্কুলে থাকতে হবে! দুটো বেজে চল্লিশ পর্যন্ত ওর স্কুল তারপর তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বাংলা ক্লাস। আহারে! কষ্ট হচ্ছে সুপ্তির! গল্পকে বলল, 'তোমার কিন্তু তাহলে সারাদিনই স্কুলে থাকতে হবে ঐ দু'দিন, পারবে তো?'

'খুব পারবো মা। আমি হ্যাপি, অনেক হ্যাপি।

সন্ধ্যায় সোহাগ বাড়ি ফিরলে গল্পের আবারো সেই উচ্ছ্বাস!

'বাবাই জানো, জানো?' তারপর বিস্তারিত! সোহাগকে দেখে মনে হচ্ছে ও ঠিক বুঝতে পারছে না কি ব্যাপার! সুপ্তির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ সত্যি!'

তারপর গল্পের স্কুল থেকে দেওয়া চিঠিটি পড়ে বলল 'গল্পের উচ্ছ্বাস তো দেখতেই পাচ্ছি, তুমিও তো মনে হচ্ছে অনেক উচ্ছ্বসিত!'

'সত্যি আমারো খুব ভালো লাগছে কি আশ্চর্য না? আমেরিকান স্কুলে বাংলা ক্লাস, বাংলা শেখানো হবে? ভাবতেই ভাল লাগছে।'

'ভালো করে আগে খোঁজ নিয়ে নিও ঠিক কি ধরণের ক্লাস। সারাদিন ছেলেটা স্কুলে থাকবে, বাসায় ফিরে ক্লান্ত হয়ে যাবে, এটাও দেখতে হবে আমাদের।' সোহাগ ওর মতামত দিয়ে দিল।

সুপ্তি মনে মনে একটু রাগ করল বটে, কিন্তু সোহাগকে সেটা বুঝতে দিল না। শুধু বলল, 'হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি। স্কুলে যেয়ে বিস্তারিত জানতে হবে।' গল্পকে নিরুৎসাহিত করতে চায় না সুপ্তি। তবে খোঁজ নেবে ও, সোহাগ যেমন বলল, ঠিক কি ধরণের প্রোগ্রাম এটা জানতে হবে।

কদিন পরে গল্প স্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে একটা কাগজ দিল। সুপ্তি অবাক হয়ে দেখে ওটাতে বাংলায় 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' এই গানটি ছাপানো আছে।

'এটা কোথায় পেলে?' সুপ্তি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করাটাই যেন ভুল হয়েছিল। গল্প দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কোথায় আবার? আমার বাংলা ক্লাসে পেয়েছি। মা, আমার টিচার আজকে এই গানটা আমাদের শিখিয়েছেন। একমাত্র আমাকেই উনি বাংলায় গানটা দিয়েছেন, অন্য সবাইকে ইংলিশ লেটারস দিয়ে বাংলায় লিখে দিয়েছেন।' ওহ, তাইতো! কেন যে সুপ্তি ভুলে যায়! হাসি চাপলো সুপ্তি!

'গাও তো গানটা, দেখি কেমন শিখলে?'

গল্প সাথে সাথেই গাইল যেটুকু শিখেছিল। সুপ্তি বাকিটা গেয়ে উঠলে গল্পের দু'চোখ আবার গোল। 'মা তুমি পারো?'

'হ্যাঁ, পারি তো!'

গল্প দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো, 'আমার মা সব পারে' সুপ্তির বুক ভরে গেল! মনে মনে উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ জানালো ওকে গল্পের মা করবার জন্য।

বাংলা ক্লাস এর ব্যাপারে খোঁজ নেবার জন্য সুপ্তি একদিন ওর স্কুলে গেল। গল্পের ক্লাস টিচার নাটালির কাছে কিছুটা ইনফরমেশন নিয়ে সুপ্তি স্কুলের অফিসে যেয়ে বাকিটা জানতে পারল এই বাংলা ক্লাসের কথা। স্কুলের বাইলিঙ্গুয়াল প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসেবে এই বাংলা ক্লাস। এই প্রোগ্রামের জন্য স্কুল সরকার থেকে তহবিল পাচ্ছে। বাংলা টিচার যিনি, তিনি এই স্কুলেরই একজন সাবস্টিটিউট টিচার। সুপ্তি জানে এদেশে যারা শিক্ষকতা করতে চান, তাদের শুরু করতে হয় সাবস্টিটিউট টিচিং এর মাধ্যমে। কোন স্কুলে কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে স্কুল তখন সাবস্টিটিউট শিক্ষকদের ডাকে। এভাবে সাব করতে করতে কোন স্কুলে যখন নতুন শিক্ষকের দরকার হয়, তখন এই সাব শিক্ষকরা স্থায়ী হয়ে যান। সুপ্তি নিজেও আবেদন করে রেখেছে, কিন্তু এখন তো সুপ্তি কাব্যকে নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো কাব্য বড় হলে তখন সুপ্তিও আবার কাজ শুরু করতে পারবে। বিশদ জানতে পেরে সুপ্তির খুব ভাল লাগলো।

এরপরে একদিন সুপ্তি যেয়ে গল্পের বাংলা ক্লাসের শিক্ষক মিসেস হোসেনের সাথেও পরিচিত হয়ে এল। ভদ্রমহিলা গল্পের স্কুলেই পার্মানেন্ট সাবস্টিটিউট শিক্ষক। সেই সাথে এখানকার পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্টটাইম কাজ করেন আবার এখন গল্পের স্কুলে দুদিন আফটার স্কুল প্রোগ্রামে বাংলা ক্লাস নিচ্ছেন। সুপ্তি মুগ্ধ! সুপ্তি জানতে পারলো সাব করতে করতে একদিন তাঁর কাছে বাংলা ক্লাসের এই প্রস্তাবটি আসে আর তিনি সাথে সাথেই রাজি হয়ে যান। তাঁর নিজেরও ছোট একটি ছেলে আছে সেকেন্ড গ্রেডে পড়ে অন্য আরেক স্কুলে। তাঁরও নাকি সুপ্তির মতই প্রথমে মন খারাপ হয়েছিল কারণ তাঁর বাংলা ক্লাসের কারণে তাঁর ছেলেকেও ওর স্কুলের আফটার স্কুল প্রোগ্রামে থাকতে হবে ঐ দুদিন। কিন্তু এই কাজটিও তাঁর ভাল লেগে গিয়েছিল। আমেরিকায় জন্ম এবং বড় হচ্ছে এসব বাচ্চাদের বাংলা শেখানোর দায়িত্ব তাঁর কাছে রিওয়ার্ডিং মনে হয়েছিল। নিজেকে বুঝিয়েছেন মাত্র দুদিনের ব্যাপার, ছেলে ভাল থাকবে। আসলে সব মায়েরাই বোধহয় এভাবে ভাবে। জীবনের প্রয়োজনে কত কিছুই করতে হয় মানুষের!

সুপ্তির খুব ভাল লেগে যায় গল্পের বাংলা টিচারকে। সুপ্তি তাঁর ফোন নাম্বার চেয়ে নেয় যাতে যোগাযোগ রাখতে পারে। তিনি আরও বললেন শুধু যে বাংলা পড়া আর লেখা, তাই-ই নয়, বাংলা সংস্কৃতি চর্চা, গান, ছড়া, কবিতা আর বাংলাদেশের ইতিহাস এসব বিষয়ও এই বাংলা ক্লাসের কারিকুলামে রয়েছে। বাংলা প্রোগ্রামটির এই কারিকুলামও মিসেস হোসেন করেছেন স্কুলের নির্দেশে। বাহ! সুপ্তি অভিভূত!

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল নিয়ম মত। গল্প এরই মধ্যে অনেক কিছু শিখে গেছে। ওর বাংলা টিচার ওকে নিজের অ্যাসিস্টেন্ট করেছেন, কারণ গল্প ওর সহপাঠীদের চাইতে বাংলায় অনেক এগিয়ে আছে। গল্প খুব খুশী। অবশ্যই, সুপ্তি ভাবে। গল্পকে তো ওরা অনেক ছোট থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস জানিয়েছে, বুঝিয়েছে গল্পের ছলে। তাই গল্প ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে জানে, পহেলা বৈশাখ জানে। ওরা আমেরিকায় চলে আসবে, তাই গল্প যাতে ওর শেকড় ভুলে না যায়, তাই আগে থেকেই এসব গল্পকে সুন্দর করে বুঝিয়েছে, জানিয়েছে। আর গল্প সেসব তাঁর নিজের ছোট্ট হৃদয়ে ধারণ করে নিয়েছে। সুপ্তির গর্ব হয়! এ ছাড়াও ওরা গল্পের সাথে সবসময় বাংলায় কথা বলে বাড়িতে। যদিও সোহাগ মাঝে মাঝে আপত্তি করে। সোহাগের চিন্তা দুদিক সামলাতে যেয়ে গল্পের জন্য বোঝা অনেক ভারী হয়ে যাচ্ছে! যেহেতু ওরা এখন অন্য একটি দেশে আছে, সোহাগের মতে, এই দেশের আচার-বিধি শেখাই গল্পের জন্য ভাল হবে কারণ গল্প তো বাংলাদেশ বা বাংলা সংস্কৃতি, ইতিহাস এসব সবই শিখেছে এবং জানে, আর এখানেই সুপ্তির সাথে সোহাগের মতের অমিল। সুপ্তি মনে করে গল্প বড় হতে হতে এই দেশের সব কিছুই শিখে যাবে। যেটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা, তা হলো ওর শেকড়, বাংলা ভাষা, ইতিহাস, বাংলা সংস্কৃতি। তাই সুপ্তি অনেক খুশী গল্পের স্কুলের এই কার্যক্রমে। এতদিন নিজে শিখিয়েছে, এখন স্কুলেও শিখতে পারবে।

আজকে গল্পের জন্য একটি আনন্দের দিন, একটি বিশেষ দিন। আজকে গল্প স্টেজ পারফর্ম করতে যাচ্ছে। নিজের স্কুলের হয়ে! এতদিন যা শিখেছে সেটাই ও আর ওর বন্ধুরা পারফর্ম করবে। আমেরিকায় বসে নিজের স্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছে, তাও আবার বাংলায়, ভাবা যায়? গল্প আজকে সত্যিই অনেক এক্সাইটেড। এরই মধ্যে ঢাকায় নানুবাড়িতে আর নিউইয়র্কে দাদুবাড়িতে আর ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজনদের জানানো হয়ে গেছে। সবাই গল্পের জন্য অনেক খুশী। সবাই গল্পকে বলেছেন যেন ওর প্রোগ্রাম ভিডিও করে তাঁদের পাঠানো হয়। সকাল থেকেই গল্প তৈরী। নীল জিন্স এর সাথে সাদা পাঞ্জাবী পরেছে, খুব সুন্দর লাগছে ওকে। সুপ্তি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। মুগ্ধতা যতটা না গল্পের পোষাকের জন্য, তার চাইতেও বেশী ওর আত্মবিশ্বাসের জন্য।

ওদের স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে অংশ নিতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি হচ্ছে হোটেল হিলটন, লং আইল্যান্ডে। গল্প যাচ্ছে ওর স্কুলের বাসে ওর টিচার আর অন্যান্যদের সাথে তাই সুপ্তি গল্পকে স্কুলে দিয়ে এলো। সুপ্তি, সোহাগ যাবে পরে। গল্পের ফুপু এবং দুই ফুপাতো বোনও যাচ্ছে ওদের সাথে, বড় চাচা-চাচীও যাচ্ছেন। কাব্যকে ওরা রেখে যাচ্ছে সুপ্তির বান্ধবী দীঘার কাছে।

হোটেল হিলটনে পৌঁছে যথাস্থানে গেল ওরা। বিশাল হলরুম, লোকে লোকারণ্য। আবার লাঞ্চেরও ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২৯ এর বিভিন্ন স্কুল থেকে ভিন্ন ভিন্ন কালচারের বাচ্চারা, তাদের শিক্ষক, অভিভাবকরা এসেছেন। সুপ্তি, সোহাগ মুগ্ধ! একসময় অনুষ্ঠান শুরু হলো। সবাই যেয়ে দর্শকের সারিতে বসলো। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির বাচ্চারা তাদের চমৎকার সব উপস্থাপনা দিয়ে সবাইকে অভিভূত করে দিচ্ছে। ভাষা না বুঝলেও সংস্কৃতির সর্বজনীন একটি ভাষা আছে, সেটা সবাই উপভোগ করছে। সবাই পরেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাক। মুহুর্মুহু হাত তালিতে হল ফেটে যাচ্ছে যেন!

একসময় এলো বাংলাদেশের পালা। শুরুতে ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি দেখানো হলো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে। কিভাবে বাংলা ভাষাটির জন্য মানুষ জীবন দিয়েছিল, ভাষাটি তার স্বাধীনতা পেয়েছিল। তারপর শুরু হলো বাচ্চাদের উপস্থাপনা। কি যে হলো হঠাত সুপ্তির, খুব অসুস্থ লাগছে ওর। হার্টবিট যেন দ্বিগুন হয়ে উঠলো। যদি গল্প কোন ভুল করে? গান ছাড়াও ওর তো আস্ত একটি ছড়া আবৃতি করার কথা। ভাল করে বাসায় প্র্যাকটিস করেছে কিন্তু গল্প যদি নার্ভাস হয়ে সব গোলমাল করে ফেলে? কি হবে তখন? উতলা হয়ে উঠলো সুপ্তি। অসহায় চোখে সোহাগের দিকে তাকালো; দেখলো সোহাগ নির্নিমেষে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে আর কফিতে চুমুক দিচ্ছে। সুপ্তি আর ওকে কিছু বলতে পারলো না। তবে ও জানে সোহাগের উত্তর কি হতে পারে, 'এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই সুপ্তি, আমিতো আগেই বলেছিলাম বাচ্চাটার উপর চাপ পড়ছে।' এ কথা ভেবে সুপ্তি চুপ হয়েই রইল। একসময় কানে এলো 'আমরা সবাই রাজা' গানটি। দেখতে পেলো মিসেস হোসেন সামনের সারিতে বসে এক হাতে কীবোর্ড বাজাচ্ছেন আর অন্য হাতে মাঝে মাঝে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন, বাচ্চাগুলোও সেইমত মাথা দোলাচ্ছে অথবা হাত নাচাচ্ছে। ছোট ছোট আট-দশজন বাচ্চা কি সুন্দর করে গাইছে গানের তালে তালে দুদিকে মাথা হেলিয়ে। সুপ্তির নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল; সেও তো এভাবে স্টেজে গান গাইত, ঠিক এভাবে মাথা দুলিয়ে। গল্পের ফুপাতো বোনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভিডিও করবার, সে খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কাজ করে যাচ্ছে।

গানের পরে নাচ হলো 'তোমরা দেখো গো আসিয়া'। একটি বাচ্চা মেয়ে সুন্দর নাচ করলো। তারপর একসময় গল্পের আবৃতি 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে।' চমৎকার আবৃতি করলো গল্প, কোথাও কোন ভুল নেই; সুপ্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গল্প ওর ছড়াটি শুরু করবার আগে ইংরেজীতে একটু ভূমিকা দিয়ে নিয়েছিল ছড়াটি সম্পর্কে, তাই দর্শকরা প্রতি লাইনের অর্থ না বুঝলেও এটা বুঝেছিলেন ছড়াটি গল্পের দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে।

প্রচন্ড হাততালির মাধ্যমে একসময় অনুষ্ঠান শেষ হলো। গল্প দৌড়ে যেয়ে ওর বাংলা টিচারকে সাথে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা সবাই তাঁর কাজের প্রশংসা করলেন। গল্পের সাথে ওর টিচারের ছবি তোলা হলো। স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২৯ এর কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য ভি.আই.পিরা গল্প আর ওর স্কুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। শুধু তাই নয়, গল্প আর ওর বন্ধুরা, বাংলা টিচার, সবার সাথেই ছবি তুললেন। এই ছবিগুলো নাকি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২৯ এর দেয়ালে প্রদর্শন করা হবে।

খুব ভাল লাগার একটি অনুভূতি ওদের ঘিরে রইল অনেকক্ষণ ধরে। চমৎকার এই আয়োজনটি নিউইয়র্ক সিটির স্কুল কর্তৃপক্ষ করেছেন, ভাবতে এত ভাল লাগছে! ভিনদেশীরা না থাকলে তো মনে হতো ওরা বাংলাদেশেই আছে। হঠাৎ সুপ্তি অবাক হয়ে দেখলো গল্প যে কাজটি এখন আর একদমই পছন্দ করে না, সোহাগ সেই কাজটিই করছে। গল্পকে সবার সামনেই একদম কোলে তুলে নিল তারপর চুমুতে চুমুতে ভরিতে দিতে দিতে বলতে থাকলো, 'আই অ্যাম ভেরি প্রাউড অফ ইউ বাপি, আই অ্যাম ভেরি প্রাউড অফ মাই সান'। তারপর সুপ্তির কাছে এসে ওকেও একহাতে জড়িয়ে ধরলো। গল্পের চেহারা দেখে সুপ্তির হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। সুপ্তি দেখলো গল্পের ফুপাতো বোন দৌড়ে এসে মুহুর্তটিকে ক্যামেরা বন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। সুপ্তির দু'চোখ ক্রমেই ঝাপসা হচ্ছে। 'জীবন অনেক সুন্দর' সুপ্তি ভাবলো!

> খুব ভাল লাগার একটি অনুভূতি ওদের ঘিরে রইল অনেকক্ষণ ধরে। চমৎকার এই আয়োজনটি নিউইয়র্ক সিটির স্কুল কর্তৃপক্ষ করেছেন, ভাবতে এত ভাল লাগছে! ভিনদেশীরা না থাকলে তো মনে হতো ওরা বাংলাদেশেই আছে।

'চমক দেখি তার' গ্রন্থপাঠ প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক ড. আব্দুল মজিদ

সব্যসাচী লেখক কবি কাজী জহিরুল ইসলামের লেখা 'শাড়ির আলমারি' শীর্ষক কবিতাটি পড়ে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অভিভূত।

আলমারিতে রাখা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাজানো রত্নভাণ্ডারের অর্গল খুলে দিয়েছেন কবি অকাতরে। বাংলাদেশের ষড়ঋতুর অযুত সম্ভার সাজানো আছে থরে-বিথরে। শাড়ির ভাঁজ খুলে খুলে দেখতে পেলাম বাংলার কাল পরিক্রমার এক নিখুঁত ক্যানভাস। অভিনব সৃষ্টিশীলে প্রকাশ।

'শাড়ির আলমারি' শীর্ষক কবিতাটি পড়তে পড়তেই চোখে পড়ল আমার ঘরে সযতনে রাখা স্টিলের আলমারি। যার মধ্যে মিশে আছে, লুকিয়ে আছে আমার হাজারও স্মৃতি।

আলমারিটা বানিয়েছিলেন আমার প্রয়াত স্ত্রী, যখন তিনি ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যার শিক্ষয়িত্রী, আমাদের বিবাহের আগেই।

বিয়ের পরে আমি রাজশাহীতে আনিয়েছিলাম সেই স্টিলের আলমারি চটের বস্তা তার গায়ে জড়িয়ে, যাতে আলমারিটা অক্ষত থাকে। আজও সে আলমারিটা আছে তকতকে, ঝকঝকে। কিন্তু আমি আজ শোকে দুঃখে ক্ষত-বিক্ষত। আলমারিটা বন্ধ আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। খুলিনা! খুললেই তো দেখতে পাব আজও সাজানো আছে তাঁর শখের কিছু শাড়ি, নকশী কাঁথা, আরও কত কী!

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বর্ষার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'এবার দ্বিতীয় তাকে চোখ রাখা যাক,/
এখানে বৃষ্টির তুমুল ক্রন্দন আবারও অবাক,/
এত জল, অবিরল, ছলছল কী প্রবল বহে।/
চারখানা চোখের নদীতে দোঁহে/ এতকাল
ভাসিয়েছি তিতাস-কীর্তনখোলা/
সাসান্দ্রা-মুরভী হয়ে টেমসের ঢেউ তোলা/
বুক দূরে ঠেলে।'

আমাকেও আমার ঘরে রাখা সেই স্টিলের আলমারি বারবার কাছে টানে, আবার কেন যেন দূরে ঠেলে দেয়। আমি চাবি হাতে খুলতে গিয়েও খুলতে পারি না, চাবিটা রেখে দেই সযতনে যথাস্থানে।

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম দেখেন হেমন্তের প্রাক্কালে-

'ঝমঝম বেজে ওঠে সোনালী ধানের হৈমন্তী কাঞ্চিভরম'

আরও দেখেন-

'চতুর্থ তাকের মসৃণ সেগুন পাটাতনে/
সযতনে/ জামদানি ঘুঘু বিরহের সুরমাদান ছড়িয়ে বসে আছে একা,/
ওর সঙ্গে ঘটে কদাচিৎ দেখা,/
যদি পেয়ে যাই, একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবার বৈকালিক অবসর,/ যখন উজ্জ্বল উৎসব রঙে সাজে এই জুনের শহর।'

আজ রাজশাহী শহর কত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে তার পুরো অবয়ব। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে রাজশাহী শহরের বড় বড় রাস্তার বিভাজিকা, যার ফুটপাথ ধরে আমি শুধু হাঁটি একা একা, এক বুক শূন্যতা নিয়ে।

কবি আলমারির শেষ তাক খুলে গভীর মমতায় বসন্তের কথা বলেন,

'পলাশের লাল, উত্তপ্ত শিমুল বর্ণমালা ছড়িয়ে দিয়েছে গল্পের সন্ধ্যায়,/
সাদাকালো তাঁতের গভীরে আহা কী পরম মমতায়,/ গাঁদার ইচ্ছেরা মণিপুরি বিভায় উজ্জ্বল,/ বাসন্তিকা শাখে বালুচরী শিখা মেলেছে হলুদ পুষ্পদল।'

আমারও মনে পড়ে তাঁর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির প্রতি কী মমতামাখা ভালোবাসার কথা। তাঁতের সুতি শাড়ির সাথে দু'একটি জামদানি, কাতান ধুয়ে ইস্ত্রী করে পরিপাটি হয়ে পরে যেতেন তাঁর কার্যালয়ের পথে,

এখনও যার কয়েকটি ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে কত বছর ধরে, তাঁরই শখের স্টিলের আলমারিতে কালের সাক্ষী হয়ে।

আলমারির তাকে তাকে খুঁজি তাকে। কিন্তু তিনি তো সেই কতদিন আগে পরপারে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে চমকে উঠি, মনে হয় তিনি আমায় মিথিলার আব্বু বলে ডাকেন। কারণ তিনি আমায় কোনোদিন নাম ধরে ডাকেন নি!

কবি কাজী জহিরুল ইসলামের 'চমক দেখি তার' গ্রন্থে পাওয়া যাবে 'শাড়ির আলমারি' কবিতাটি।

আরোপিত অভিষেক

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

অনির্ধারিত সময়ে এ কোন প্রত্যাশার
কু ঝিক ঝিক ছুটে চলা রেল!

ঝুম পাহাড়ের প্রসারিত রোদ জ্বলা মন দে
সবুজের মন ছুঁয়ে যায় আদিম আহ্বানে!

ফলবতী বৃক্ষের শেকড় বাকড়ের
পরিপূর্ণ নির্যাসে চোষা
রমরমা রাঙা ঠোঁটযুগল!

তৃষিত সুখে লোভাতুর স্রোতের বলিষ্ট নাবিক;
দহনে দহনে জর্জরিত কয়লার ওষ্ঠে
চুম্বনের এ কোন আরোপিত অভিষেক!

আলগোছে আরে টারে সযত্নে নিভৃত রণ
মধ্যাহ্নে অপ্রাপ্তির বাসনা পূরণ!

কালো মেঘের ইশতেহার

ইসলাম মুহাম্মদ তৌহিদ

চলছে নাগরিক শোকসভা!
অথচ আকাশের নীল রঙ চুরি গেছে বহুদিন।
বাতাসেও উড়ছে ইতিহাসের পোড়া ছাই-আর সূর্য এখন
ম্লান প্রদীপ, তার আলোও যেন কারফিউ মেনে চলে।

এখনো নখের আঁচড়ের মতো রয়ে গেছে আতঙ্কের দাগ
দেয়ালও রঙ বদলায়; তবু চরিত্র বদলায় না মুখোশের
পিছনের মুখ।
তবু কিছু হাত অদৃশ্য কালি দিয়ে লিখে রাখে স্বপ্নের
ইশতেহার।
জানি না, দুঃশাসনের বুটের নিচে পিষ্ট ফুলগুলো
আবার কখনো ফুটবে কিনা!

ক্লান্ত বিকেলে একদল উদ্ভ্রান্ত শিশু চক দিয়ে রাস্তায়
এঁকে
রাখে রোদের ছবি।
জানি না, ওরা স্বপ্ন আঁকে, না প্রতিবাদ।

স্বর্গ বাস

ইশতিয়াক রুপু

যে কয়টি দিন অরণ্যে ছিলাম, স্বর্গে ছিলাম!
আপন ভুবনে, সবুজের ছোঁয়ায় শুনেছি
রিকশার ভেঁপু, সবজি ওয়ালার ডাক।

বারান্দা ছুঁয়ে যায় কাদা মাঠি আর
নারী শ্রমিকের দল।যারা মুখরা!
শব্দ আর ঘামের বিনিময়ে সুখ কিনে
রশি টানে, বোঝা উঠায় আর স্বপ্ন দেখে
ছাপড়া ঘরের আধখানা চালে উঠেছে ,
গরু মার্কা রঙ্গিন ঢেউটিন।
কিশোরী মেয়ের হাতে সবুজ পত্র
পিছনে সারি সারি মানুষ হওয়ার স্বপ্ন।

মাইকে শহুরে কালচারাল আমন্ত্রণ
বানিজ্য মেলায় চরকির প্যাচের ছবি
জেলা কর্মকর্তাদের তদারকির আলামত
দেশের স্বউন্নতির পোস্টারে সব বলার চেষ্টা।

আমার দেখায় কিছুই আসে যায় না
যদি না সুরমার থালায় থাকে না
কলমি শাক আর কুঁচো চিংড়ির চর্চরি
সস্তায় কেনা পাঙ্গাশ মাছের ঝোল।

আমার দেখায় কিছুই য়ায় আসে না
খালাম্মার হাহাকার আর কান্না
ছেলে আর বাড়ি আসে না।
রাজধানী ঢাকায় থাকতে হয় টিউশন বাঁচাতে
মাষ্টার্স কমপ্লিট করতেই হবে!
তা না হলে বাবা আরো নুয়ে যাবে
ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে!
বার বার বলবে,বাবারে আর পারি না।

আকাশ আমায় টানে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

দূরের ওই আকাশ;
সে কী জাদু জানে,
সর্বদাই বোধ করি;
সে আমায় টানে!

ঊর্ধ্বে টানে; এ ভূমি থেকে,
আমি চলি জীবন এঁকে।
জগতে এ জীবনের;
কতই আঁকা ছবি,
হৃদয়ের এ কার্নিশে;
তুলে রাখি সবই।

আকাশ আমায় টানে ব'লে;
ছুটে চলি দিব্যবলে,
এই চলাতে ক্লান্তি নেই তো;
নেই তো পিছন ফেরা,
সব ছাড়িয়ে নিজেকে তাই;
ভাবছি মানুষ সেরা।

টোকা

সেলিনা শেলী

বাতাস ত্রিভঙ্গে নাচে ভরত নাট্যমে
ক্লেদে ফুলে কাঁটায় কতো কথা জমে!

কে কাকে নাচায় বলো,বাতাস না পাতা!
এইসব প্রতর্কে না যাক হিসেবের খাতা।

আমার চক্ষু পাতা সোনালি ফরাসে
পাতাদের হাহাকারে বুক চেপে আসে।

বিদায় বাকল পাতা ঝরে ঝরে পড়ে
শূন্য মৃদঙ্গ বাজে কার যে অন্তরে!

বুঝেছি কুয়াশার দিন চোখভরা ছানি
জীবন করেছে পার নিদয় গ্রীষ্মখানি।

তেজে তাপে পল্লবে লহরি আভায়
সে যায় কুলুঙ্গি খুলে স্বপ্ন মদিরায়।

বর্ণিল কুসুম খায় আয়ু,অন্ধকার দাঁতে
আত্মা সিনান সারে পাপ-পূণ্য প্রপাতে।

কামান্ধ সারস কাঁদে শূন্য বুক চিরে
কিছু কিছু শিৎকার পড়ে থাকে ভিড়ে!

জীবন চলে গেলে হায় রেখে যায় টোকা
কোথাও কিছু নেই আর,সবটুকু ধোঁকা।

নিরবলম্বি তারা

বশির আহমেদ

নিরবলম্বি তারার মতো একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়ি রোজ,
ভেতর থেকে কেউ আর আমাকে আকৃষ্ট করে না।
বিবর্ণ ফসলের মাঠ থেকে তুলে আনছি উঠোন ভরা
বিষাদ,
জ্যোস্নার আদর পেলে ভুলে যাই অমানিশার কটুবাক্য।
পাপের বোঝায় নুয়ে পড়ছে ধরিত্রী,
আজকাল অহরহ ঘটছে আত্মার সাথে অনুভূতির ছেদ।
বেঁচে থাকার সবুজ অভিলাষে মুছে ফেলি ভারাক্রান্ত দুপুর কিংবা
নিগূঢ় রাত্রির ব্যথা,
এরই মাঝে একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়ি-নিরবলম্বি
তারার মতো!

যার কেউ নেই

মৃধা আলাউদ্দিন

সেদিন তুমি বলেছিলে লেবু বনে আসবে— মাতাল
হবো দুজনেই। আমি অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম,
হাঁটছিলাম, দেখছিলাম—কেয়াবন মাধবীলতা।
আমার সামনের সমুদ্র।

কিন্তু তুমি আর এলে না— আমার চোখের কোণে
জমে

উঠলো কিছুটা বৃষ্টির ফোঁটার মতো স্বচ্ছ; টলমলে
পানি। ব্যথায় ভারি হলো এই ভাঙা হৃদয়ের
চারপাশ। মুহূর্তেই

আমি গলে গেলাম যেমন করে গলে যায়
ঝাড়বাতিতে রাখা মোম...

কান্নায় বিগলিত হলো ফাগুনের ভ্রমর গুঞ্জরিত সমস্ত
বাতাস-আমার স্বপ্ন; সাজানো বাগান-বাতাসে
বৃষ্টিভেজা রৌদ্রস্নাত ক্যানভাস। এখন আমাদের
সামনে কোনো হাঁসফুল, ঘাসফুল, বনোফুল—
কোনো বসন্ত নেই। সুখ নেই। ভাঙা বীণা মতো পড়ে
আছি কাঠফাটা ব্যথার রাত্তির— রৌদ্দুরে...

এবং আমি আজ এতোদিনে বুঝলাম—বিমল
আকাশে জ্বলে না কোনো ধ্রুব তারা এবং আমি
এটাও জানলাম—আমার কেউ নেই। পথে পড়ে
থাকা একটা ফুল আমি।

একটা ফুল- যার কেউ নেই।

শূন্য পৃষ্ঠার উপন্যাস

শেখ একেএম জাকারিয়া

সন্ধ্যার বাতাসে বইমেলার গন্ধ মিশে আছে। আবির ধীরে ধীরে হাঁটছে, চারপাশে মানুষের কোলাহল। কেউ বই কিনছে, কেউ লেখকের সাথে ছবি তুলছে, কেউ আবার এক কোনে দাঁড়িয়ে নতুন বইয়ের পাতা উল্টে দেখছে। চারদিকে উৎসবের আমেজ। স্টলভরা বই, ঝলমলে আলোকসজ্জা—সবই সুন্দর, অথচ আবিরের মনে একটা শূন্যতা কাজ করছে।

দশ বছর আগে এই বইমেলাতেই তার প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছিল— 'দূরত্বের রেখা'। তখন চারপাশে হৈচৈ ছিল, বইয়ের কাটতিও ভালো। নতুন লেখক হিসেবে প্রশংসা পেয়েছিল, সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল, কিছু ভক্তও তৈরি হয়েছিল। স্বপ্নের মতো সময় ছিল সেটা। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন প্রকাশকরা তার লেখা নিতে চায় না। বলে, 'আপনার লেখা পুরনো হয়ে গেছে, বাজার বদলে গেছে, পাঠকের পছন্দ বদলে গেছে।'

আবির ভাবে, সাহিত্য কি বাজারের নিয়ম মানে? অনুভূতি কি ট্রেন্ড মেনে চলে?

একটা স্টলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তরুণ এক লেখকের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হচ্ছে। পাঠকদের ভিড়, সেলফি তোলার ধুম। একসময় আবিরের জন্যও এমন ভিড় হতো। এখন তার বইয়ের খোঁজ কেউ রাখে না।

'আপনার লেখা ভালো ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, বুঝলেন?'—গত মাসে এক প্রকাশক বলেছিলেন।

সে কি সত্যিই পুরনো হয়ে গেছে?

হাঁটতে হাঁটতে বইমেলার শেষ প্রান্তে চলে এল আবির। এখানে ভিড় কম, স্টলও তুলনামূলক ছোট ছোট। একটা ছোট্ট স্টল দেখে থামল সে। নাম 'শূন্য পৃষ্ঠা'। অদ্ভুত নাম! কৌতূহল হলো। ভেতরে গিয়ে দেখল, দেয়ালে একটা বোর্ড টাঙানো—

'আমাদের প্রকাশনী কোনো লেখা ছাপায় না, আমরা শুধু শূন্য পৃষ্ঠা বিক্রি করি।'

আবির অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। 'শূন্য পৃষ্ঠা বিক্রি করেন মানে?'

স্টলের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ হাসলেন, 'মানে, আমরা সাদা কাগজ বিক্রি করি। পাঠক নিজেই লিখবে।'

আবির হতভম্ব। 'লেখকের কাজ পাঠক করবে?'

বৃদ্ধ হাসলেন। 'আমরা ভাবি, এখনকার পাঠক শুধু পড়তে চায় না, লিখতেও চায়। গল্প এখন শুধু লেখকের চিন্তা নয়, পাঠকেরও অংশগ্রহণ দরকার। বাজারি লেখার চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি জরুরি। তাই পাঠকের জন্য শূন্য পৃষ্ঠা রেখে দিই।'

আবির চুপ করে রইল। তার মনে পড়ে গেল প্রথম বই বেরোনোর পর পাঠকদের প্রতিক্রিয়া। কেউ বলেছিল, 'গল্পটা ভালো, কিন্তু মনে দাগ কাটেনি।' কেউ বলেছিল, 'বইটা শেষে এসে ঠিক জমল না।' তখন সে এসব কথায় খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সত্যিই কি তার লেখাগুলো পাঠকের হৃদয় ছুঁতে পেরেছিল?

বৃদ্ধ একটা খালি খাতা এগিয়ে দিলেন। 'আপনার জন্য একটা উপহার। লিখুন, কিন্তু পাঠকের জায়গায় দাঁড়িয়ে লিখুন। দেখবেন, হয়তো লেখার নতুন ভাষা পেয়ে যাবেন।'

সেই রাতে বাসায় এসে আবির খাতাটা খুলল। খালি পৃষ্ঠাগুলো তার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন এক অদৃশ্য আহ্বান জানাচ্ছে।

সে কলম ধরল, নতুন করে। নতুনভাবে। পাঠকের জায়গায় দাঁড়িয়ে।

দিন যেতে লাগল। আবির নিজের লেখার ধরন বদলাতে লাগল। এবার আর সে কেবল নিজের অনুভূতি দিয়ে লিখল না, বরং ভাবল—এই গল্পে পাঠক কোথায়? তারা কি অনুভব করবে?

পরের বছর, আবার বইমেলায় তার নতুন বই বের হলো—'শূন্য পৃষ্ঠার উপন্যাস'। নামটা শুনেই পাঠকেরা আগ্রহী হয়ে উঠল। এটা কেমন বই?

প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু একটা লাইন লেখা—

'তোমার গল্প কোথায়? এই পৃষ্ঠাগুলো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

বইয়ের অর্ধেক অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে, যাতে পাঠকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, বইটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হলো!

পাঠকেরা বলল, 'এটাই তো আমাদের গল্প! এখানে আমরা নিজেরাই লেখক!'

কিছুদিন পর, একজন তরুণ পাঠক আবিরকে চিঠি লিখল—

'আপনার বইটা পড়ে আমি নিজের জীবনের গল্প লিখতে শুরু করেছি। আগে কখনো কলম ধরিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমাদের সবার মধ্যেই গল্প আছে।'

আবিরের চোখ ভিজে এল। সে বুঝতে পারল, লেখার আসল শক্তি কেবল কাগজে শব্দ সাজানো নয়, বরং পাঠকের হৃদয়ে সেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

সত্যিই, 'শূন্য পৃষ্ঠার উপন্যাস' কেবল একটি বই নয়, এটা পাঠকের নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক নতুন মাধ্যম হয়ে উঠল।

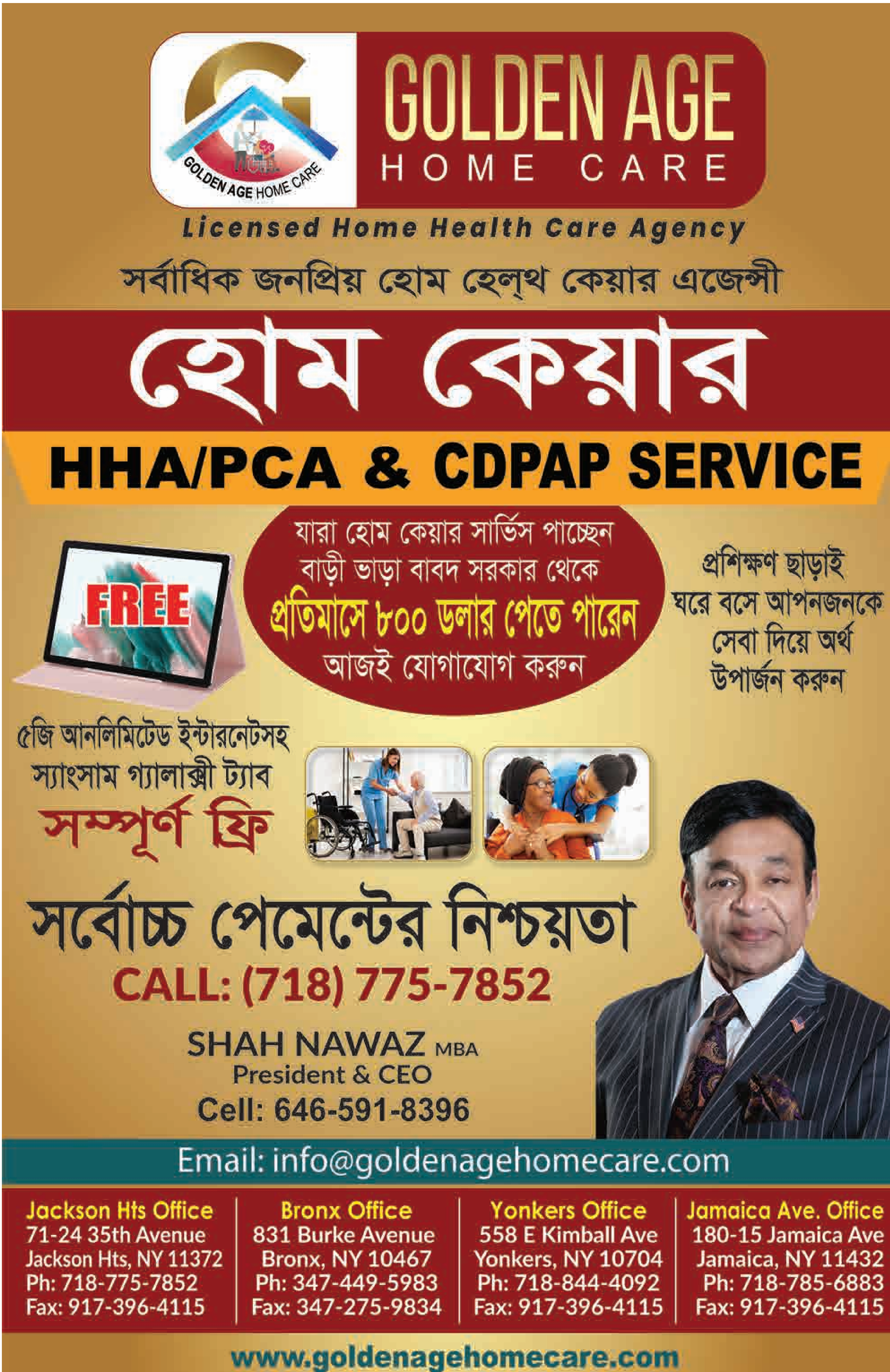
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

27 February 2025, Thursday, Issue 415

বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৮ শাবান ১৪৪৬

অনন্য উদ্যোগ

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণের ঘোষণা দিয়েছে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ২২ ফেব্রুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে এবারের আয়োজনের ঘোষণা দেন শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলাদেশে ২ জনের প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি ৯০ লাখ ডলার অনুদান: ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে মার্কিন সরকার যে অনুদান দিয়েছে, সেটির মধ্যে দুই কোটি ৯০ লাখ ডলার 'কেউ নাম শোনেনি' এমন একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়ে পড়ার কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের ভাষায় যে প্রতিষ্ঠান শুধু দুইজনকে নিয়ে গঠিত।

ওয়াশিংটন ডিসিতে দেশটির গভর্নরদের নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, "বাংলাদেশের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

টাইমস্ স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণের ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে ১৪৩২ বাংলা বর্ষবরণের ঘোষণা দিয়েছে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে এবারের আয়োজনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রথিতযশা শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল টাইমস স্কয়ার এবং ১৩ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় দুদিনের আয়োজনে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করা হবে।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর প্রধান বিশ্বজিত সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলা বর্ষবরণ ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়কে আহ্বায়ক এবং অভিনেত্রী লুৎফুন্নাহার লতা এবং নৃত্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ট্রাম্প প্রশাসনের ৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই আইআরএসের!

যুক্তরাষ্ট্র

ছাঁটাই বন্ধে মামলা করলেও, ওয়াশিংটনের এক ফেডারেল বিচারক ছাঁটাই প্রক্রিয়া আপাতত চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এইচ বি রিতা

মার্কিন কর সংস্থা আইআরএস থেকে ছাঁটাই করা হবে প্রায় ৬ হাজার কর্মীকে। যা সংস্থাটির মোট কর্মীর ৬ শতাংশ। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন আইআরএস এজেন্ট, গ্রাহক সেবা কর্মী, কর বিরোধের আপিল শুনানিকারী বিশেষজ্ঞ এবং আইটি কর্মী।

ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল ছাঁটাই মূলত নতুন কর্মীদের লক্ষ্য করে, যাদের চাকরির সুরক্ষা তুলনামূলকভাবে কম। তবে এসব ছাঁটাই যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের কর্মীদের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে সূত্র জানিয়েছে। এই ছাঁটাই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারী কর্মী কমানোর পরিকল্পনার অংশ, যা বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে প্রভাবিত করছে। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক।

এদিকে, শ্রমিক সংগঠনগুলো ব্যাপক ছাঁটাই বন্ধ করতে মামলা করলেও, ওয়াশিংটনের এক ফেডারেল বিচারক গত বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছেন যে ছাঁটাই প্রক্রিয়া আপাতত চালিয়ে যাওয়া যাবে।

আইআরএসের ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন পরিচালক ক্রিস্টি আর্মস্ট্রং ছাঁটাইয়ের খবর জানাতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এক কর্মী জানান, তিনি ফোন কলে ৬ হাজার সহকর্মীর চাকরি হারানোর বিষয়টি জানান এবং সবাইকে একে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্ক সিটির মূল্যবোধ: একতার শক্তিতে অটল

বললেন এরিক অ্যাডামস্

উত্তর আমেরিকা অফিস

এরিক অ্যাডামস

'নিউইয়র্ক সিটি শুধু একটি শহর নয়, এটি এক বিশাল স্বপ্নের মঞ্চ, যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষ একসঙ্গে জীবন গড়ে তোলে। ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, শহরটি তার বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনী শক্তি ও একতার মাধ্যমে সংকট কাটিয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজের প্রতিটি সদস্যই এই গৌরবময় অগ্রগতির অংশ, যেখানে একে অপরের প্রতি সম্মান ও সহযোগিতাই আমাদের সত্যিকারের শক্তি',-এমনটাই বলেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অসহায় মানুষের পাশে নাসিমা ইসলামের উইশ ফাউন্ডেশন

শাহাবুদ্দিন শুভ

সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকেন, যারা কেবল নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন। তারা মানবতার কথা ভাবেন, অসহায়দের পাশে দাঁড়ান। ঠিক তেমনই একজন মানবহিতৈষী নাসিমা ইসলাম। যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অসহায় মানুষের জন্য তিনি গড়ে তুলেছেন 'উইশ ফাউন্ডেশন'- একটি অলাভজনক সংস্থা, যা যুক্তরাজ্য সরকারের নিবন্ধিত ও দুই দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উইশ ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্যে হোমলেস, শরণার্থী ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য প্রতি সপ্তাহে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করে। প্রতি বৃহস্পতিবার লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রি ফুড সেবা দেয়, যেখানে ১১ জন স্থায়ী কর্মী ও ২২ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এ উদ্যোগের পরিধি দিন দিন বাড়ছে এবং আরও মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু খাবার বিতরণই নয়, উইশ ফাউন্ডেশন তাদেরকে মানসিক ও সামাজিক সহায়তা দেয়, যাতে তারা সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

উইশ ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে জামিয়া ইসলামি দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, মৈশাপুর মাদ্রাসা ও মৌলভীবাজারের খেদমতুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীতবস্ত্র, খাবার ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিধবা, বৃদ্ধ ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা পুষ্টিকর খাবার পেতে পারে। এছাড়াও, উইশ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল ও মাদ্রাসা নির্মাণ করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। অতি সম্প্রতি উদ্বোধন করা হবে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার কালিবাড়ীতে উইশ ফাউন্ডেশন নুরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানা।

নারীদের স্বনির্ভর করতে উইশ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা করছে। বিভিন্ন স্থানে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com